উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,২৮৭.১৯ (-৯৬১.৪২)

নিফটি : ২৫,১৭৮.৬৫ (-৩১৭.৯০)

আবগারিতে মুক্তি, কাঁদলেন কেজরিওয়াল ৭

সত্যের জয় : আপ প্রধান

ভরদুপুরে কেঁপে উঠল কলকাতা ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩১° সর্বোচ্চ / ১৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ / ১৪° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ / ১৫° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ / ১৫° সর্বনিম্ন

৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্চে উপাচার্য নিয়োগ ৭

শিলিগুড়ি ১৫ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 28 February 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 280

সাদা চোখে সাদা কথায়

দল হোক বা সরকার, কর্তাভিজা খুব দরকার

গৌতম সরকার

পুলিশ কি আর পুলিশ আছে! পুলিশ হতে হলে মেরুদণ্ড থাকা দরকার! শাসকের দলীয় স্বার্থ রক্ষায় সেই মেরুদণ্ড বিকিয়ে গিয়েছে। শুধু বাংলায় নয়, ভারতের সব রাজ্যে। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ সংস্থা। অথচ সেই কমিশনের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় শাসকদলের হয়ে কাজ করার মতো ঘৃণ্য অভিযোগ উঠতে পারছে। কমিশন বনাম রাজ্যের কার্যত কলতলার ঝগড়া দেখলে কি মনে হয় দুটি সংবিধানে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান?

একই দেশের দুই সরকারি সংস্থার সংঘাত দেখলে মনে হয় দুই শত্রুর লড়াই চলছে। নাহলে কি আর কমিশনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার মামলা করে? সম্পর্কটা বৈরিতার

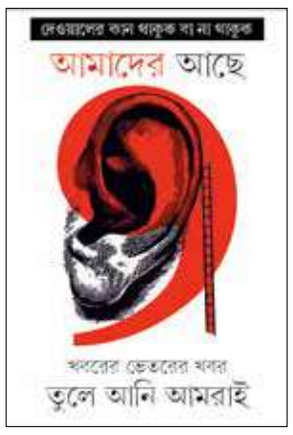

হলেই যা সম্ভব। সদ্য দুই পুলিশেরও সংঘাত দেখা গেল হিমাচলপ্রদেশ বনাম দিল্লির। দিল্লি পুলিশ যুব কংগ্রেসের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করে ফেরার পথে আটকে দেয় হিমাচলপ্রদেশের পুলিশ। দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলাও রুজু হয় হিমাচলপ্রদেশে।

এক দেশের দুই রাজ্যের পুলিশের এমন সংঘাত কি প্রমাণ করে না, উভয়ই নিজ নিজ শাসকের কর্তাভিজা? আরেকটি ঘটনা সবার জানা। আইপ্যাক প্রধানের কলকাতার বাড়িতে ইডি'র তল্লাশির সময় হাজির হলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাংলার বাঘা বাঘা পুলিশকর্তারা। ইডি একটি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা, যার কাজ আইনে নির্দিষ্ট। কার্যত মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশকর্তারা ইডি'র সেই কাজে বিঘ্ন ঘটালেন।

ইডি'র কাজে আপত্তি থাকতে পারে রাজ্যের। কিন্তু প্রকাশ্যে ইডি ও রাজ্যের একের কাজে অপরের বাধাদানে স্পষ্ট, সংবিধানের প্রতি নয়, এরপর বারোর পাতায়

চা বাগান এলাকায় এখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা। চোপড়ার আমবাড়িতে।

সিন্ডিকেটের খপ্পরে খতম জীবিকা

অরুণ ঝা

চোপড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি : হরিনাথগছ থেকে আমবাড়ি পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তার দু'পাশে চা বাগানের সবুজ গালিচা চোখ জুড়িয়ে দেয়। শীত যাই যাই সময়েও হিমেল হাওয়ার স্পর্শ অদ্ভুত সুখের অনুভূতি মনপ্রাণ ভরিয়ে দেয়। রাস্তার ধারে শিমুল গাছ ভর্তি লাল ফুল দেখতে দেখতে কখনও মনে হবে না আমবাড়ি পৌঁছালে এক নির্মম ছবির মুখোমুখি হতে হবে।

জীবনযন্ত্রণার এক কঠিন বাস্তব যেন পিয়ারিলাল টি এস্টেটে। বাগানটি বন্ধ প্রায় চার বছর ধরে। এলাকার প্রচুর মানুষ কর্মহীন। দুই মুঠো অন্নের হাহাকারের পাশাপাশি এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে বোমা-বন্দুক, বারুদের কাহিনী। জোর করে বাগানের দখল নেওয়া হয়েছিল। 'শাসকদলের দাদাদের হাতে এখন বাগানের নিয়ন্ত্রণ'- সামনে মেঠো পথের দিকে চেয়ে বললেন ডোলোরাম সিংহ।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে জানালেন, দখলদাররা ভালোভাবে বাগান চালাতে পারেননি। ডোলোরাম স্থায়ী কর্মী ছিলেন পিয়ারিলাল টি এস্টেটের। এখন? তাঁর গলায় আক্ষেপ, 'মাসে ১৫ দিনও কাজ পাই না। পেলেও মজুরি ১০০ থেকে ১৫০ টাকা। ছয়জনের সংসার এই উপার্জনে চলে বলুন?' ওই বাগানে প্রায় ২০ বছর কাজ করেছেন ডোলোরাম । র‍্যাশন, বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড- সবই পেতেন।

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সবুজ নয়, রুক্ষ-ধূসর এখন চোপড়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। যেখানে একসময় একের পর এক চা বাগান তৈরি হয়েছিল প্রচুর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা জাগিয়ে। সিন্ডিকেটরাজের সুবাদে সেখানকার বাতাসে এখন শুধুই হাহাকার ও আক্ষেপ। প্রথম কিস্তি

তাতে মন্দ চলত না। এই কাহিনী ওই তল্লাটজুড়ে আরও অনেকের। যাঁরা আজ কেউ পরিযায়ী শ্রমিক। কেউ নাইট শিফটে দার্জিলিং জেলার কোনও চায়ের ফ্যাক্টরিতে মাসে হয়তো ১০ দিন দৈনিক মজুরিতে কাজ করেন। এরকমই একজন সন্তোষ সিংহের সঙ্গে দেখা হল আমবাড়ি মোড়ের এক চায়ের দোকানে। তিনি লেবার ঠিকাদারের মাধ্যমে বিধাননগরের একটি ফ্যাক্টরিতে নাইট শিফটে কাজ পেয়েছেন। ৩৩০ টাকা মজুরি পান। কিন্তু মাসে রোজ কাজের নিশ্চয়তা নেই।

সন্তোষের জিজ্ঞাস্য, 'পাঁচজনের সংসার কি এতে চলে?' পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন বিমল সিংহ। সন্তোষ তাঁকে ডেকে নেন। বিমলও বাগানের কাজ হারিয়েছেন। কথায় কথায় শুকনো মুখে কঠিন সত্যিটা বললেন বিমল, 'জানেন তো, বড় রোগে ধরলে শ্মশান আমাদের একমাত্র গতি।'

শুধু কাজ নয়, অনেকে জমিও হারিয়েছিলেন। যাটোর্ধ্ব তুলেশ্বরী সিংহ বাগানের কাজ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। কষ্ট করে জমানো টাকায় কিছুটা বসত জমি কিনেছিলেন গ্রামে। সিন্ডিকেট বাগানটির দখল নেওয়ার পর তাঁর শেষ সম্বল সেই জমিটুকু বিক্রি করে রাজনৈতিক দাদারা বাগানের খানিকটা জমি নেওয়ার লোভ দেখায়। লাভের আশায় সিন্ডিকেটের কথা শুনে এখন আফসোস যায় না তুলেশ্বরীর। এরপর বারোর পাতায়

সংশয় নিয়েই ঘাসফুলে স্বপ্না

স্বপ্নার তৃণমূলে যোগদানের সম্ভাবনার খবর প্রথম প্রকাশ করে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও পূর্ণেন্দু সরকার

কলকাতা ও জলপাইগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূলে অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের যাত্রা মসৃণ হবে কি? সন্দেহটা সম্ভবত স্বপ্নারও আছে। তৃণমূলে গ্রহণ করা হলেও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করা হবে কি না, তা স্পষ্ট করা হয়নি। দলের জলপাইগুড়ি নেতৃত্বের অগোচরে স্বপ্নাকে যোগদান করানো হয়েছে। এই পরিস্থিতি যে তাঁকে বেগ দিতে পারে, স্বপ্না তা টের পাচ্ছেন। কলকাতার তৃণমূল ভবনে ঘাসফুলের পতাকা হাতে নেওয়ার কিছুক্ষণ পর টেলিফোনে তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত ইঙ্গিতবাহী।

ক্রীড়াক্ষেত্রে জলপাইগুড়ির এই কৃতী কন্যার কথায়, 'আমার যোগদানকে অনেকে সমালোচনা করছেন। আমি তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছি। সময় বলবে আমি ঠিক করেছি না বেঠিক করেছি।' তিনি যে শুক্রবার কলকাতার তৃণমূল ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘাসফুলের ঝান্ডা নেবেন- তা একমাত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদ জানিয়েছিল। খবরে যা লেখা ছিল, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ মিলে গিয়েছে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ লিখেছিল, রাজ্যের দুই মন্ত্রী ও উত্তরবঙ্গের এক নেতার উপস্থিতিতে স্বপ্না তৃণমূলে যোগ দেবেন। বাস্তবে ওই কর্মসূচিতে ছিলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বিধানসভায় স্বপ্নাকে প্রার্থী করা হবে কি না, করা হলে কোন কেন্দ্রে- তা কিন্তু শুক্রবারের কর্মসূচিতে কেউ বলেননি।

পরে জানতে চাওয়া হলে স্বপ্নার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছিল, 'আসনের বিষয়ে দল জানাবে।' প্রার্থী করার আশ্বাস

স্বপ্না বর্মনের হাতে তৃণমূলের পতাকা। সঙ্গে গৌতম দেব।

দিয়েই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু পরে আইপ্যাকের পরামর্শে জলপাইগুড়ি আসন থেকে তাঁকে প্রার্থী করা হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। এতে স্বপ্নার ক্ষোভ উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হলে তাঁকে কলকাতায় ডেকে পাঠায় তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

এরপর বারোর পাতায়

নেতাদের বাড়া ভাতে ছাই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবারই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী স্বপ্না বর্মন। তিনি কোন কেন্দ্রে প্রার্থী হবেন, আদৌ প্রার্থী হবেন কি না সেটা দলের তরফে জানানো হয়নি। তবে, দলীয় সূত্রেই আভাস মিলছে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে স্বপ্নাকে প্রার্থী করতে পারে দল। এতেই বাড়া ভাতে ছাই পড়ার আশঙ্কা করছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা আসনে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে থাকা বাকি তৃণমূল নেতারা।

স্বপ্নাকে সম্ভাব্য প্রার্থী ধরে নিয়েই দলের নেতা রঞ্জন শীলশর্মা কটাক্ষের সুরে বলেছেন, 'স্বপ্না অনেক বড় খেলোয়াড়। এশিয়ার অনেক দেশকে পিছনে ফেলে তিনি সোনা জিতেছিলেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতেও আড়াই লক্ষ ভোটারের মন জয় করতে তাঁর কোনও সমস্যা হবে না।' ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনের প্রার্থীপদের অন্যতম দাবিদার রঞ্জনের সংযোজন, 'আমাদের মতো নেতারা সারাবছর এলাকায় পড়ে থেকে পার্টি করি। প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছে থাকতেই পারে।'

শুধু রঞ্জন নন, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে দলের আরও একঝাঁক নেতা প্রার্থীপদের দাবিদার ছিলেন। স্বপ্নার দলে যোগ দেওয়ার পর তাঁরা কার্যত হতাশ। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও দলের অন্দরেই এই নিয়ে গুঞ্জন রয়েছে।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিলেন তৃণমূলের এক ঝাঁক নেতা।

এরপর বারোর পাতায়

নাম থাকবে তো, আশঙ্কা নিয়ে তালিকা প্রকাশ আজ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : সব জায়গায় কান পাতলে শুক্রবার একটাই প্রশ্ন শোনা গিয়েছে, 'শনিবারের লিস্টে নামটা থাকছে তো?' শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি- বঙ্গ রাজনীতির ইতিহাসে যেন রুদ্ধশ্বাস দিন। সুপ্রিম কোর্টের নজিরবিহীন হস্তক্ষেপে এবং কড়া নজরদারিতে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) শেষে শনিবার প্রকাশিত হবে পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।

এবারের ভোটার তালিকা সংশোধন অন্য যে কোনওবারের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। রাজ্য ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে এসআইআর নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ির জেরে সুপ্রিম কোর্টকে কড়া পদক্ষেপ করতে হয়। প্রধান বিচারপতির নির্দেশে এরাজ্যে

এরপর বারোর পাতায়

রাজ্যসভায় প্রার্থী রাজীব, কোয়েল

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আনুগত্যের চরম পুরস্কার! আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে কান পাতলেই এখন জোর কদমে এই চর্চা শোনা যাচ্ছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় দলের এক্স হ্যান্ডেলে চার প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়। তবে সব ছাপিয়ে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমারকে রাজ্যসভায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে। রাজীব কুমার ছাড়াও মনোনীত বাকি তিন প্রার্থী হলেন গায়ক-রাজনীতিক বাবুল সুপ্রিয়, সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী এবং জনপ্রিয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক।

এরপর বারোর পাতায়

পরস্পরকে ছুঁয়ে দিলেন তারা-গার্গী

উনিশ শতকের রঙ্গমঞ্চের প্রবাদপ্রতিম নটী তারা সুন্দরীর জীবনকথা এবার জীবন্ত হয়ে উঠল শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে। উত্তরবঙ্গ সংবাদের বিশেষ আয়োজনে মঞ্চস্থ হল বায়োড্রামা 'তারা সুন্দরী'। গার্গী রায়চৌধুরীর অসামান্য একক অভিনয়ে ইতিহাস, গ্ল্যামার আর আলোর মায়াবী বুনন তারিয়ে উপভোগ করল কানায় কানায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ।

অমিতাভ কাঞ্জিলাল

নাম তাঁর তারা সুন্দরী– তাঁর মতোই ওঁরা প্রমদাসুন্দরী, গোলাপসুন্দরী, রাসুসুন্দরী, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), নরীসুন্দরী, রানিসুন্দরী। তাহলে তাঁর বায়োড্রামা'র নাম কেন রাখা হল 'তারা সুন্দরী'? নামপদে এই বিচ্ছেদটুকু সেই পরিচয়কে ব্যক্তিবিশেষের সত্তার সীমা অতিক্রম করিয়ে ইতিহাসে অনাবলোকিত অবিদ্যাপাড়ার সারস্বতদের আত্মপরিচয় নির্মাণের আখ্যানের প্রায় সমরূপের ব্যঞ্জনা হয়ে দাঁড়াল নাটকের শেষাশেষি। 'সুন্দরী', 'বালা', 'দাসী' ইত্যাকার ভোগ্য-বিশেষণে চাপা পড়া সেই মানবীরা আজও 'তাঁরা' হয়ে উঠতে পেরেছেন কি আদ্যন্ত পৌরুষেয় বঙ্গনাট্যরঙ্গক্ষেত্রে? তাই 'তারা সুন্দরী'!

'তারা (শুধুই) সুন্দরী'– এই সুতীব্র শ্লেষের সংকেত ধরা রইল ওই নামপদে আয়োজিত ফাঁকটুকুর মধ্যে আর সেই পরম্পরায় অভিনয় শেষে স্ক্রল থেকে ফুটে উঠল অভিনেত্রী

'তারা সুন্দরী'র নাম ভূমিকায় গার্গী রায়চৌধুরী। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে। ছবি : লোপামুদ্রা তালুকদার

গার্গী রায়চৌধুরীর গ্ল্যামারশোভন দুটি ছবি। শো-বিজনেসের তারা আর গার্গী তখন একই মঞ্চের সমতলে ছুঁয়ে দিলেন পরস্পরকে!

ব্রাত্য বসুর তত্ত্বাবধানে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের এই নাটকে একক অভিনয়ে এক ঘণ্টা আঠারো মিনিট মঞ্চজুড়ে গার্গী রায়চৌধুরী। বহুরূপী নাট্যদল থেকে রুপোলিপর্দায় যাঁর অভিনয়ের বৈচিত্র্য ও গভীরতা অপার বাংলার দর্শককে মজিয়েছে,

এরপর বারোর পাতায়

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্রাঞ্চ, এন.জে.পি (শিলিগুড়ি)
ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, তৃতীয় তলা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
[ইমেল : cs8289@pnb.bank.in ফোন নং : ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ। সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/ চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক/প্রকৃতিগত/প্রতীকী দখল ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক'** ভিত্তিতে সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হবে। প্রতিটি সম্পত্তির সংরক্ষিত অর্থমূল্য এবং অগ্রিম অর্থমূল্য নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত সম্পত্তিটির অনুসূচি

ক্রমিক নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	ঘ) স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ যেটি বন্ধকরত/মালিকের নামে (সম্পত্তিটির বন্ধকদাতা)	ঙ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(২) এর ডিমান্ড নোটিশটির তারিখ চ) বকেয়ার পরিমাণ ছ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩(৪) এর অন্তর্গত দখলের তারিখ জ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/প্রকৃতিগত/ গঠনমূলক	ক) সুরক্ষিত অর্থমূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির অর্থমূল্য	ঘ) ই-অকশনের তারিখ/সময়	দায়বদ্ধতার বর্ণনা** সুরক্ষিত ঋণদাতা (গণ) এর দ্বারা জ্ঞাত
১.	**ক) জলপাইগুড়ি (০২৩৯২০)** **খ) মেসার্স ডি.এন.বি ফুড প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেড** ০২৩৯৩০০৪৯৪২৮১, ০২৩৯৩০০৫০১৩০৯ এবং ০২৩৯৩০০৫০১৩১৬ **গ) ঋণগ্রহীতা :** **মেসার্স ডি.এ.বি ফুড প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেড** **ডিরেক্টর :** ১. শ্রী দেবব্রত দত্ত সুধীর কুমার দত্তের পুত্র **২. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত শ্রী দেবব্রত দত্তের স্ত্রী,** ঠিকানা : ২০, নন্দলাল বসু সরণি, ডক্টর বাসুর নার্সিং হোমের বিপরীতে, কলেজ পাড়া, পোষ্ট : শিলিগুড়ি, থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পিন - ৭৩৪০০১ **৩. শ্রী রমেন্দু চট্টোপাধ্যায়** ঠিকানা : ধারসা, পালপাড়া, জাগাছা, জিআইপি কলোনি, হাওড়া-৭১১১১২ **বন্ধকদাতা :** শ্রী দেবব্রত দত্ত, সুধীর কুমার দত্তের পুত্র	ঘ) ২১০০ স্কোয়ার ফিট পরিমাপের পঞ্চম তলা আবাসিক ফ্ল্যাটটির চার তলা বিশিষ্ট ভবনের সঙ্গে একটি গাড়ি পার্কিং-এর গ্যারাজ যেটি বিক্রিত দলিল নং I-৩৫৭৬ ২৫.০৯.২০০৫ তারিখের হিসেবে এ.ডি.এস আর কার্যালয়- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, খতিয়ান নং- ১৫১, সি.এস প্লট নং- ৯৪৩৬, থানা এবং, মৌজা- শিলিগুড়ি, ১৭ নং ওয়ার্ড, হোল্ডিং নং ২৪৫/১৮৩ শিলিগুড়ি পুরনিগম, শিলিগুড়িতে অবস্থিত। সীমানা :- উত্তর :- শ্রী গোপাল বসুর-এর জমি দক্ষিণ :- পুরনিগমের রাস্তা পূর্ব :- শ্রী নারায়ণ সাহা ও অন্যান্যদের জমি ও বাড়ি পশ্চিমে :- শ্রী অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের জমি ও বাড়ি মালিক :- দেবব্রত দত্ত **সম্পত্তির আইডি :- পিইউএনবিইউ ৪০১১৬২৬৫০০১**	ঙ) ১৫.০২.২০১১ চ) টা: ২,২৬,৩৮,১৪৮.০০ [১৩(২) নোটিশটিতে অর্থমূল্য উল্লেখ করা হয়েছে] সঙ্গে আরও সুদ ছ) ১৯.০৫.২০১২ জ) প্রতীকী	ক) টা: ৫৯.৭৯ লক্ষ খ) ৫.৯৭৯ লক্ষ (১৭.০৩.২০২৬) দুপুর ৩.৩০ পর্যন্ত গ) টা: ০.২৫ লক্ষ	ঘ) ১৭.০৩.২০২৬ ঙ) সকাল ১১:৩০ থেকে বিকেল ০৩:৩০ পর্যন্ত	ঙ) জানা নেই
২.	**ক) গঙ্গারামপুর (০২৩৬২০)** **খ) মেসার্স সত্যেন এন্টারপ্রাইস** ০২৩৬২৫০২০১৩৮১, এবং ০২৩৬৩০০০৬৪৩৮১ **গ) ঋণগ্রহীতা :-** মেসার্স সত্যেন এন্টারপ্রাইস মালিক : রঞ্জিত কুমার ব্রহ্ম ঠিকানা : গ্রাম- ইন্দ্রনারায়ণপুর, পোস্ট এবং থানা : গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩১২৪ জামিনদাতা/বন্ধকদাতা ১. শ্রীকমল ব্রহ্ম, পুত্র সত্যেন্দ্র নাথ ব্রহ্ম ২. শ্রী রঞ্জিত কুমার ব্রহ্ম, শ্রী সত্যেন্দ্র নাথ ব্রহ্মর পুত্র ৩. শ্রী তপজিৎ ব্রহ্মা, শ্রী সত্যেন্দ্র নাথ ব্রহ্মের পুত্র ঠিকানা : গ্রাম : ইন্দ্রনারায়ণপুর, পোস্ট ও থানা : গঙ্গারামপুর, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৩১২৪	**ঘ) সম্পত্তি -১** সমতাসম্পন্ন বন্ধকরত জমি ও ভবনটি রঞ্জিত ব্রহ্মা এবং তপজিৎ ব্রহ্মের স্বত্তাধিকরণে জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা-গঙ্গারামপুর, মৌজা- ইন্দ্রনারায়ণপুর জে.এল নং - ৮৫, খতিয়ান নং - এল আর ৩২৬২ এবং ৩২৬৩, প্লট নং -এল আর ১৪১, এলাকা - ০.১৬ একর, প্রকৃতি ''বাস্তু'', দ্রষ্টব্য উপহার প্রদত্ত দলিল নং - I ১৯৫৮, ২০১৩ সালের জন্য। **সীমানা :** পূর্ব : সুশীল সরকার, পশ্চিম : নৃপেন্দ্র মোহন সরকার, উত্তর : বিজয় সাহা, দক্ষিণ : ৬ ফিট চওড়া রাস্তা **সম্পত্তি আইডি : পিইউএনবিএবিএ ৪০৩৭৬৮১৪** **সম্পত্তি-২** সমতাসম্পন্ন বন্ধকরত জমি ও ভবন রঞ্জিত ব্রহ্মের স্বত্তাধিকরণে, গ্রাম ইন্দ্রনারায়ণপুর, ওয়ার্ড নং -০৭, পোস্ট এবং থানা- গঙ্গারামপুর, জেএল নং - ৮৫, এল.আর খতিয়ান, নং- ৫১৪/১, এলআর প্লট নং- ৮৯৩, এলাকা-৩ ডেসিমেল, প্রকৃতি - ''বাস্তু'', নিবন্ধীত দলিল নং- I-১৬২৭ এবং I-১৬৪৬ অনুসারে ২১.০২.১৯৮৭ তারিখের হিসেবে, গঙ্গারামপুর পুরনিগমের আইনগত অধিকারে অবস্থিত। **সীমানা** : পূর্ব : পুরনিগমের গলি, পশ্চিম : সঞ্জয় সাহার গোডাউন, উত্তর : ভগবান চৌধুরির রাস্তা, দক্ষিণ : পুরনিগমের গলি **সম্পত্তি আইডি : পিইউএনবিএবিএ ৪০৩৩২৬৪০**	ঙ) ২৯.০৮.২০২৩ চ) **টা: ৪২,২৬,১৩৭.৮৮** [১৩(২)-এর নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য] সঙ্গে আরও সুদ ছ) ১৬.১১.২০২৩ জ) প্রতীকী	**সম্পত্তি -১** ক) টা: ৭২.৫২ লক্ষ খ) টা: ৭.২৫২ লক্ষ ১৭.০৩.২০২৬) বিকেল ৩:৩০ পর্যন্ত গ) টা: ০.২৫ **সম্পত্তি - ২** ক) টা: ১৪.৬৯ লক্ষ ঘ) টা: ১.৪৬৯ লক্ষ (১৭.০৩.২০২৬) বিকেল ৩:৩০ পর্যন্ত গ) টা: ০.১০	ঘ) ১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১:৩০ থেকে বিকেল ০৩:৩০ পর্যন্ত	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
৩.	**ক) শিলিগুড়ি (০৫৮৭১০)** খ) মেসার্স সানাই ট্রেডলিংক ০৫৮৭৪০১১০০০২১৩ গ) অংশীদার ১. শ্রীমতী দেবযানী ধারা শ্রী সুধীর রঞ্জন ধারার কন্যা ২. শ্রী দেবাশিষ ধারা প্রয়াত চিত্তরঞ্জন ধারার পুত্র ৩. শ্রীমতী মীরা ধারা প্রয়াত চিত্তরঞ্জন ধারার স্ত্রী (জামিনদাতা) ঠিকানা : গ্রাম : মণিপুর, পোস্ট : ফাটাপুকুর, জেলা-জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১৩৪	ঘ) ৭৮০০ স্কোয়ারফিট জমি এবং বাড়ি শ্রীমতী মীরা ধারা প্রয়াত চিত্ত রঞ্জন ধারার স্ত্রীর স্বত্তাধিকরণে, মৌজা – কিসমাত সুখানি, উপহার প্রদত্ত দলিল নং – I- ৪৭/২০০৪, জেএল নং – ১০, শিট নং ০৫, খতিয়ান নং – ৩৫৭ (আরএস) এবং ৩১৬ (এলআর), প্লট নং ৭৮ (আরএস) এবং ১৬৪ (এলআর), এলওপি নং – ১৪৮/১, বিএল ও এলআরও এর কার্যালয় – রাজগঞ্জ, গ্রাম – মণিপুর, পোস্ট-ফাটাপুকুর, থানা-রাজগঞ্জ, জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১৩৪ উত্তর : দেবাশিষ দত্তের জমি ও বাড়ি এবং ৫০ ফিট চওড়া পাকা রাস্তা। দক্ষিণ : সুধীর রঞ্জন ধারা এবং বাসনা ধারার জমি ও বাড়ি পূর্ব : ২৫'' চওড়া মেটাল রাস্তা এবং দেবাশিষ ধারার জমি ও বাড়ি পশ্চিম : ১২'' চওড়া ব্যক্তিগত প্যাসেজ সম্পত্তি মালিকের নাম : শ্রীমতী মীরা ধারা, প্রয়াত চিত্ত রঞ্জন ধারার স্ত্রী **সম্পত্তি আইডি : পিইউএনবিও ৬১২২৯০০০০০১**	ঙ) ১৮.০৯.২০২০ চ) টা : ১,৫৮,৬৭,১৪৯.৯৬ (নোটিশ ১৩ (২)-এ উল্লেখিত অর্থমূল্য) সঙ্গে আরও সুদ ছ) ০৪.০১.২০২১ জ) প্রতীকী	ক) টা: ১৭০.৩৪ লক্ষ খ) টা: ১৭.০৩৪ লক্ষ (১৭.০৩.২০২৬) বিকেল ৩:৩০ পর্যন্ত গ) টা: ০.৫০লক্ষ	ঘ) ১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১:৩০ থেকে বিকেল ৩:৩০ পর্যন্ত	ঙ) জানা নেই
৪.	**ক) কালিয়াচক (০২৯৩২০)** খ) মেসার্স দিলবর এন্টারপ্রাইস অ্যাকাউন্ট নং – ০২৯৩২৫০৩০৫৩৪১ গ) মালিক এবং বন্ধকদাতা : জনাব জাক্কার আলি, মহম্মদ মুজিবর রহমানের পুত্র ঠিকানা : গ্রাম-বড় নগর, পোস্ট–সুজাপুর, থানা–কালিয়াচক, জেলা–মালদা–৭৩২২০৬	ঘ) সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং–১৪৩, খতিয়ান নং– ৪৮২, এল. আর খতিয়ান নং – ১৮৪৬, প্লট নং– ৭৪৬, মৌজা–বোরনগর থানা–কালিয়াচক, জেলা– মালদা, শ্রেণীবিভাগ–বাগান, মোট জমির পরিমাপ ৩.৩ ডেসিমেল, জনাব জাক্কার আলি মহম্মদ মজিবর রহমানের পুত্রের স্বত্তাধিকরণে, বন্ধকরত নিবন্ধিত উপহার প্রদত্ত দলিল নং– ৪২৬৮/২০০৯ **দলিল অনুসারে সীমানা** : উত্তর : কুরবান ও অন্যান্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণ : সায়েরা ইসলামের কমন প্যাসেজ, পূর্ব : অঞ্চল রোড, পশ্চিমে : সায়েরা ইসলামের সম্পত্তি **সম্পত্তি আইডি : পিইউএনবিএবিএ ৪০৪৮১৮৯০**	ঙ) ০৩.১০.২০২৪ চ) টা : ২৫,৭৯,৮৫২.০০ (নোটিশ ১৩ (২)-এ উল্লেখিত অর্থমূল্য) সঙ্গে আরও সুদ ছ) ২৭.০২.২০২৫ জ) প্রতীকী	ক) টা: ৩৬.৮৯ লক্ষ খ) টা: ৩.৬৮৯ লক্ষ (১৭.০৩.২০২৬) বিকেল ৩:৩০ পর্যন্ত গ) টা: ০.২০লক্ষ	ঘ) ১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১:৩০ থেকে বিকেল ৩:৩০ পর্যন্ত	ঙ) জানা নেই
৫.	**ক) কোচবিহার (০২৪০২০)** **খ) সঞ্জিত দত্ত** ০২৪০৩০০০৮৪৯২৩, এবং ০২৪০৩০০০৭৯৫৩২ গ) ঋণগ্রহীতা : ১. শ্রী সঞ্জিত দত্ত, হারান চন্দ্র দত্তের পুত্র ২. শ্রীমতী শীলা দত্ত, সঞ্জিত দত্তের স্ত্রী ৩. শ্রী পাপান দত্ত, সঞ্জিত দত্তের পুত্র বন্ধকদাতা : সঞ্জিত দত্তের স্ত্রী ঠিকানা : খাগড়াবাড়ি রোড, নাট্য সংঘ ক্লাবের নিকট, পোস্ট-খাগড়াবাড়ি, থানা-কোতওয়ালি, জেলা-কোচবিহার, পিন-৭৩৬১১৮	ঘ) ২ কাঠা ২০ ধুর অর্থাৎ ৩ কাঠা পরিমাপের জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ এবং শ্রীমতী শীলা দত্ত সঞ্জিত দত্তের স্ত্রীর স্বত্বাধিকারে দ্রষ্টব্য দলিল নং I-১২০৪ ২৫.০৫.২০০৫ তারিখের হিসেবে, বই নং-১, ভলিউম নং -২৬, পৃষ্ঠা ২০৭ থেকে ২১৪, এলআর খতিয়ান নং-৫৪৬৮, আরএস দাগ নং ৩৩২৩, অনুরূপভাবে এলআর দাগ/প্লট নং-৩৯২৭, জেএল নং ৮৯, মৌজা- খাগড়াবাড়ি, থানা-কোতওয়ালি, জেলা-কোচবিহার, শ্রী সঞ্জিত দত্ত হারান চন্দ্র দত্তের পুত্রের স্বত্বাধিকরণে দ্রষ্টব্য দলিল নং ১২০৩, ২৫.০৫.২০০৫ তারিখের হিসেবে বই নং ১, ভলিউম নং-২৬, পৃষ্ঠা-২০০ থেকে ২০৬, এলআর খতিয়ান নং-৫৪৬৭, আরএস দাগ নং ৩৩২৩ অনুরূপভাবে এলআর দাগ/প্লট নং- ৩৯২৭, জেএল নং-৮৯, মৌজা-খাগড়াবাড়ি। **সম্পত্তি আইডি : পিইউএনবিইউ ৬০৬৮২৪৮৪০১**	ঙ) ০৩.০৫.২০২৪ চ) টা: ২১,২১,১৭৭.১৬ [(১৩(২)-এর নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য] সঙ্গে আরও সুদ ছ) ০১.০৮.২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) টা: ৮০.২৪ লক্ষ খ) টা: ৮.০২৪ লক্ষ (১৭.০৩.২০২৬) বিকেল ৩.৩০ পর্যন্ত) গ) টা: ০.২০ লক্ষ	ঘ) ১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১.৩০ থেকে বিকেল ০৩.৩০ পর্যন্ত	ঙ) জানা নেই
৬.	**ক) সেবক রোড (৩১৯৬০০)** **খ) ১. মেসার্স সমরদিপস** ৩১৯৬০০৮৭০০০০১০৯৮ **২. শ্রী সম্রাট মালাকার** ৩১৯৬০০৯০০০০০৮৬১ এবং ৩১৯৬০০এনসি০০০০৪২৫৩ **গ) ১. মালিক ও বন্ধকদাতা :** শ্রী সম্রাট মালাকার প্রয়াত জিতেন মালাকারের পুত্র ঠিকানা : এইচ/৭৮/৪০৭/৩৩৩/৪০/২, শ্রীমা সরনি, দক্ষিণ বাবুপাড়া, ওয়ার্ড নং-২৬, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০৫ **২. ঋণগ্রহীতা :** শ্রী সম্রাট মালাকার প্রয়াত জিতেন মালাকারের পুত্র, উপ-ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী নবনীতা মালাকার শ্রী সম্রাট মালাকারের স্ত্রী, শ্রীমতী অনিতা মালাকার শ্রী জিতেন মালাকারের স্ত্রী। ঠিকানা : শ্রীমা সরণি, দক্ষিণ বাবুপাড়া, ওয়ার্ড নং-২৬, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০৪	ঘ) 'বাস্তু শ্রেণির' জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ এবং ভবন শ্রী সম্রাট মালাকার প্রয়াত জিতেন মালাকারের পুত্রের স্বত্বাধিকারে দ্রষ্টব্য নিবন্ধিত উপহার প্রদত্ত দলিল নং-I-২১৮৪ ১৭.০৯.২০১০ তারিখে, নিবন্ধিত বই নং-১, সিডি ভলিউম নং-১১, পৃষ্ঠা-৩২৭৬ থেকে ৩২৮৫ ২০১০ সালের হিসেবে এবং একটি দোকান পরিমাপ ১৪৫ স্কোয়ারফিট উল্লেখিত ভবনের শ্রী সম্রাট মালাকার প্রয়াত জিতেন মালাকারের পুত্রের স্বত্বাধিকরণে নীচতলায় অবস্থিত দ্রষ্টব্য নিবন্ধিত বিক্রয়রত দলিল নং I-১৩৫৫ ০২.০৭.২০০৯ তারিখে নিবন্ধিত বই নং-১, সিডি ভলিউম নং-৫, পৃষ্ঠা ৯১১ থেকে ৯২২ ২০০৯ সালের হিসেবে সম্পূর্ণ জমির এলাকার পরিমাপ ২.৫ কাঠা, নিবন্ধিত আরএস প্লট নং-৫১৯২, খতিয়ান নং-১৫৬৬, জেএল নং ১১০(৮৮), তৌজি নং-৩(জেএ), ওয়ার্ড নং ২৬ শিলিগুড়ি পুরনিগম, মৌজা-শিলিগুড়ি, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, থানা-শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ। সীমানা : উত্তর : বীণা মালাকারের বাড়ি, দক্ষিণ : এনসি নন্দীর বাড়ি, পূর্ব : শ্রীমা সরণি রোড ২৪', পশ্চিম : পাটেলের বাড়ি **সম্পত্তির মালিক :** শ্রী সম্রাট মালাকার, প্রয়াত শ্রী জিতেন মালাকারের পুত্র **সম্পত্তি আইডি : পিইউএনবিসি০০৪৪৭০৫২০০১**	ঙ) ১৮.০৭.২০২৪ চ) টাঃ ১,০৩,৭৬,৫৩০.৭৪ [(১৩(২)-এর নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য] সঙ্গে আরও সুদ ছ) ২১.১০.২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) টা: ১৩৫.৫৭ লক্ষ খ) টা: ১৩.৫৫৭ লক্ষ (১৭.০৩.২০২৬) বিকেল ৩.৩০ পর্যন্ত) গ) টা: ০.২৫ লক্ষ	ঘ) ১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১.৩০ থেকে বিকেল ০৩.৩০ পর্যন্ত	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
৭.	**ক) সুভাষপল্লী (২১৭৪২০)** **খ) মেসার্স মেঘনা স্টোর** ২১৭৪২৫০০০০১৩৪ **পল্লব পাল** ২১৭৪৩০০৫০০০৬২ গ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মেঘনা স্টোর **মালিক : শ্রী পল্লব পাল, শ্রী জ্যোতিষ পালের পুত্র** ৭০ দুর্গাদাস ব্যানার্জি রোড, পোস্ট হায়দারপাড়া, শিলিগুড়ি, জোলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪০০৬ শ্রী পল্লব পাল, শ্রী জ্যোতিষ পালের পুত্র, শ্রীমতী টুম্পি পাল, শ্রী পল্লব পালের স্ত্রী ঠিকানা : শরৎচন্দ্র পল্লি, পল্লি মঙ্গল সমিতির নিকট, পো: হায়দারপাড়া, জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১, মালিক ও বন্ধকদাতা : শ্রী পল্লব পাল, শ্রী জ্যোতিষ পালের পুত্র	ঘ) ৩ কাঠা অথবা ০.০৫ একর পরিমাপের জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ সঙ্গে তিন তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন পরিমাপ ১৯০০ স্কোয়ার ফিট (নীচতলা পরিমাপ ৬০০ স্কোয়ার ফিট, দ্বিতীয় তলা পরিমাপ ৬৫০ স্কোয়ার ফিট এবং তৃতীয় তলার পরিমাপ ৬৫০ স্কোয়ার ফিট) শ্রী পল্লব পাল শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র পালের পুত্রের স্বত্বাধিকরণে দ্রষ্টব্য নিবন্ধিত দলিল নং - I ৪৯৩৯ ১৬.০৮..২০১৭ তারিখে নিবন্ধীত বই নং - I ভলিউম নং ০৭১১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৭৫৬৭ থেকে ১০৭৫৯৩ ২০১৭ সাল, নিবন্ধিত খতিয়ান নং ৭২৮ (আরএস), ৬০১ (এল.আর), প্লট নং- ১৫৮ (আরএস), ৪১৩ (এলআর) মৌজা- ডাবগ্রাম, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, জেএল নং-২, শিট নং-১২ (আরএস), ৬৫ (এলআর), ওয়ার্ড নং-৩৯ শিলিগুড়ি পুরনিগমের, থানা : ভক্তিনগর, মহকুমা এডিএস আর জলপাইগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ **জমিটির সীমানা :** উত্তর : ১২ ফিট চওড়া মহকুমার রাস্তা, দক্ষিণ : স্নেহাশিষ চক্রবর্তীর জমি পূর্ব : শ্যাম ঘোষের জমি, পশ্চিম : স্নেহাশিষ চক্রবর্তীর জমি মালিকের নাম : শ্রী পল্লব পাল, জ্যোতিষ চন্দ্র পালের পুত্র **সম্পত্তির আইডি : পিইউএনবিইউ ৫৬৬৭৫৯৩৭০০১**	ঙ) ০২.১২.২০২৪ চ) টা : ৬৮,৫৪,৬৭৬.৩১ [১৩ (২) নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য] সঙ্গে আরো সুদ ছ) ০৫.০২.২০২৫ জ) প্রতীকী	ক) টা: ৯৮.৮২ লক্ষ খ) টা: ৯.৮৮২ লক্ষ (১৭.০৩.২০২৬) বিকেল ৩:৩০ পর্যন্ত গ) টা: ০.২০ লক্ষ	ঘ) ১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১:৩০ থেকে ৩:৩০ বিকেল পর্যন্ত	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
৮.	**ক) সেবক রোড (৩১৯৬০০)** **খ) মেসার্স বিশাখা ইন্টার ন্যাশনাল** ৩১৯৬০০৮৭০০০০১০১৬ অঞ্জন কুমার দাস ৩১৯৬০০ এনসি ০০০০০৭৮৭ এবং ৩১৯৬০০ এনসি ০০০০২৬৫৩ **গ) ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স বিশাখা ইন্টারন্যাশনাল মালিক :- শ্রী অঞ্জনকুমার দাস শ্রী গোবিন্দচন্দ্র দাসের পুত্র আজাদ হিন্দ সরনী,সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পঃ বঃ, পিন- ৭৩৪০০১ মালিক ও বন্ধকদাতা : শ্রী অঞ্জন কুমার দাস, শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীমতী কল্যাণী দাস, শ্রী অঞ্জন কুমার দাসের স্ত্রী ঠিকানা : আজাদ হিন্দ সরণী, সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, প:ব:, পিন-৭৩৪০০১ মালিক ও বন্ধকদাতা : শ্রী অঞ্জন কুমার দাস শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীমতী কল্যাণ দাস শ্রী অঞ্জন কুমার দাসের স্ত্রী ঠিকানা : আজাদ হিন্দ সরণী, সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, প:ব:, পিন-৭৩৪০০১	**ঘ) সম্পত্তি ১** ৬৯১ স্কোয়ার ফিট (সম্পূর্ণভাবে নির্মিত) একটি ফ্ল্যাট নীচতলার পিছনের অংশ অনেক তলা বিশিষ্টি ভবন সঙ্গে সার্বজনীক এলাকা, সার্বজনীক সুবিধা, সার্বজনীক সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাংক, ইত্যাদি সঙ্গে সমতাসম্পন্ন, অবিভাজ্য অংশ ০.০৬৫১ একর জমিতে অবস্থিত মৌজা শিলিগুড়ি, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর খতিয়ান নং ৩৭৪৪, ৩৭৪৫, প্লট নং ১১০০৬, জেএল নং ১১০(৮৮) তৌজি নং ৩, (জেএ), থানা- শিলিগুড়ি ওয়ার্ড নং -১৮, বসন্ত অ্যাপার্টমেন্ট,আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৩৪০০১, অঞ্জন কুমার দাসের স্বত্তাধিকরণে, নিবন্ধিত দ্রষ্টব্য দলিল নং-I ২৪৫৪ ২১.০৯.২০১২ তারিখে। **সম্পত্তি আইডি : পিইউএনরিইএসএক্স ০০২৩২৭০০১** **সম্পত্তি ২** ০.০৪২৫ একর পরিমাপের জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ সঙ্গে তিনতলা বিশিষ্ট পাকা ভবন প্লট নং ৬৫৪৩, নিবন্ধিত খতিয়ান নং ৩৯০২ জে এল নং ১১০(৮৮) মৌজা শিলিগুড়ি, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, শিট নং - ৮, হোল্ডিং নং ২৭/২/১০৭, ওয়ার্ড নং-২০ সুভাষপল্লী শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত, জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ অঞ্জনকুমার দাসের স্বত্তাধিকরণে, নিবন্ধিত দ্রষ্টব্য দলিল নং - I-১৬১৫, ০৮.০৮.২০১৪ তারিখে অবস্থিত। **সম্পত্তি আইডি : পিইউএনবিইএসএক্স ০০২৩২৭০০২** **সম্পত্তি ৩** দোকান/অফিসের ঘর (কার্পেট এরিয়া ১৪২.৫ (স্কোয়ার ফিট) সমস্ত অবিভাজ্য অংশ, বহনকারী নং ৮৪/জে, পরিমাপ আনুমানিক ১৭১ স্কোয়ার ফিট (পরিমাপ যেটি সার্বজনীক প্যাসেজ ও সার্বজনীক এলাকাটিকে অন্তর্ভুক্ত করে) ''সরকার ম্যানসন''-নামক ভবনের ব্যাসমেন্টে অবস্থিত, যেটি হিলকার্ট রোড, সমতাসম্পন্ন জমির পরিমাপ ০.২২৩৪ একর মৌজা- শিলিগুড়ি, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর নিবন্ধিত খতিয়ান নং ৫৬৭৪, প্লট নং- ৮০১৫, জে এল নং-১১০, হোল্ডিং নং ৪২৯/১/১৭৩ (পুরাতন) ও ৪৭৩/১ (নতুন), ওয়ার্ড নং-৬ শিলিগুড়ি পুর নিগমের অধীন, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, অঞ্জনকুমার দাসের স্বত্তাধিকরনে নিবন্ধিত দ্রষ্টব্য দলিল নং I-১৩০২, ০৮.০৬.২০১০ তারিখে অবস্থিত। সম্পত্তির মালিকের নাম : শ্রী অঞ্জন কুমার দাস **সম্পত্তির আইডি : পিইউএনবিইএসএক্স ০০২৩২৭০০৩**	ঙ) ২৮.১১.২০২২ চ) ১,৭৫,৩৬, ৪১২.১১ [১৩(2) নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য)] সঙ্গে আর সুদ ছ) ০৭.০২.২০২৩ জ) প্রতীকী	সম্পত্তি ১ ক) টা : ১৮.০২ লক্ষ ঘ) ট: ১.৮০২ লক্ষ (১৭.০৩.২০২৬) বিকেল ৩: ৩০ পর্যন্ত গ) টা: ০.২৫ লক্ষ সম্পত্তি-২ ক) টা: ৯৬.০৮ লক্ষ খ) টা : ৯.৬০৮ লক্ষ ১৭.০৩.২০২৬ বিকেল ৩:৩০ পর্যন্ত গ) টা: ০.৫০ লক্ষ সম্পত্তি-৩ ক) টা : ১৩.০৮ লক্ষ খ) টা: ১.৩০৮ লক্ষ (১৭.০৩.২০২৬) বিকেল ৩: ৩০ পর্যন্ত গ) টা : ০.২৫ লক্ষ	ঘ) ১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১:৩০ থেকে বিকেল ০৩:৩০ পর্যন্ত	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
৯.	**ক) গঙ্গারামপুর (০২৩৬২০)** **খ) মেসার্স জিডিটাল** ০২৩৬২৫০৩১৪২৯৯ **গ) মালিক এবং বন্ধকদাতা :** হিমাংশু সরকার, সুশীল সরকারের পুত্র ঠিকানা : ডি. বি রোড অডিও, ভিসুয়ালের পাশে, পোস্ট : গঙ্গারামপুর, থানা : গঙ্গারামপুর, জেলা : দক্ষিন দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩১২৪, মোবাইল নং : ৯৯৩৩৫৬৭৮৯৩ **জামিনদাতা :** প্রদ্যুৎ সরকার, সুশীল কুমার সরকারের পুত্র ঠিকানা : অডিও ভিসুয়াল, ডি বি রোড, পোস্ট : গঙ্গারামপুর, থানা : গঙ্গারামপুর, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩১২৪	ঘ) জমি এবং বাড়িটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং -৮৪, এল আর খতিয়ান নং-৮৩০৯ (পূর্বের), এল আর খতিয়ান নং-৮৪৯৭ (বর্তমান), দাগ নং- আরএস-৬৫৫, ৬৫৬/৬৬০, এল.আর-১৬০৫, ১৬০৬, মৌজা-রাজীবপুর, ওয়ার্ড নং-০৬, থানা গঙ্গারামপুর, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, শ্রেণী-বাস্তু, ১.১০ ডেসিমেল সম্পূর্ণ জমির পরিমাপ হিমাংশু সরকার সুশীল কুমার সরকারের পুত্রের স্বত্তাধিকরণে, বন্ধকরত নিবন্ধিত উপহার প্রদত্ত দলিল নং ৫১৯০, ২৪.১২.২০০৮ তারিখে অবস্থিত। মোবাইল -৯৪৩৪১৪৪৯১৯ দলিল অনুসারে সীমানা পূর্ব – দাতার প্রবেশ ও নির্গমনের প্যাসেজ, পূর্বে রয়েছে আরতি গুণ, পশ্চিম : পিডব্লিউডি ও অঞ্জন কুমার পাল ও অন্যান্য। উত্তর : পুরনিগমের রাস্তা, দক্ষিণ : অঞ্জন কুমার পাল ও অন্যান্য **সম্পত্তির আইডি : পিইউএনবিএবিএ ৪০৩৯৪৯০৫**	ঙ) ১৭.০৯.২০২৪ চ) টাকা : ৮৮,৩১,৮৮৫.৭৭ [১৩(২) নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য] সঙ্গে আরও সুদ ছ) ২০.১২.২০২৪ জ) প্রতীকী	ক) টা: ২৭.৯৫ লক্ষ খ) টা: ২.৭৯৫ লক্ষ (১৭.০৩.২০২৬) বিকেল ৩:৩০ পর্যন্ত গ) টা: ০.২০ লক্ষ	ঘ) ১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১:৩০ থেকে বিকেল ০৩:৩০	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই

শর্তাবলি :
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং আরও উল্লেখিত শর্তাবলি অনুসারে বিক্রয় নিয়ম ও শর্তাবলি বিহিত করা হয়েছেঃ-
১. সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হয়েছে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে
২. নির্দিষ্ট সংরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উপরে উল্লিখিত সময়সূচি অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা সঠিক তথ্য দ্বারা প্রেরিত, কিন্তু যদি কোনওপ্রকার ভুল, ভুলবিবৃতি অথবা ঘোষণার উপর কোনওপ্রকার ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তবে তার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কোনওপ্রকার উত্তর দিতে বাধ্য নন।
৩. নিম্নে স্বাক্ষরকারী দ্বারা প্রেরিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে ওয়েবসাইট- https://banknet.in-এ ১৭.০৩.২০২৬-এ সকাল ১১:৩০ থেকে বিক্রয় সম্পন্ন হবে।
৪. বিক্রয় সম্পর্কিত শর্তাবলির আরও বিশদ বর্ণনার জন্য অনুগ্রহ করে https://banknet.in ও www.pnbindia.in-এ পরিদর্শন করুন।

তারিখ : ২৫.০২.২০২৬
স্থান : শিলিগুড়ি

স্বাক্ষরকারী – অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশটি সারাফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অন্তর্ভুক্ত

৯৩টি নতুন বাস কিনবে এনবিএসটিসি

যাত্রী সুবিধায় স্মার্ট কার্ড চালু

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৭ ফেব্রুয়ারি : প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে যাতায়াতের ক্ষেত্রে স্মার্ট কার্ড চালু হল। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে কোচবিহার শহরের কেশব রোডে নিগমের বাস টার্মিনাসে এই পরিষেবা চালু হয়। পাঁচজন যাত্রীর হাতে স্মার্ট কার্ড তুলে দেন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই। এদিন তাঁরা সাগরদিঘির পশ্চিম দিকে সংস্কার হওয়া নিগমের পরিবহণ ভবনের উদ্বোধন করেন। এরপর একটি সাংবাদিক বৈঠক করে নিগম কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, খুব শীঘ্রই ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯৩টি নতুন বাস কেনা হবে।

পার্থপ্রতিম বলেন, 'আমরা স্মার্ট কার্ড পরিষেবা চালু করলাম। পাশাপাশি ৪০ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পেয়েছি। এই টাকা দিয়ে আমরা ৯৩টি নতুন বাস কিনব, এর মধ্যে ১৪টি সিএনজি বাস, ৫৬টি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাস, ১৮টি সাধারণ বাস ও ৫টি রকেট বাস।' অন্যদিকে দীপঙ্কর বলেন, 'একবার কার্ড নেওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে আবার রিনিউ করতে হবে। আমাদের ডিপোগুলি থেকে এই কার্ড করা যাবে।' শুধু স্মার্ট কার্ড চালু ও নতুন বাস কেনাই নয়, সাংবাদিক বৈঠকে গত সাড়ে চার বছরে নিগমের উন্নয়নের খতিয়ানও তুলে ধরেন চেয়ারম্যান।

যাত্রীর হাতে স্মার্ট কার্ড তুলে দিচ্ছেন নিগমের চেয়ারম্যান। ছবি : জয়দেব দাস

যদিও প্রশ্ন হচ্ছে, এই স্মার্ট কার্ডে যাত্রীরা অতিরিক্ত কী কী সুবিধা পাবেন। এনবিএসটিসি জানিয়েছে, এর ফলে বারবার টিকিট কেনার ঝামেলা থাকবে না। এছাড়া ভাড়ার ক্ষেত্রেও যাত্রীরা লাভবান হবেন। ৩০০ টাকা খরচ করে স্মার্ট কার্ড করালে, যাত্রীরা পেয়ে যাবেন অতিরিক্ত ১০ শতাংশ। অর্থাৎ, ৩৩০ টাকার যাত্রাপথ তাঁরা যেতে পারবেন। আবার ৬০০ টাকা দিয়ে স্মার্ট কার্ড নিলে ৬৯০ টাকার যাতায়াত করা যাবে। অর্থাৎ পাওয়া যাবে ১৫ শতাংশ অতিরিক্ত।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্মার্ট কার্ড চালুর দাবি দীর্ঘদিনের। অবশেষে চালু হওয়ায় যাত্রীরা খুশি। এদিন স্মার্ট কার্ড নেন কালজানির পরিতোষ রায়। তিনি বলেন, 'আমি সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন বাসে যাতায়াত করি। ৩০০ টাকার স্মার্ট কার্ড নিয়েছি। ৩০ টাকা বেশি পেয়েছি। ফলে আর্থিক দিক দিয়ে যেমন আমার সুবিধা হল, তেমন প্রতিদিন টিকিট কাটার চিন্তাও থাকল না।'

জ্যাভলিনে রুপো দিনহাটার তরুণের

দিনহাটা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : জ্যাভলিন ছুড়ে রুপোর পদক জয় দিনহাটার ছাত্রের। রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে কলকাতা সাই কমপ্লেক্সে ইন্টার কলেজ স্টেট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-'২৬ আয়োজিত হয়। সেখানে জ্যাভলিন থ্রো-তে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রুপো জিতেছেন দিনহাটা কলেজের ছাত্র মিরাজ আনসারি। তাঁর বাড়ি দিনহাটা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের স্টেশনপাড়ায়। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতার সাইতে অনুষ্ঠিত কলেজ মিটে মিরাজ দ্বিতীয় হন। প্রথমে জেলা স্তরে প্রতিযোগিতায় তিনি জয়ী হন। তারপর রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় এই সাফল্যে খুশি মিরাজ।

মিরাজ আনসারি।

তাঁর কথায়, 'আমার আশা ছিল, সোনা নিয়ে ফিরব। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। তবে আগামীদিনে আমি দেশের হয়ে অলিম্পিকে খেলতে চাই।'

ছাত্রের সাফল্যে দিনহাটা কলেজের ক্রীড়া প্রশিক্ষক সুদীপ্ত ঘোষ জানিয়েছেন, মিরাজ বরাবরই খেলাধুলোয় পারদর্শী। এটা ওর পরিশ্রমের ফল।

গোদরেজের নতুন কীটনাশক

নিউজ ব্যুরো

২৭ ফেব্রুয়ারি : ভারতের অন্যতম কৃষি ব্যবসায়ী সংস্থা গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট একটি উন্নতমানের কীটনাশক বাজারে চালু করেছে। 'টাকাই' নামের এই নতুন কীটনাশক লোপিডোপ্টেরান জাতীয় কীটপতঙ্গ এবং শুঁয়োপোকার মতো নানা পোকামাকড়ের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ফসলের ক্ষতি রুখে কৃষকদের ভালো ফলন পেতেও সাহায্য করবে।

গোদরেজ অ্যাগ্রোভেটের ক্রপ প্রোটেকশান বিজনেসের সিইও এনকে রাজাভেলু বলেন, ''ফসলে কীটপতঙ্গের আক্রমণের কার্যকরী ব্যবস্থা ভারতীয় কৃষকদের সাফল্য নির্ধারণ করে। 'টাকাই'-এর মাধ্যমে আমরা দ্রুত ফসলকে কীটপতঙ্গের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি।''

কর্মখালি

শিলিগুড়ি সেবক রোডে শপিং মলের নাইট গার্ড চাই, বয়স 20-50, বেতন-১০,০০০/-, M-9679071524. (C/120951)

ব্যবসা/বাণিজ্য

শিলিগুড়িতে বিনাভাড়ায় বাড়িতে বসে সিমেন্ট ও রড নিন। কে.পি. উদ্যোগ, ইস্টার্ন বাইপাস রোড। (M):- 7699002803/5 (শর্ত প্রযোজ্য)। (C/120433)

জ্যোতিষ

বশীকরণ সম্পত্তি গুপ্তশত্রু বিচ্ছেদ মাঙ্গলিক মারণদোষ কাটাতে জ্যোতিষী বাবুদাকে ফোন করুন। ২৮/০২/ ও ০১/০৩ শিলিগুড়িতে : 7044304585/ 9163736098. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমার জন্ম শংসাপত্র Regd. নং 110, তাং 06-05-2005 বাবার নাম ভুল (Samser Mia) থাকায় গত 21.2.26 J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Samser Ali Mia এবং Samser Mia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। সর্বত্র বাবার পুরো এবং শুভ নাম Samser Ali Mia প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। Bakul Ali Mia, গ্রাম ও পো: মড়ানদীর কুটি, থানা: পুণ্ডিবাড়ি, জেলা: কোচবিহার, প:ব:। (C/119594)

•

আমি Anita Das, W/o Khokan Das, গ্রাম+পো: মহাদেবপুর, থানা+জেলা-মালদা, পিন-732121, আমার ছেলের জন্ম প্রমাণ পত্রে (যার রেজি নং 5364, dt. 24/05/2006) ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 10/02/26 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ছেলের নাম Astha Das থেকে Astick Das করা হইল। (M-115472)

•

আমি, Ajmeri Khatun আমার ছেলে Md Junet এর আধার কার্ডে ওর নাম এবং তার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 25/02/26 তারিখে, শিলিগুড়ি কোর্টে Ld. 1st J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (ছেলে) Mahammad Junet থেকে Md Junet এবং ছেলের (বাবা) Md Jahir থেকে Jahir Md বলে পরিচিত হলো। উভয় একই ব্যক্তি। (C/113715)

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No.-44(2025-26) Memo No-197/PS of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 05.03.2026. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://tenders.wb.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
E.O
Blg.P.S

PUBLIC NOTICE

AUCTION FOR SALE OF USUFRUCTS AT AIR FORCE STATION HASIMARA FOR FINANCIAL YEAR 2026-27

1. The public at large is hereby informed that Air Officer Commanding, Air Force Station, Hasimara, District - Alipurduar, West Bengal - 735215 shall hold a public auction at **1100 Hrs on 09 Mar 26** for awarding annual contract for "Sale of usufructs of temporary nature of trees (i.e Jackfruit and Supari etc)" at Air Force Station, Hasimara for the period **01 Apr 26 to 31 Mar 27.**
2. Bids for the same are invited from the general public. The terms and conditions of the contract shall be announced to bidders at the venue. The bidder shall be required to submit **Bid Security Declaration** to the Presiding Officer of Board of Officers holding the auction latest by **1000 Hrs on 09 Mar 26.**
3. The successful bidder shall be required to deposit full consideration amount of the bid to **"SI AF Hasimara", A/C No. 11810968810, IFSC Code SBIN0008942** within 7 days of finalization/ approval of the Board of Officers or before commencement of the contract, whichever is earlier. The Air Officer Commanding, Air Force Station, Hasimara reserves right to accept/ intervene or reject the highest bid without assigning any reasons whatsoever.
4. The interested parties may visit Air Force Station, Hasimara for carrying out survey of Jackfruit, Supari, Mango and Semul trees on any day from **02 Mar 26 to 06 Mar 26** between **0800 Hrs to 1300 Hrs** with an application to the Air Officer Commanding, Air Force Station, Hasimara.

অ্যাফিডেভিট

আমি Abdus Sattar Sardar, S/o Lt Giyas Uddin Sardar, Vill-Radhanagar, P.O-Gobindapur, P.S-Kumarganj, Dist. Dakshin Dinajpur, আমার ভোটার লিস্ট Vide Sl.582, Part No.168, 37 Kumarganj Assembly year 2002, আমার নাম Abdul Chhattar Sardar থাকায় গত 24/02/2026 এ E.M বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Abdul Chhattar Sardar থেকে Abdus Sattar Sardar করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120954)

•

আমি Narayan Mahanta, সাকিন - ১৮ কোটা কালপানি, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার, 27/2/2026 তারিখে মাথাভাঙ্গা EM কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, আমার কন্যা Riya Mahanta 22/12/2013 তারিখে জন্মগ্রহণ করে। (C/120486)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৯৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬০২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রঙিয়া ডিভিশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রের জন্য ই-নিলাম

০৩ (তিন) বছরের জন্য রঙিয়া স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় অবস্থিত প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে) -এর আউটলেটের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। ক্যাটালগ নং: পিএমবিজেকে-আরএনওয়াই-২৬-২। একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। দিন: ১০৯৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) ঃ ১২-০৩-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এএ/১	পিএমবিজেকে-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-পিএমবিজেকে-১-২৪-১ (পিএমবিজেকে-প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী কেন্দ্র)	রঙিয়া স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী কেন্দ্র (পিএমবিজেকে) আউটলেট পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান।

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ ১২-০৩-২০২৬ তারিখে ১২:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য ঃ সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী রঙিয়া ডিভিশন ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে মার্চ/২০২৬-এর জন্য স্পেশাল ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে:

ক্র. নং.	মাস/সাল	নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	মার্চ/২০২৬	এনএফআরআরএনওয়াই৩০এন২০২৫০৩৩	২৭-০৩-২০২৬/ ১১:০০:০০

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/পাণ্ডু

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

DATE CORRIGENDUM

Due to same unavoidable circumstances the Tender Schedule has been re-fixed as follows :

NIT No.	Name of the work	As per Original Notice	To be read as:
WBJALZRMC/13-SEC/ JAL/2025-26, Dated: 16/02/2026. Tender ID-2026 WBSMB 1009160 1	"Development of Community Level Dehydration Centre at Dhupguri Krishak Bazar under Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee."	Deadline for Submission of Bids:- Date-27-02-2026, Time:- 14.00 hrs (IST). Time and Date of Opening Technical Bids:- 02-03-2026, 14.00 hrs (IST)	Deadline for Submission of Bids:- Date-10-03-2026, Time:- 14.00 hrs (IST). Time and Date of Opening Technical Bids:- 12-03-2026, 14.00 hrs (IST)

Other Terms & Condition of Original Tender Notice will remain unchanged.

Sd/- Secretary,
Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee

আধা সেনার সক্রিয়তা চায় আরএসএস

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সক্রিয় রাখতে হবে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) বৈঠকে এমনই দাবি তুলল সংঘ পরিবারের অধিকাংশ সংগঠন। শুক্রবারের বৈঠকে আগের নির্বাচনগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রাখা বা সেভাবে কাজে না লাগানোর মতো অভিযোগ তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি এই ধরনের অভিযোগ তুলে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিও বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয়তার দাবি দিল্লির দরবারে পৌঁছে দেওয়ার কথা সংঘ নেতাদের। সংঘের উত্তরবঙ্গের সদর দপ্তর শিলিগুড়িতে উত্তরের জেলাগুলির নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেন সংঘের কেন্দ্রীয় সম্পর্ক প্রমুখ অরুণ কুমার, পূর্ব ক্ষেত্রের প্রচার প্রমুখ রাজনাথ পাল, সহ ক্ষেত্র প্রমুখ জলধর মাহাতোরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন জাগরণের দায়িত্বে থাকা বিজেপি এবং অন্য শাখা সংগঠনের নেতারা। উত্তরবঙ্গের আট জেলায় কেমন সংগঠন রয়েছে, বিধানসভাভিত্তিক আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে গিয়েই কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রসঙ্গ ওঠে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কীভাবে কাজে না লাগিয়ে বসিয়ে রাখা হয়, তা তুলে ধরেন অনেকেই। সংঘের উত্তরবঙ্গের এক নেতা বলেন, 'আমরা সমস্ত বিষয় তুলে ধরেছি। সংঘ নেতৃত্বের তরফে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা হয়েছে।' গত বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রাখার অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঠিকভাবে কাজে না লাগানোর ফলে তৃণমূল ভোট লুট করতে পেরেছিল বলে অভিযোগ তোলে বিজেপি নেতৃত্ব। এবার যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তা নিয়ে সতর্ক থাকছে কেন্দ্রের শাসকদল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবার ভোট ঘোষণার আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাজ্যে পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

আজ ফের বিক্ষোভের পরিকল্পনা শংকরের পরিজনের

দেবাংশুর দাবিতে সংশয়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : সেবক রোডে তরুণকে পিষে দেওয়ার ঘটনায় ধৃত গাড়ির চালক দেবাংশু পালচৌধুরী পুলিশের কাছে প্রথম থেকেই দাবি করেছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত মদ্যপ অবস্থায় এই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন। পুলিশের অন্দর মহলের খবর অনুযায়ী, দফায় দফায় জেরা চলাকালীন অভিযুক্ত তরুণ এখনও নিজের সেই দাবিতেই অনড় রয়েছেন। তবে পুলিশের বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য বর্তমানে সম্পূর্ণ অন্য সংকেত দিচ্ছে। গত বুধবার দুর্ঘটনার রাতে দেবাংশু আদৌ মদ্যপ ছিলেন কি না, তা নিয়ে এখন জোরালো সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে আসা তথ্য বলছে, ঘটনার সময় তিনি মোবাইল ফোনে মগ্ন ছিলেন এবং সম্ভবত সেই কারণেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন। এই নতুন মোড় আসার পরেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া ধারায় অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করেছে। ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং এই বিষয়ে বলেন, 'মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি। সেই কারণেই অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে।' ইতিমধ্যেই পুলিশ ধৃতকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছে।

এই গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির সচেতন মহলে জল্পনা ও উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। মৃত শংকর ছেত্রীর পরিবারের সদস্যরা শুরু থেকেই দাবি করে আসছিলেন যে, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পেছনে গভীর কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে দেবাংশু দাবি করেছেন, তিনি নাকি এতটাই নেশাগ্রস্ত ছিলেন যে শংকর ও তাঁর সঙ্গিনীকে সজোরে ধাক্কা দেওয়ার বিষয়টিও পরিষ্কার বুঝতে পারেননি। এমনকি পানিট্যাঙ্কি মোড়ে একটি অটোকে ধাক্কা মারার পর তিনি সেটিকে ট্রাফিকের কাজে ব্যবহৃত 'কোণ' বলে ভুল করেছিলেন। গাড়ি সারাইয়ের বিষয়ে তাঁর সপক্ষে যুক্তি হল, দুর্ঘটনার কথা লুকানোর অসৎ উদ্দেশ্য থাকলে তিনি গাড়িটি ভিনরাজ্যে বা ভিনজেলায় পাঠিয়ে দিতেন, সেবক রোডের চেনা সার্ভিস সেন্টারে সেটি ফেলে রাখতেন না। তবে অভিযুক্তের এই সাফাই নিয়ে তদন্তকারীরা প্রশ্ন তুলেছেন। পুলিশ জানতে চাইছে, অত জোরে ধাক্কা মারার পরও চালক কেন কিছু টের পেলেন না, নাকি তিনি জেনেবুঝেও এখন না বোঝার ভান করছেন।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তরুণী বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে গাড়িচালকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে একটি পৃথক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে, শংকরের দিদি মানু ছেত্রী অভিযুক্তের চরম শাস্তির দাবিতে অনড় রয়েছেন। চারদিনের পুলিশি হেপাজত শেষে শনিবার দেবাংশুকে পুনরায় শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। শংকরের পরিবার ও আত্মীয়রা এদিন সকাল থেকেই আদালতের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। তবে এই পরিস্থিতিতে আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা ঠিক নয় বলে ডিসিপি (ইস্ট) জানিয়েছেন।

- পুলিশের জোরালো সন্দেহ, দুর্ঘটনার সময় দেবাংশু মদ্যপ ছিলেন না
- অসতর্কভাবে গাড়ি চালানোয় দেবাংশুর বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা
- মৃতের পরিবার শনিবার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে

মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি। সেই কারণেই অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে।

রাকেশ সিং
ডিসিপি (ইস্ট), শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ

আজ বসন্তে সাজাব রে। শুক্রবার ইসলামপুরের শিবনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাজু দাসের ক্যামেরায়।

নাবালিকা ধর্ষণে ধৃত তরুণ

খড়িবাড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ির এক নাবালিকাকে ফুসলিয়ে ইসলামপুরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ দায়েরের ৬ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয় এক তরুণকে। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনতোষ সরকার জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণকে বৃহস্পতিবার রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা করা হয়েছে। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ ও নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণ নাবালিকার পূর্বপরিচিত। তরুণটি কর্মসূত্রে ইসলামপুরে থাকে। বৃহস্পতিবার সে নাবালিকাকে ফুসলিয়ে ইসলামপুর নিয়ে যায়। সেখানে একটি ঘরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। নাবালিকা অসুস্থ হয়ে পড়লে রাতে তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে গিয়ে নাবালিকার সঙ্গে কথা বলেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পরিবারের তরফে খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

প্রতিবাদ মিছিল

গোয়ালপোখর, ২৭ ফেব্রুয়ারি : লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা চলবে না। এর প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে শুক্রবার ধিক্কার মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন গোয়ালপোখরের ঝলঝলি এলাকায় মিছিল শেষে পথসভা হয়। সেখানে রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল। মন্ত্রী জানান, গোয়ালপোখর এলাকায় ৯৬ হাজার মানুষের শুনানি হয়েছে। তারপরে ৭৮ হাজার জনকে আবার পাঠানো হয়। নির্বাচন কমিশনের এই অযৌক্তিক হয়রানি বন্ধ হোক।

দোলে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আবিরে রাঙার প্রস্তুতি সর্বত্র। একটু নিরিবিলিতে ছুটি কাটাতে ব্যাগ গুছিয়ে নেওয়া শুরু হয়েছে পর্যটকদের। এরই মধ্যে দোলপূর্ণিমার দিন চন্দ্রগ্রহণ। তাও আবার পূর্ণগ্রাস। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবারের চন্দ্রগ্রহণ উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে সবচেয়ে ভালো পর্যবেক্ষণ করা যাবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। দেশের যে জায়গাগুলি থেকে চন্দ্রগ্রহণ ভালো দেখা যাবে, সেই তালিকায় রয়েছে কোচবিহার, দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি শিলিগুড়ির নাম। কিন্তু এই এলাকাগুলি থেকে কি গ্রহণের শুরু থেকে শেষ, দেখা যাবে? মহাকাশ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরা কিন্তু কিছুটা হলেও সংশয়ে। যার মূলে রয়েছে এখানকার সূর্যাস্তের সময়।

কোচবিহারের রাজবাড়ির আকাশে চন্দ্রগ্রহণ কেমন লাগবে? এমন প্রশ্ন করলে একশো শতাংশ উত্তর হবে অপরূপ। দার্জিলিংয়ের ম্যাল থেকে গ্রহণের সাক্ষী থাকাটা জীবনের বড় প্রাপ্তি হতে পারে, এক্ষেত্রেও দ্বিমত তেমন না থাকার কথা। আবহাওয়া দপ্তর বলছে, পশ্চিম ভারতের বাইরে দেশের সমস্ত জায়গা থেকে দেখা যাবে চন্দ্রগ্রহণ। উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি জায়গার সঙ্গে সবচেয়ে ভালো পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের এই তিন এলাকা থেকে। ফলে দোল বা হোলিতে যাঁরা দার্জিলিং পাহাড়, কোচবিহারে বেড়াতে যাবেন বা ডেস্টিনেশন হিসেবে বেছে নেবেন শিলিগুড়ি, তাঁরা আকাশে চোখ রেখে এক অপরূপ দৃশ্য দেখতে পাবেন বলে মনে করছেন আবহবিদরা। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, ৩টা ২০ মিনিটে শুরু হয়ে গ্রহণ শেষ হবে ৬টা ৪৮ মিনিটে। এর মধ্যে শিলিগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহারে চাঁদ উঠবে বিকেল ৫টা ৩৭ মিনিটে।

পর্যবেক্ষণে অনিশ্চয়তা

এখানেই খটকা লাগছে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের। কেননা, চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের ঢাকা পড়া বা কালো হয়ে থাকার সময়সীমা ৪টা ৩৪ মিনিট থেকে ৫টা ৩৩ মিনিট পর্যন্ত। পূর্ণগ্রাসের পরেও কিছুক্ষণ চলবে গ্রহণ, ৬টা ৪৮ মিনিট পর্যন্ত। এদিকে, ওইদিন উত্তরবঙ্গে সূর্যাস্তের সময় ৬টা ৫ মিনিট। সূর্যাস্তের পরেও উত্তরের আকাশ ৩০-৪০ মিনিট রক্তিম থাকে। অর্থাৎ সূর্যাস্তের সঙ্গে অন্ধকারে ঢেকে যায় না উত্তরবঙ্গ। ফলে আলো যেখানে থাকবে, সেখানে চন্দ্রগ্রহণ কতটা দেখা যাবে, তা নিয়ে সংশয় দূর হয় না। এমনই কিছু যুক্তি খাড়া করে স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দেবাশিস সরকার বলছেন, 'গ্রহণের একদম শেষ পর্বে কিছুটা দেখা গেলেও দেখা যেতে পারে। তবে নাগাল্যান্ড, অরুণাচলপ্রদেশের মতো পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে না। এর মূলেই রয়েছে এখানকার সূর্যাস্তের সময়।'

গ্রহণের সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির প্রত্যক্ষ কী সম্পর্ক রয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের দিন আকাশে কালো মেঘের জমাট বাঁধার উদাহরণ রয়েছে। যেমন গত বছর ৭-৮ সেপ্টেম্বর বৃষ্টির জন্য অনেক জায়গাতেই পণ্ড হয়েছে চন্দ্রগ্রহণের সাক্ষী থাকা। শুক্রবার আকাশে মেঘ এবং কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হওয়ায়, দোলপূর্ণিমা এবং চন্দ্রগ্রহণ নিয়েও আশঙ্কার মেঘ গাঢ় হচ্ছে। তবে আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'শনিবার কয়েকটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পরবর্তী পাঁচদিন তেমন সম্ভাবনা নেই।' ৩ মার্চ চন্দ্রগ্রহণ না দেখা গেলে কিন্তু অপেক্ষায় থাকতে হবে ২০২৮-এর ৬ জুলাইয়ের জন্য। ওই সময়কালটাও ভরা বর্ষার।

আগুন

বাগডোগরা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের সামনে আবর্জনার স্তূপে আগুন লাগায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে দমকলের গাড়ি এসে আগুন নেভায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশও। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের সামনে একটি বন্ধ থাকা পেট্রোল পাম্পের পিছনে পরিত্যক্ত জায়গায় আবর্জনার স্তূপের আগুনের ধোঁয়ায় চারপাশ অন্ধকার হয়ে যায়। যেখানে আগুন লাগে, তার একদিকে চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল, আরেকদিকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, নকশালবাড়ি ব্লক অফিস। সারিবদ্ধ দোকান। আগুনের পাশেই বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার।

ওলটাল বাস

মালবাজার, ২৭ ফেব্রুয়ারি : প্রতিনিয়ত জারি রয়েছে পুলিশের সচেতনতা প্রচার। তবুও দুর্ঘটনা বাড়ছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। মোটর সাইকেলের পর এবার দুর্ঘটনার কবলে শিলিগুড়ি-জয়গাঁগামী যাত্রীবাহী বাস। দুর্ঘটনায় কারও আঘাত গুরুতর নয়। শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়ি থেকে জয়গাঁর উদ্দেশে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী বেসরকারি বাস।

রাজনীতির অন্তরালে

নেতৃত্বে আস্থা নেই, পুজোয় মন তাই

এক সময়ে দাপটের সঙ্গে রাজনীতি করেছেন। কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যও থেকেছেন। এলাকায় ভালো মানুষ হিসাবে পরিচিত সেই গৌতম চক্রবর্তী এখন পূজার্চনা করে সংসার টানেন।

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি : বাম জমানায় চোপড়ায় বিরোধী শিবিরের অন্যতম মুখ ছিলেন গৌতম চক্রবর্তী। ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। শুরু থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘদিন চোপড়া ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন। কংগ্রেসের জেলা কমিটির সদস্যও ছিলেন। ২০০৮-২০১৩ সাল পর্যন্ত চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। রাজনৈতিক জীবনে নীতির প্রশ্নে আপসহীন থাকার পরিচয় দিয়েছেন বরাবর। সেই মানুষটিই আজ রাজনীতির অন্তরালে। এখন পূজার্চনা করে সংসার টানেন।

কিন্তু এমন পোড়খাওয়া নেতা সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেলেন কেন?

এর উত্তর নিজেই দিলেন গৌতম। বললেন, '১৯৮২ সালে চোপড়ায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের একটা বড় অংশ বাম সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন। তখনও আমি কংগ্রেসেই ছিলাম। তারপর ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর স্থানীয় ও ব্লক স্তরের নেতৃত্বের সিংহভাগ দল বদল করে তৃণমূলে যোগ দেন। কিন্তু আমি কংগ্রেসেই থেকে যাই।' বারবার কংগ্রেস ভেঙে নেতা-কর্মীদের বেরিয়ে যাওয়াটাকে মেনে নিতে পারেননি গৌতম। সংগঠনকে ধরে রাখতে না পারায় নেতৃত্বের ওপর একপ্রকার আস্থা হারিয়েই তিনি ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান বলে জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, '২০১৩ সালে যখন দলীয় সংগঠনে বড়সড়ো ধাক্কা আসে। এরপরই আমি নিজেকে রাজনীতি থেকে গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি।'

সদর চোপড়ার অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার পর গৌতম সদর চোপড়ার বিভিন্ন এলাকায় ডাস্টবিন বসিয়েছিলেন। আবর্জনা সংগ্রহের গাড়িও চালু করেছিলেন। বিভিন্ন পাড়ার মোড়ে জায়গার নামফলক বসিয়ে নজর কেড়েছিলেন। গৌতম যে এলাকায় ভালো মানুষ হিসাবে পরিচিত, তা মানছেন চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের জিয়ারুল রহমানও। তিনি বলছেন, 'গৌতম চক্রবর্তী চোপড়া হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ব্যক্তি হিসেবে ভালো মানুষ বলেই তাঁর পরিচিতি রয়েছে।'

বর্তমানে এলাকার বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করছেন গৌতম। তাঁর কথায়, 'এখন নিজেকে রাজনীতির আঙিনা থেকে সরিয়ে পুরোহিতের পেশা আগলে দিনযাপন করছি।'

এ নিয়ে তৃণমূল নেতা জিয়ারুল বলছেন,'গৌতম এখন পূজার্চনায় মন দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। তিনি কীভাবে জীবনযাপন করবেন, রাজনীতির বাইরে থাকবেন কি না, সেটা তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

গৌতম চক্রবর্তী

নিজের বাড়িতে গ্রামীণ চিকিৎসক হিসেবেও অল্পবিস্তর কাজ করেন গৌতম। এখনও একটি ছোট ওষুধের দোকান রয়েছে। আবার এলাকার কোথাও পুজোর জন্য ডাক পেলে ষাটোর্ধ্ব গৌতম এখনও দিব্যি এক-দুই কিলোমিটার পথ সাইকেল চালিয়ে পৌঁছে যান।

চোপড়ার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক রায় বলছেন, 'গৌতম চক্রবর্তী একজন দক্ষ সংগঠক। মানুষ হিসেবেও ভালো। তবে প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে না থেকে চুপচাপ রয়েছেন।'

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং ১৯৬, ২০১-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ২৪.০২.২০২৬ (সিভিল এবং পি.ওয়ে ওয়ার্কস)। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/ মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ১৯৬-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নামঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর অধিক্ষেত্রে দশরথপুর, মাসুদন এবং ধনৌরী স্টেশনে ভ্যাকুয়াম ডিওয়াটারিং দ্বারা প্ল্যাটফর্ম উপরিতল নির্মাণ সহ প্রাসঙ্গিককরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,৭১,৮১,৬০১.৩৩ টাকা। ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ২০০-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নামঃ সিনিয়র ডিইএন-III/পূর্ব রেলওয়ে/এমএলডিটি-র অধীনে এসএসই/পিডব্লু/জেএমপি-II-এর শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ ৫৬.৫ টিকেএম গ্রেন ট্রাকের আনুপূর্বিক ফিটিং নবীকরণের এবং অভ্যাপর স্টেশনের লাইন নং ৪-এর কমনলুপে রূপান্তরের পি.ওয়ে কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,২৭,৪০,১৩৬.০৪ টাকা। ক্র. নং ৩, টেন্ডার নং ২০১-এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নামঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধীনে ভাগলপুর-কিউল শাখায় শৌচালয় এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা সহ প্ল্যাং হ্যাটের ব্যবস্থার কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৬৭,৪৫,৯৬৪.৭৪ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২০.০৩.২০২৬ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং ডিআরএম কার্যালয়/মালদা টাউন। MLD-351/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেসের লিজ বণ্টনের জন্য ই-নিলাম

নংঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি.III, তারিখ ২৪.০২.২০২৬ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউল-এর মাধ্যমে তিন বছরের জন্য দুইটি পর্যায়ে হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৩টি এসএলআর এবং ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৩টি আরটিভিপি-র ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। www.ireps.gov.in-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। এই ই-নিলামের জন্য দরপ্রস্তাব www.ireps.gov.in-এর ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। ই-নিলামে অংশ নিতে, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারও গ্রহণ করতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিশদঃ অকশন ক্যাটালগ নং পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৬-৩এ। কম্পার্টমেন্ট ঃ ট্রেন নং ১৩০২৩-এর এফএসএলআর-১ নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। অকশন ক্যাটালগ নং পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৬-৩বি। কম্পার্টমেন্ট ঃ ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর এবং ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৩টি আরটিভিপি। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ১০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। HWH-650/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের হাইব্রিড সিসিইউ ইউনিট

শয্যা ২৪টি, পরিষেবা ১৪টিতে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : খাতায়-কলমে বরাদ্দ ২৪টি শয্যা। তবে বাস্তবে রয়েছে ১৪টি। গুরুতর অসুস্থ বহু রোগী শয্যা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন অথবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। অথচ পর্যাপ্ত শয্যার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হাইব্রিড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (এইচসিসিইউ) নিয়ে এমনই অভিযোগ উঠেছে। তবে হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'চিকিৎসক, নার্স অনুপাতে পরিকাঠামো ঠিকঠাকই রয়েছে।'

২০২২ সালের নভেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে হাইব্রিড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট চালু হয়। বলা হয়েছিল, ২৪ শয্যার এইচসিসিইউয়ের সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারের সামনে থাকা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটও (সিসিইউ) জুড়ে যাবে। অর্থাৎ সেখানকার সিসিইউয়ের ১০টি শয্যাও এইচসিসিইউয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে। সব মিলিয়ে এখানে ৩৪টি শয্যায় রোগী পরিষেবা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বেশি ১৪ জন রোগীকেই এখানে রেখে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। যদিও এইচসিসিইউয়ের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক বিমান নস্কর দাবি করেছেন, 'এখানে ১৮টি শয্যা চালু রয়েছে। যে কোনও বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের চেয়ে এখানে ভালো পরিষেবা দেওয়া হয়।'

হাসপাতাল সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনিক ভবনের দোতলায় ১০ শয্যার সিসিইউ চালু ছিল। হাইব্রিড সিসিইউ চালু হওয়ায় পুরোনো সিসিইউ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ এইচসিসিইউতেও পর্যাপ্ত রোগী চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন না।

শুক্রবার এইচসিসিইউয়ের সামনে দাঁড়িয়ে জলপাইগুড়ির ফাটাপুকুরের বাসিন্দা প্রণব দাস বললেন, 'বাবা এক সপ্তাহ ধরে অসুস্থ হয়ে মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসক বলেছেন, শারীরিক পরিস্থিতি ভালো নয়, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করতে হবে। কিন্তু এখানে শয্যা খালি নেই বলা হচ্ছে। সুপারের কাছে আবেদন করার জন্য ঘুরিয়েছিলাম। কিন্তু তিনিও অফিসে নেই। ভীষণ সমস্যায় পড়েছি।' একই সমস্যায় পড়েছেন শিলিগুড়ির চম্পাসারির উত্তর পলাশের বাসিন্দা সুবোধ পাল। তাঁর মা তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। এক সপ্তাহে সেখানে কয়েক লক্ষ টাকা বিল হয়েছে। সুবোধ জানালেন, মেডিকেলে সিসিইউতে একটা শয্যা পেলে মাকে নার্সিংহোম থেকে এখানে এনে ভর্তি করাতাম। তাঁর কথায়, 'তিনদিন আগে আবেদন করে রেখেছি। একটাও শয্যা নেই। এখন বলছে আগে এনে ভর্তি করুন, পরে দেখা যাবে। কী যে করব বুঝতে পারছি না।'

বিষয়টি নিয়ে হাসপাতালে এক পদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, 'সরকারি নির্দেশ মেনে এইচসিসিইউতে ৩৪ শয্যার পরিষেবা দেওয়ার মতো যথেষ্ট চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ১৪টি শয্যা ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিদিন অনেক রোগীকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। বিভিন্ন সাধারণ বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগীদের সিসিইউ প্রয়োজন থাকলেও দেওয়া যাচ্ছে না।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের হাইব্রিড সিসিইউ ইউনিটের করিডর।

সুপার নিয়ে জটিলতা অব্যাহত

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : সুপার পদে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ফের ডাঃ পার্থপ্রতিম পানকে চিঠি দিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসাপতালের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক। চিঠি পেয়ে ডাঃ পান পালটা জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি পুরো বিষয়টি আগেই স্বাস্থ্য ভবনে জানিয়েছেন। আপাতত সেখানকার লিখিত উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছেন। অর্থাৎ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কাজে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিলেও তিনি যে সেই নির্দেশ মানছেন না সেটা কার্যত স্পষ্ট করে দিয়েছেন ডাঃ পান। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই মেডিকেল প্রশাসনের অন্দরে নতুন করে আলোড়ন পড়েছে।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বলছেন, 'ডাঃ পানকে সুপার পদে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য ভবন নির্দেশ দিয়েছে। সেটাই ওঁকে জানানো হয়েছে।' মেডিকেলের স্থায়ী সুপার ডাঃ মল্লিক গত বছরের মে মাসে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বাড়তি দায়িত্ব পেয়েছেন। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী দুটি অফিসেই তাঁর নজরদারি থাকার কথা। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে ডাঃ মল্লিক নিয়মিত কলেজের অফিসেই বসছেন। তিনি হাসপাতাল সুপারের অফিসে ফিরেও তাকান না বলে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। ফলে এখানকার সমস্ত কাজকর্ম এবং রোগী পরিষেবায় নজরদারি ভেঙে পড়েছে। প্রতিদিন রোগীরা বিভিন্ন অভাব, অভিযোগ নিয়ে সুপার অফিসে এসে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

এই পরিস্থিতিতে গত ৩০ জানুয়ারি স্বাস্থ্য ভবন নতুন নির্দেশিকা জারি করে ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন (পিএমআর) বিভাগের প্রধান ডাঃ পানকে সুপার হিসাবে নিয়োগ করে। এটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু নির্দেশিকা পাওয়ার পরেও ডাঃ পান দায়িত্ব নেননি। হাসপাতালের চিকিৎসকদের একাংশের বক্তব্য, দায়িত্ব দেওয়ার আগে ডাঃ পানের সম্মতি নেওয়া হয়নি। এমনকি নির্দেশিকার কপি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেও সরকারিভাবে ডাঃ পানকে স্বাস্থ্য ভবন থেকে নির্দেশিকা পাঠানো হয়নি। কয়েকদিন পরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ একটি নির্দেশিকা জারি করে ডাঃ পানকে দায়িত্ব নিতে বলেন।

কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সুপার হিসাবে দায়িত্ব নিতে রাজি নন ডাঃ পান। এর পিছনে তাঁর বেশ কিছু যুক্তি রয়েছে। তাঁর কথায়, 'অধ্যাপক হিসাবে তিনি ডাঃ মল্লিকের চেয়ে অনেক সিনিয়ার। তাই ডাঃ মল্লিকের অধীনে সুপার পদে কীভাবে কাজ করবেন?' এমনকি অধ্যক্ষের পদ অস্থায়ী, সুপারের পদেও কেন অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে সেই প্রশ্নও উঠছিল। তিনি পুরো বিষয়টি জানিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি দিয়েছেন। সেখান থেকে কোনও জবাব আসেনি। ফলে সুপারের চেয়ার বাস্তবে এখনও ফাঁকা পড়ে রয়েছে।

ফের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের নির্দেশ ফেরালেন পার্থপ্রতিম

এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার ফের ডাঃ পানকে সুপার পদে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অধ্যক্ষের অফিস থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরাসরি জবাব দিয়ে ডাঃ পান জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি দায়িত্ব নিচ্ছেন না। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাস্থ্য ভবন নেবে।

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত, ধৃত তিন

চাকুলিয়া ও বাগডোগরা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার দুই পৃথক জায়গা থেকে ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এদিন সন্ধ্যায় চাকুলিয়া থানার বেলন গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনার চক এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪১৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ সোহেল ও পবনকুমার দাস। ধৃতরা বিহারের কিশনগঞ্জ জেলার গলগলিয়া এলাকার বাসিন্দা। এছাড়া একটি নম্বর প্লেটবিহীন বাইক ও দুটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃতরা বেলন গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা দিয়ে বিহার থেকে এই রাজ্যে ব্রাউন সুগার পাচারের চেষ্টা করছিলেন। এই চক্রের পেছনে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, মালদা থেকে বাসে ব্রাউন সুগার পাচার করার সময় বাগডোগরার অদূরে ভুট্টাবাড়িতে এদিন রাতে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে ২৭০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতের নাম বিপুল সিং। বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগরে। এছাড়া একটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শনিবার তাঁকে আদালতে তোলা হবে।

বাইক পার্কিং নিয়ে বচসা

চোপড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি : বাজার এলাকায় বাইক পার্কিং নিয়ে শুক্রবার বিকালে দাসপাড়া এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন বিকেলে বাজার এলাকায় এক বাইক আরোহী রাস্তার ধারে বাইক রাখতে গিয়ে ফুটপাথের ধারে বসা এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। পরে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এ ঘটনায় বাইক আরোহী অল্পবিস্তর জখম হন। পরে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও এ ব্যাপারে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

জমির পাট্টা বিলি বন্ধের সিদ্ধান্ত মহকুমা পরিষদের

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়েই কি ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা? শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় জমির পাট্টা বিলি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করায় এই প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। পরিষদের ভূমি স্থায়ী সমিতির সাম্প্রতিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, পাট্টা বণ্টন প্রক্রিয়ায় শাসকদলের একাধিক নেতার নাম জড়িয়ে যাওয়ার কারণেই তড়িঘড়ি এই পদক্ষেপ। লিখিত কোনও নির্দেশিকা না থাকলেও, জমি সংক্রান্ত বিবাদে দলের ভাবমূর্তি যেন কালিমালিপ্ত না হয়, সেই মর্মে নেতাদের মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও খবর। গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

এবিষয়ে মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বললেন, 'আপাতত পাট্টা বিলি বন্ধ রয়েছে। বৈঠকে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এর সঙ্গে ভোটের কোনও যোগই নেই।' অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের বক্তব্য, 'সরকারি জমি রক্ষায় প্রশাসন ব্যবস্থা নিতেই পারে। দলের কোনও নেতা জমির কারবারে যুক্ত রয়েছেন বলে জানা নেই।'

তৃণমূলের ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন করতেই পদক্ষেপ, প্রশ্ন

জমি ও বালি দুর্নীতির কারণেই শিলিগুড়ির তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের আশানুরূপ ফল হয়নি বলে অভিযোগ। ইতিপূর্বে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতির বিরুদ্ধে নিজের আত্মীয়কে কৃষি পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। নকশালবাড়ি ও মাটিগাড়া এলাকাতেও পাট্টা বিলি নিয়ে একাধিক প্রভাবশালী নেতার নাম সামনে এসেছে। এই সমস্ত কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতেই ভোটের আগে পাট্টা বিলি বন্ধের নির্দেশ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের মানতে বাধ্য করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। চম্পাসারি এলাকায় নদীর চরে অবৈধ দখলদারি উচ্ছেদের পরেও পুনরায় দখলের অভিযোগে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের নাম জড়িয়েছে। এছাড়া হেটমুড়ি সিংহীঝোরার প্রধানের বিরুদ্ধেও জমির মালিকানা পাইয়ে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বিরোধীরা শাসক শিবিরকে বিঁধেছে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, 'তৃণমূল মানেই দুর্নীতি। যত নির্দেশই আসুক তৃণমূলের নেতারা দুর্নীতি বন্ধ করতে পারবে না। তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষের কৌশলী প্রতিক্রিয়া, 'দলের কেউ যুক্ত বলে জানা নেই। তবে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্ত না থাকলেই তা দলের পক্ষে ভালো।'

শংকরের বাড়িতে সাংসদ

খড়িবাড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি সেবক রোডে দুর্ঘটনায় মৃত শংকর ছেত্রীর খড়িবাড়ি পানিট্যাঙ্কির বাজারুছাঁটের বাড়িতে শুক্রবার সন্ধ্যায় গেলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। ১৮ ফেব্রুয়ারি মাঝরাতে শিলিগুড়ি সেবক রোডে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় শংকরের। আহত হন তাঁর বান্ধবী। তদন্তে নেমে পুলিশ দেবাংশু পাল চৌধুরী নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার সাংসদ মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সেইসঙ্গে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সমস্ত রকম আইনি সহায়তার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। এদিন সাংসদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ প্রমুখ।

নতুন আইসি

চোপড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানায় নতুন আইসি মনোজিৎ দাস শুক্রবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি দার্জিলিং জেলার ইনস্পেকটর অফ পুলিশ পদে ছিলেন। এদিকে চোপড়া থানার বিদায়ি আইসি সুরজ থাপা এদিন জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থানায় আইসি পদে যোগ দেন।

মিঠে রোদে।। ফালাকাটার মিল রোডে ছবিটি তুলেছেন অনিন্দ্য দাশগুপ্ত।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

দার্জিলিংয়ে থাকবেন রাষ্ট্রপতি

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : দু'দিনের সফরে ৬ মার্চ দার্জিলিংয়ে আসছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রশাসনিক সূত্রের খবর অনুযায়ী, ৬ মার্চ সকাল ১০.৩৫ মিনিটে দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে বাগডোগরা রওনা হবেন। দুপুর ১২.৩৫ মিনিটে বাগডোগরায় নেমে সেনা হেলিকপ্টারে দার্জিলিংয়ের লেবং যাবেন। আবহাওয়া খারাপ থাকলে হেলিকপ্টারের বদলে সড়কপথে দার্জিলিং যাবেন রাষ্ট্রপতি। সেখানে রাজভবনে উঠবেন।

ওইদিন সন্ধ্যায় রাজভবনে ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওই রাতে রাজভবনে থেকে পরদিন সকাল ১০.০৫ মিনিটে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা হবেন রাষ্ট্রপতি। ফাঁসিদেওয়া অথবা বাগডোগরায় রাষ্ট্রপতির একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিল আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানস্থল শুক্রবার পর্যন্ত ঠিক হয়নি। এদিন বিকেলে রাজ্য পুলিশের বিশেষ নিরাপত্তাবাহিনী গোঁসাইপুরে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার জায়গা ঘুরে দেখে। তবে সেখানে অনুষ্ঠানের আয়োজকদের কেউ না আসায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। শনিবার ফের রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানের জন্য জায়গা দেখা হবে। অনুষ্ঠান শেষে করে রাষ্ট্রপতি দিল্লি ফিরে যাবেন।

হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি : বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিমা রায়ের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটি বৃহস্পতিবার হ্যাক হয়ে যায় বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার অনিমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে 'আরটিও ই-চালান' নামক একটি এপিকে ফাইল অনেক বাসিন্দার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হয়। অনিমার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে যাওয়ার ফলেই এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নম্বর থেকে ফাইলটি এসেছে দেখে অনেকে পিডিএফ ভেবে ফাইলটি ডাউনলোড করেন। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ হাজরা সহ অনেকের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার অনিমা ফাঁসিদেওয়া থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে তাঁকে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দেওয়া হয়। অনিমা বলেন, 'স্থানীয় বাসিন্দাদের বলব যাতে কেউ অপরিচিত কোনও লিংকে ক্লিক না করেন। আমি এই জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' খুব দ্রুত সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন অনিমা।

স্কুল-কলেজে বাহিনী, সমস্যায় পঠনপাঠন

রাহুল মজুমদার ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ভোট ঘোষণার অনেক আগেই রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রবিবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বাহিনী পৌঁছে যাবে। প্রথম দফায় শিলিগুড়ি শহরে তিন কোম্পানি বাহিনী আসছে। বিশেষ ট্রেনে ভিনরাজ্য থেকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছাবে তিন কোম্পানি বাহিনী। ইয়ার্ডে নামার পর জওয়ানদের গাড়িতে করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হবে। সেইমতো এনজেপির এডিআরএমের সঙ্গে বৈঠক করেছেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এনজেপি থানার কর্তারা। জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় আসা তিন কোম্পানি বাহিনীর এক কোম্পানিকে রাখা হবে শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজে। বাকি দু'কোম্পানি বাহিনী থাকবে জাবরাভিটায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে। এই অবস্থায় পঠনপাঠনের কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সূর্য সেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকুমার মিশ্র বলছেন, 'বিষয়টি নিয়ে সোমবার আমরা বৈঠক ডেকেছি। অনলাইন ক্লাসের যাতে ব্যবস্থা করা যায় সেদিকেই বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।'

এছাড়াও শিলিগুড়ি শহর ও মহকুমায় আরও বাহিনী আসবে বলে খবর। তাই সেই বাহিনীকে রাখার জন্য শিলিগুড়ি শহর ও মহকুমা এলাকায় বিভিন্ন স্কুল চেয়ে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার আধিকারিকদের কাছে রিক্যুইজিশন পাঠিয়েছে প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে বাহিনীকে রাখার জন্য এত আগে থেকে একের পর এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিয়ে নেওয়ার ফলে পঠনপাঠন বন্ধ থাকলে পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কী হবে?

এদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়িতে সিকিম থেকে শনিবারই বাহিনী পৌঁছে যাওয়ার কথা রয়েছে। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি মহকুমার জন্য প্রথম দফায় খড়িবাড়ি হাইস্কুল, বাতাসি হাইস্কুল, নজরুল শতবার্ষিকী হাইস্কুল, নরসিংহ বিদ্যাপীঠ, নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলকে নেওয়া হয়েছে। সেখানেই বাহিনী রাখা হবে। এই সময়কালে স্কুলগুলিতে পড়াশোনার কী হবে, তাছাড়া যে সমস্ত স্কুলে পরীক্ষা রয়েছে সেখানে কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নজরুল শতবার্ষিকী হাইস্কুলে মার্চ মাস থেকে উচ্চমাধ্যমিকের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা রয়েছে। ফলে স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে পড়ুয়া, অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষকদের মধ্যেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিদ্যুৎ রাজগুরুর বক্তব্য, 'আমাদের কোএড স্কুল। তাই বাহিনী এলে সমস্যা হবে। তবে অন্য কোনও পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া যায় কি না, সেটা দেখছি।'

শহরের স্কুলগুলিতে অনলাইন ক্লাসের সুবিধা থাকলেও গ্রামের একাধিক স্কুলে সেভাবে কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে গ্রামাঞ্চলের পড়ুয়াদের পড়াশোনার কী হবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক কানাইলাল দে বলছেন, 'স্কুলগুলিতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেটা আমরা দেখছি।'

পরীক্ষা শেষে আবির খেলা। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

দু'পক্ষের সংঘর্ষ

চোপড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানার লালাগছ এলাকায় জমি সংক্রান্ত পুরোনো বিবাদকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দু'পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় উভয়পক্ষের ৪ জন জখম হলে তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সমু মহম্মদ ও ইউসুফ আলির পরিবারের মধ্যে একাংশ জমির মালিকানা নিয়ে আগে থেকে ঝামেলা চলছে। এদিন বিতর্কিত জমিতে থাকা বাঁশঝাড় থেকে সমু বাঁশ কাটতে গেলে অপরপক্ষ বাধা দেওয়ায় সংঘর্ষ বাধে। এদিন সন্ধ্যায় উভয়পক্ষের তরফে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

দুই ব্লকে কাজ আটকে বিক্ষোভ

খড়িবাড়ি ও চাকুলিয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি : টেন্ডার অনুযায়ী হচ্ছে না রাস্তার কাজ। এমনকি রাস্তার কাজ হলেও কাজের বিবরণ লেখা কোনও বোর্ড লাগানো হয়নি। এমনই অভিযোগ তুলে ঠিকাদার সংস্থার সদস্যদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাহাড়িভিটায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পরে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের আশ্বাসে পুনরায় কাজ শুরু হয়।

'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে এই এলাকায় একটি রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, রাস্তাটি ১২০ মিটার দৈর্ঘ্যের হলেও, ঠিকাদার জানিয়েছেন তিনি ৮০ মিটার রাস্তা ঢালাই করবেন। ঠিকাদার সংস্থার যুক্তি, ৮০ মিটার রাস্তার টেন্ডার হয়েছে। যদিও স্থানীয়দের দাবি ১২০ মিটার রাস্তা ঢালাই করতে হবে।

বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী শোভানন্দ সিংহ বলেন, 'ডিসেম্বর মাসে কাজ শুরু করেছে। কিন্তু কোনও ফলক লাগানো হয়নি। প্রায় ১২০ মিটার দীর্ঘ এই রাস্তা। কিন্তু ঠিকাদার ৮০ মিটার রাস্তা ঢালাই করবেন বলে জানিয়েছেন।' আরেক বাসিন্দা চিন্তামণি সিংহের কথায়, 'দীর্ঘদিন থেকে মাটির রাস্তা। বর্ষায় জলকাদায় ডুবে থাকে। এবার রাস্তা হচ্ছে, সম্পূর্ণভাবে করা হচ্ছে না। প্রায় ৪০ ফুট রাস্তা কাঁচা থেকেই যাচ্ছে। আমরা চাই পুরো রাস্তাটি পাকা করা হোক।' এদিকে, এদিনের বিক্ষোভের জেরে ঠিকাদার সংস্থার তরফে কাজের বিবরণ দেওয়া ফলক বসানো হয়।

খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর, আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পে ২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রথম ধাপে ৮০ মিটার রাস্তা পাকা করা হচ্ছে। ঠিকাদার সংস্থার পক্ষে জয়ন্ত দেবনাথ বলেন, 'ডিসেম্বরে কাজ শুরু হয়। তারপর থেকে একাধিকবার গ্রামবাসীদের বিক্ষোভে প্রায় ২৫ দিন কাজ বন্ধ রাখা হয়েছিল। টেন্ডার হয়েছে ৮০ মিটার রাস্তার, গ্রামবাসী ১২০ মিটার রাস্তার দাবিতে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।'

খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ জানান, সব মিলিয়ে ১২০ মিটার রাস্তা রয়েছে। এখন ৮০ মিটার টেন্ডার হয়েছে। বাকি রাস্তা দ্বিতীয় পর্যায়ে করে দেওয়া হবে। এছাড়া এখন বাকি মাটির রাস্তায় বালি-পাথর বিছিয়ে দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, বক্স কালভার্ট নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলে এদিন চাকুলিয়ার বালিগোড়া এলাকায় কাজ আটকে দেন স্থানীয়রা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, নির্মাণকাজের বিস্তারিত তথ্যসংবলিত বোর্ড লাগানো হয়নি।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, ১৬ এমএম রডের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে ৮ এমএম রড। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল হাকিম বলেন, '২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় কালভার্টের একাংশ ভেসে গিয়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে অস্থায়ী কালভার্টের ব্যবস্থা করা হয়।' যদিও ঠিকাদারি সংস্থার কর্মী সাদ্দাম হোসেন জানান, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কাজ চলছে। চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুন জানিয়েছেন, সরকারি নিয়ম মেনে কাজ হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নতুন করে হেপাটাইটিসে সংক্রামিত ৮

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২৭ ফেব্রুয়ারি : পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন করে আটজনের হেপাটাইটিস এ পজিটিভ রিপোর্ট এল। ফলে উদ্বেগ বাড়ল স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের। রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে বুধবার যে ১১ জনের রক্তের নমুনা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল তার রিপোর্ট আসে এদিন। হেপাটাইটিস এ সংক্রামিত একজনের আবার স্ক্রাব টাইফাস পজিটিভ এসেছে। এই আটজনের মধ্যে শুধুমাত্র পাটাগড়া গ্রামেই পাঁচজনের হেপাটাইটিস এ পজিটিভ বলে জানিয়েছেন রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায়। গত ১৫ দিন ধরে রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটাগড়া, কাওয়ারবাড়ি, বুজুরিপাড়া, বুড়ির মোড় এলাকার কয়েকশো মানুষ এখনও জ্বর এবং হেপাটাইটিস এ-র উপসর্গ ভুগছেন।

পাটাগড়ার যাঁরা ওঝার কাছে গিয়ে হেপাটাইটিসের ঝাড়ফুঁক করিয়েছিলেন তাঁদের তিনজনেরই রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে হেপাটাইটিস এ পজিটিভ এসেছে। তাঁদের বাবা-মাকে অনেক বুঝিয়ে ছেলেমেয়েকে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, জুলি রায়ের ছেলেমেয়ে এবং শুক্র রায়ের ছেলের হেপাটাইটিস এ পজিটিভ এসেছে। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বেণীমাধব রায়ের ছোট ছেলেরও হেপাটাইটিস এ ধরা পড়েছে।

গ্রামগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জলের চরম সংকট থাকায়, শুক্রবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তরফে জলের ট্যাংকার গ্রামগুলিতে ঘুরে ঘুরে পানীয় জল পৌঁছে দেয়। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বেণীমাধব রায় বলেন, 'এই ব্যবস্থা আরও ১০ দিন আগে গ্রহণ করা হলে গ্রামে হেপাটাইটিস এতটা ছড়িয়ে পড়ত না।' রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সর্বাণী ধাড়া বলেন, 'গ্রামগুলি ঘোরার পরেই বুঝতে পারি পানীয় জলের সংকটের কথা। দ্রুত রাজগঞ্জের বিধায়কের মাধ্যমে পিএইচই-র কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছি। পানীয় জলের ট্যাংকার গ্রামে পৌঁছানোয় আশা করি হেপাটাইটিস ধীরে ধীরে কমে যাবে।'

রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'যে আটজনের রক্তের নমুনায় হেপাটাইটিস এ পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে তিনজন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাঁদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিরা সবাই বাড়িতে থেকে ওষুধ খাচ্ছেন। যাঁরা ওঝার কাছে গিয়েছিলেন সময়মতো স্বাস্থ্য দপ্তরের দল এবং জনপ্রতিনিধিরা পৌঁছানোয় তাঁরা হাসপাতালে আসায় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।'

ট্যাংকার থেকে জল নিতে সাধারণ মানুষের ভিড়। পানিকৌরির পাটাগড়ায়।

নয়া স্টপ

বাগডোগরা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : নিউ জলপাইগুড়ি-দিঘা পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস স্টপ পেল বাগডোগরায়। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ বাগডোগরা স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায় ট্রেনটি। সেসময় স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজু বিস্ট, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কিরেন্দ্রনারায়ার সিং সহ রেলর পদস্থ কর্তারা। ট্রেনটি বাগডোগরায় স্টপ পাওয়ায় পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দারা উপকৃত হবেন বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

মাছ-মাংসের বিতর্কে ইভিএম-এ ঝড়ের আভাস

ভোট-পাখি

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : বাঙালির পেট আর রাজনীতি-দু'টোই ভীষণ স্পর্শকাতর। সামনেই বিধানসভা ভোট। এমনিতেই রাজনৈতিক পারদ চড়ছে, তার ওপর ভোটের বাজারে নতুন মশলা হিসেবে ঢুকে পড়েছে 'মাছ-মাংস' বিতর্ক। পাড়ায় পাড়ায় এখন একটাই ফিসফাস-বিজেপি ক্ষমতায় এলে কি বাঙালির পাত থেকে রবিবারের কচি পাঁঠা বা সর্ষে ইলিশ চিরতরে উধাও হয়ে যাবে?

বিতর্কের সূত্রপাত প্রতিবেশী বিহারে। সম্প্রতি সেখানকার এনডিএ সরকার শহরাঞ্চলে খোলা জায়গায় এবং লাইসেন্স ছাড়া মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহার যুক্তি-পরিচ্ছন্নতা, জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ বা ধর্মীয় স্থানের আশপাশে মাংস বিক্রি চলবে না। আর এই ইস্যুকেই লুফে নিয়ে বাংলায় প্রচারে ঝড় তুলেছে তৃণমূল। দীর্ঘদিন ধরেই তারা বিজেপিকে 'হিন্দি বলয়ের দল' হিসেবে দাগিয়ে দিতে সচেষ্ট। বিহারের নির্দেশিকাকে বাংলায় বিজেপির 'অঘোষিত অ্যাজেন্ডার ট্রেলার' হিসেবে তুলে ধরছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুর চড়িয়ে বলেছেন, 'ওদের ভোট দিলে বাজারে আর মাছ-মাংসই বিক্রি করতে দেবে না।'

বন্দে ভারতে নিরামিষ মেনু কিংবা নবরাত্রিতে আমিষ খাওয়াকে 'মোগল মানসিকতা' বলে কটাক্ষ— অতীতের এই ইস্যুগুলোকেও তৃণমূল সুনিপুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে। তাদের সোজা কথা, গেরুয়া শিবির আসলে বাঙালির পাতে পুলিশি পাহারা বসাতে চায়। 'মাছে-ভাতে বাঙালি' তো শুধু প্রবাদ নয়, আমাদের অস্তিত্বের শিকড়। সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে পুজো-পার্বণ—মাছ ছাড়া বাঙালির চলে না। ইতিহাস বলছে, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও নিরামিষাশী হওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। শারীরিক সক্ষমতা ও জাতি নির্মাণের জন্য আমিষ আহারকে তিনি জরুরি মনে করতেন। শাসকদল ঠিক এই আবেগটাতেই সুড়সুড়ি দিচ্ছে। এর সঙ্গে জুটেছে সংসদে মাতঙ্গিনী হাজরাকে নিয়ে ভুল মন্তব্য বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল উচ্চারণে হোঁচট খাওয়ার মতো ঘটনা। সব মিলিয়ে তৃণমূল প্রমাণ করতে মরিয়া যে, বিজেপি বাঙালি মনন থেকে যোজন দূরে।

ছবি : এআই

তবে বিজেপিও এবার ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। খাদ্যাভ্যাসের এই ন্যারেটিভ যে ব্যালট বাক্সে বুমেরাং হতে পারে, তা বুঝেই ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে বঙ্গ বিজেপি। তাদের সাফ কথা, রাজ্যে এমন নিষেধাজ্ঞার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পালটা যুক্তি হিসেবে গেরুয়া শিবিরের বক্তব্য—গোয়া, অসম বা ত্রিপুরায় তো বিজেপি সরকার রয়েছে, সেখানে কি মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে? আসলে পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে দেখেই শাসকদল ভয় পেয়েছে। সেই আতঙ্ক থেকেই কাল্পনিক এই 'নন-ইস্যু'-কে ভোটের বাজারে বড় করে দেখানোর মরিয়া চেষ্টা চলছে।

একদিকে 'খাদ্য-রাজনীতি'র হাওয়া তুলে বিজেপিকে সাংস্কৃতিকভাবে বহিরাগত প্রমাণ করার তৃণমূলি কৌশল, অন্যদিকে গোয়া-ত্রিপুরার উদাহরণ টেনে অবাস্তব জুজুকে খণ্ডন করার মরিয়া চেষ্টা বিজেপির—সব মিলিয়ে ভোটের ময়দান সরগরম। তবে বাংলার মানুষ যথেষ্ট রাজনীতি সচেতন। তাঁরা জানেন, পাতে চিংড়ি থাকবে কি থাকবে না, সেই অমূলক ভয়ের চেয়ে কর্মসংস্থান, শিক্ষা আর দুর্নীতিমুক্ত সমাজ অনেক বড় মাপকাঠি। শেষ হাসি কে হাসবে তা ইভিএমই বলবে, তবে ভোটের বাজারে রাজনীতির এই কড়া 'মাছ-ভাজা' গন্ধটা যে সহজে কাটছে না, তা বলাই বাহুল্য।

যত কাণ্ড এসআইআর-এ

শনিবার এই রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হতে চলেছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিত বিশেষ নিবিড় সংশোধনকে কেন্দ্র করে গত কয়েক মাসে রাজ্যে বেশ কিছু অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে।

- বিএলওদের আত্মহত্যা ও মানসিক চাপ নিয়ে বারবার অভিযোগ উঠেছে। বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষেরও মৃত্যুর অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। প্রায় ১৫০-জনেরও বেশি মারা গিয়েছেন বলে তৃণমূলের দাবি। মৃত ৬১ জনের পরিবারের একজন করে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। যদিও নির্বাচন কমিশন দাবি করেছে, এসআইআরকে কেন্দ্র করে মৃত্যুর কোনও রিপোর্ট জেলাশাসকরা দেননি।
- লক্ষ লক্ষ মানুষের হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। বহু বৃদ্ধ ও অসুস্থকে লাইনে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে।
- এসআইআর নিয়ে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে দফায় দফায় মামলা হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, মানুষের করের টাকা নয়ছয় করে রাজ্য সরকার এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি করেছে ও অনুপ্রবেশকারীদের তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া রুখতে চেয়েছে। যদিও রাজ্য সরকারের দাবি, সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা করতে সরকারকে আদালতে যেতে হয়েছে। কারণ, ঘুরপথে বাংলা দখলের চেষ্টা করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থাকেও এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হয়েছে।
- অন্য রাজ্যগুলিতে এসআইআর প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নজিরবিহীনভাবে ৬০ লক্ষের বেশি নাম বিচারাধীন বলে চিহ্নিত করে তালিকায় থাকছে না।
- তালিকা প্রকাশ হলে গোলমালের আশঙ্কা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। তাই ভোটের দিন ঘোষণার আগে রাজ্যে ঢুকে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ কর্তাদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছে কমিশন।

পরীক্ষায় শেষ পরিদর্শন, শঙ্কায় 'চাকরিহারা'রা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার শেষ হল চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। আর তার সঙ্গেই পরিদর্শকের দায়িত্বে দাঁড়ি টানলেন চাকরিহারারা। চোখে জল। কারোর চিন্তা, ৩১ অগাস্ট মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সংসার চলবে কীভাবে! চলতি বছরের মাধ্যমিকেও অধিকাংশই ইনভিজিলেটরের দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেকের কাছে পৌঁছে গিয়েছে মাধ্যমিকের খাতাও। দুশ্চিন্তা তাঁদের কর্তব্যের পথে বাধা হতে পারেনি। একটাই মন্ত্র, জীবন বাজি থাকলেও ছাত্র তৈরি করাই লক্ষ্য।

নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ভেরিফিকেশনে ডাক পাননি চাকরিহারা শিক্ষক অনুরাগ কর। তাঁর কথায়, 'মাধ্যমিকের খাতা দেখার দায়িত্ব পড়েছে এবারও। এদিন যখন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ইনভিজিলেটর হিসেবে শেষ দায়িত্ব পালন করলাম, তখন বুঝলাম, কিভাবে আমাদের নিয়ে ছেলেখেলা করা হল! বয়স পেরিয়েছে। এখন তো আর অন্য চাকরির সুযোগও পাব না।' শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুলে পড়ান সংগীতা সাহা। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের দায়িত্ব নিয়ে হাসপাতালে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনিই। বললেন, 'ভাবলেই অবাক লাগে, এই পড়ুয়ারাই আমাদের অনেককে অযোগ্য ভাবে। তার দায় সরকার এবং আদালতের। আমাদের ভবিতব্য যাইহোক, কাজে কিন্তু কোনও বিরতি নেই। প্রায় ১৫০০ জন যোগ্য শিক্ষক তথ্য যাচাইয়ে ডাকই পাননি। তাঁদের সম্ভবত এটাই শেষ কর্তব্য পালন।'

পার্শ্ববর্তী দুই স্কুলে গিয়ে এবার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ইনভিজিলেটরের দায়িত্ব পালন করেছেন রসায়নের শিক্ষক কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তী। তাঁর ক্ষোভ, 'চলতি বছরের নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও একাধিক নিয়ম মানা হয়নি। যদি সেই অভিযোগে আবার এই চাকরিটাও বাতিল হয়, তখন তার দায় কি সরকার নেবে? আমি একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিংয়ে ডাক পেয়েছি। যাঁরা পেলেন না, তাঁরা তো আর অযোগ্য নন!' ঠ্যাঙাপাড়া হাইস্কুলের চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম চলতি বছরের নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসেছেন। এখনও ভেরিফিকেশন শুরু হয়নি তাঁদের। প্রতি বছরের মতো এবারও মাধ্যমিকের খাতা দেখেছেন। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে গার্ডও দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শিক্ষক সত্ত্বাকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমি বেঁচে থাকার পরও কোনওদিন গার্ড দিতে পারব না, এটা ভাবলেই মানসিক অশান্তি বাড়ে। তাই অধিকার ছিনিয়ে আনতে লড়াই জারি থাকবে।' মন খারাপ স্কুলের 'সন্তান'দেরও। তাদের প্রিয় স্যার বা ম্যামের দেখা আর কি পাওয়া যাবে? এই প্রশ্ন নিয়েই তাঁদের আক্ষেপ, 'আবার হবে তো দেখা, এ দেখা শেষ দেখা নয়তো?'

উচ্চমাধ্যমিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সংসদের দায়িত্বে পার্থ

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিকের লিখিত পরীক্ষা শেষ হল শুক্রবার। এদিনই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে কাউন্সিল অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স (সিএসি) এবং কাউন্সিল টট কোর্স (সিটিসি) নামক দুই নতুন ধরনের পাঠ্যক্রম পড়ানো হবে পড়ুয়াদের। এই বছর অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে মোট ১২ জনের পরীক্ষা বাতিল করেছে সংসদ। তাঁদের সকলের কাছেই মোবাইল ফোন পাওয়া গিয়েছে। পরীক্ষা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই সংসদ সভাপতির পদে রদবদলের কথা এদিন জানায় শিক্ষা দপ্তর। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে সরিয়ে এই পদে আসছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সহসচিব পার্থ কর্মকার। ২ মার্চের মধ্যে পার্থ এই দায়িত্ব নেবেন। হঠাৎ শিক্ষা দপ্তরের এই সিদ্ধান্তে কার্যত হতাশ চিরঞ্জীব। আগামী অগাস্ট পর্যন্ত ছিল তাঁর কার্যকালের মেয়াদ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে যোগ দেওয়ার পর তাঁর মেয়াদ আরও ৬ মাস বর্ধিত করেছিল শিক্ষা দপ্তর। তার আগেই কেন তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল, সেই নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

এদিন চিরঞ্জীবের আক্ষেপ, 'ভেবেছিলাম, ধন্যবাদ পাবো। কিন্তু পেলাম সরে যাওয়ার চিঠি। অন্তত ফল প্রকাশ পর্যন্ত আমার থাকা দরকার ছিল। রাজ্য শিক্ষানীতি মেনে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে আমরা একটি নতুন জায়গায় আনতে পেরেছি।' এদিকে বর্তমান যুগের চাহিদা ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার কথা মাথায় রেখে সিলেবাস পরিকাঠামোয় বদল আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সংসদ।

সিএসি বিভাগের অধীনে পড়ানো হবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ডেটা সায়েন্স, অ্যাপ্লায়েড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও সাইবার সিকিউরিটি। সিটিসির অধীনে থাকবে এন্টারপ্রেনিওরশিপ এবং এই সম্পর্কিত লিগ্যাল রাইটস, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস অ্যান্ড ল'স, ইন্দোলজি এবং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এবং গ্লোবাল সিটিজেনশিপ। যেহেতু এই বিষয়গুলি পড়ুয়াদের কাছেও নতুন, তাই যথাযথ প্রস্তুতির জন্য বিদ্যালয়ের নির্ধারিত

> ভেবেছিলাম, ধন্যবাদ পাব। কিন্তু পেলাম সরে যাওয়ার চিঠি। অন্তত ফলপ্রকাশ পর্যন্ত আমার থাকা দরকার ছিল।
>
> -চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

সময়ের বাইরেও এই বিষয়ের নিয়মিত অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করবে সংসদ। বিদ্যালয়ভিত্তিক পড়ুয়াদের একটি ডেটাবেস তৈরি করা হবে। তাঁদের পড়ানোর জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করার পাশাপাশি সম্পূর্ণ পাঠদান পদ্ধতি পরিচালনা করবে সংসদ নিজেই।

এবারের পরীক্ষায় মোট নথিভুক্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৯২০ জন। তাঁদের মধ্যে সম্ভাব্য অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫,৭৩৯ জন বলে জানিয়েছে সংসদ। এছাড়াও সংসদ সূত্রের খবর, শনিবার তৃতীয় সিমেস্টারের উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। কোনও পরীক্ষার্থী চাইলে উত্তরপত্র চ্যালেঞ্জ করতে পারেন।

কী আয়েশে...

শুক্রবার কলকাতা ময়দানে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

পদ্মের পরিবর্তন যাত্রার অনুমতি

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গ বিজেপি '২৬-এর বিধানসভা ভোটের প্রচার শুরু করল অন্তত ১০ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সমাবেশের আগে বিজেপির পক্ষে পরিবর্তনের হাওয়া তুলতে ১ মার্চ থেকে রাজ্য জুড়ে পরিবর্তন যাত্রায় নামতে চলেছে পদ্মশিবির। এদিন সেই পরিবর্তন যাত্রার টিজার বা বুকলেট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করল বিজেপি। যাত্রা সফল করতে তৃণমূল সহ সব বিরোধীকে অংশ নিতে আহ্বান জানালেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

কোচবিহার থেকে রায়দিঘি বিজেপির ৯ পরিবর্তন যাত্রায় বাংলা জয়ই লক্ষ্য। এদিন প্রকাশিত টিজারের মূল স্লোগানই ছিল বিকশিত বাংলা, মোদির গ্যারান্টি। এদিনই বিজেপির এই কর্মসূচিতে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। রবি ও সোমবার সর্বোচ্চ ১০০০ জনকে নিয়ে এই কর্মসূচি দুপুর ২টো থেকে ৬টা পর্যন্ত করা যাবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও যান চলাচল যথাযথ রাখার দায়িত্বে থাকবে পুলিশ। কোনওরকম ঘৃণা বা উসকানিমূলক বক্তব্য রাখা যাবে না। পুলিশের তরফে অনুমতি না পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি। আবেদনকারীদের আইনজীবী কুমারজ্যোতি তিওয়ারি অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই যাত্রা বন্ধ করতে চেষ্টা করছে পুলিশ। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের যুক্তি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই কর্মসূচি হলেও পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়বেন। পুলিশেরও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সময় লাগবে। এদিন সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আদালত বলেছে ১ হাজার লোক নিয়ে মিছিল করতে। আমরা তা মেনেই চলব। তবে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই মিছিলকে স্বাগত জানাতে থাকতেই পারে।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'দেশের ২১টি এনডিএ শাসিত রাজ্যের মডেলকে তুলে ধরে বাংলার মানুষকে আমরা আশ্বস্ত করতে চাই, বিজেপির সরকার হলে প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে। তার জন্য গ্যারান্টার থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নিজে।' দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই যাত্রায় শুধু বিজেপির কর্মী, সমর্থকরাই নয়, পশ্চিমবঙ্গকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে, নতুন বাংলা গড়তে আমরা সব মানুষের যোগদান চাই। আমরা চাই যে তৃণমূলিরা দল গড়ার সময় ঘাম রক্ত ঝরিয়েছিলেন কিন্তু আজ দলে উপেক্ষিত, তাঁরাও আসুন। ভোট রাজনীতির নিরিখে গুরুত্ব না থাকলেও, কংগ্রেসকে বলব জাতীয় স্বার্থে এগিয়ে আসুন। বামেদের বলব কিছুদিনের জন্য দিনবদলের স্বপ্নটাকে বুকের মধ্যে রেখে, পতাকাকে লুকিয়ে রেখে রাজ্য থেকে তৃণমূলকে উৎখাত করতে এই মিছিলে শামিল হোন।' যদিও বিরোধীদের প্রতি শমীকের এই আহ্বানকে কটাক্ষ করে তৃণমূল বলেছে, লোক হবে না জেনে এখন থেকে এসব নাটক করছে বিজেপি। টাকা থাকলে অন্যদল থেকে লোক ভাড়া করে মিছিল করা যায়, কিন্তু মানুষের সমর্থন পাওয়া যায় না।

> ২১টি এনডিএ শাসিত রাজ্যের মডেলকে তুলে বাংলার মানুষকে আমরা আশ্বস্ত করতে চাই, বিজেপির সরকার হলে প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে। তার গ্যারান্টার থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নিজে।
>
> -শুভেন্দু অধিকারী

১ ও ২ মার্চ শুরু হয়ে এই যাত্রা ২৫০টি বিধানসভা, ৩৮টি সাংগঠনিক জেলা, ১ হাজার মণ্ডল ছুঁয়ে যাবে। মূল প্রচার গাড়ির সঙ্গে ৮টি ট্যাবলো শোভিত বর্ণাঢ্য এই শোভাযাত্রা ও বাইক মিছিল প্রতিদিন ১০০ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করবে। যাত্রাপথে হবে ৬৪টি বড় জনসভা ও ৩০০টির বেশি ছোট সভা। বিজেপি সূত্রে খবর, ব্রিগেড সহ এই মেগা র‍্যালির জন্য প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি টাকা বাজেট ধরে এগোচ্ছে দল। ১ মার্চ যাত্রার উদ্বোধনের দিনেই রায়দিঘিতে সভা করার কথা ছিল শা'র। কিন্তু বিশেষ কারণে সেই সভা হবে ২ মার্চ।

কেঁপে উঠল কলকাতা

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : দুপুর ১টা বেজে ২২ মিনিট। হঠাৎ কেঁপে উঠল কলকাতা। শুক্রবার প্রায় ৫২ সেকেন্ড ধরে ওই সময় শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র এই ভূমিকম্প অনুভূত হল। ভারতের ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৫। ভূমিকম্পের উৎসস্থল কলকাতা থেকে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশের সাতক্ষীরার আশাশুলি এলাকা। কেন্দ্রস্থল মাটি থেকে ৯.৮ কিলোমিটার গভীরে।

ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে অনেকেই অফিস, বাড়ি ও বহুতল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। হুলস্থুল পড়ে যায় দোকান-বাজারে। নবান্ন, বিধানসভার বাইরে বেরিয়ে আসেন অনেকেই। এখনও পর্যন্ত বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। কলকাতার পাশাপাশি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি ও উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে।

আজ টিভিতে

ভালোবাসার রং-এ প্রাণের উৎসব রাত ৯.০০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ আনন্দ আশ্রম, দুপুর ১.৩০ পাগলু-টু, বিকেল ৪.৩০ সংগ্রাম, সন্ধে ৭.৪৫ জিও পাগলা, রাত ১০.৪৫ মন মানে না

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রাজু আঙ্কল, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৪.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধে ৭.৪৫ তুলকালাম, রাত ১০.৩০ ঘরে ফেরার গান

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বরকনে, বেলা ১১.৩০ মায়া মমতা, দুপুর ২.৩০ মহাজন, বিকেল ৫.০০ জোয়ার ভাঁটা, সন্ধে ৭.৩০ একাই একশো, রাত ১০.০০ গেম

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পিতৃঋণ, সন্ধে ৭.৩০ রাস্তা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ যোদ্ধা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৮.৫০ সালাখেঁ, দুপুর ১২.৩০ মর্দ, বিকেল ৩.৩০ বেটা, রাত ৯.১০ ওরদি

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০৫ শান, দুপুর ২.১০ রামকলি, বিকেল ৫.০৬ হাত কি সফাই, সন্ধে ৭.৫০ চাচা ভাতিজা, রাত ১০.৫৪ ডিস্কো ডান্সার

জি বলিউড : বেলা ১১.১৪ খুন ভরি মাঙ্গ, দুপুর ২.১৫ এতরাজ, বিকেল ৫.১১ বারুদ, সন্ধে ৭.৫৯ অজয়, রাত ১১.০৩ শক্তিমান

জি ক্লাসিক : সকাল ৯.১৬ বসেরা, দুপুর ১২.৩৭ হমজোলি, বিকেল ৪.০০ তেরি মেহরবানিয়াঁ, সন্ধে ৬.৫৯ অন্দাজ, রাত ১০.৪০ ইন্তেকাম

কস্তুরী রুই এবং **পঞ্জাবি ভুর্দা** রান্নার পদ্ধতি শেখাবেন ত্রিপর্ণা ভট্টাচার্য। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

ঘরে ফেরার গান
রাত ১০.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

লাইফ অ্যামং লায়ন্স রাত ৮.১৩ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

অধ্যাপকদের কাজ কমিয়ে দেবে এআই

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে ফেলতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো। পড়ুয়াদের ছোট ছোট ক্লাস্টারে ভাগ করে গড়ে তুলতে হবে ক্লাসরুম। উচ্চশিক্ষার চেনা ছক ভেঙে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দাপটে আগামী দিনে পড়ুয়ারা অধ্যাপকদের ওপর নির্ভরতাও হারিয়ে ফেলবে। কমে যাবে লেকচারের প্রয়োজনীয়তাও। শুক্রবার ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত সপ্তম গ্লোবালাইজড এডুকেশন ফোরামের অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় উঠে এল এমনই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দাবি, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বা এনইপি গত তিন দশকের মধ্যে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় সবথেকে বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবে।

কেন্দ্রের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সঞ্জীব সান্যাল বলেন, 'ভবিষ্যতে এআই-এর মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে শ্রেষ্ঠ লেকচার শোনার সুযোগ পাবে পড়ুয়ারা। ফলে অধ্যাপকদের আর প্রয়োজন পড়বে না। পড়ুয়ারা নিজের উদ্যোগেই সবটা শিখে নেবে। বাড়বে পড়াশোনা চলাকালীন কাজ করার প্রবণতাও। ডিগ্রির জন্য নয়, নিজের উন্নতির জন্যই পড়ুয়ারা পড়াশোনা চালিয়ে যাবে।' তাঁর মতামতকে সমর্থন জানিয়েছেন ফরাসি দূতাবাসের জুলিয়া মার্টিন, ইউজিসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভিএন রাজশেখরন পিল্লাই ও শিল্পপতি মদনমোহন মোহাঙ্কা সহ বিশিষ্টরা। প্রস্তাবিত 'বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল ২০২৫' এর মাধ্যমে শিক্ষা পরিকাঠামোয় বড়সড়ো বদল আসবে বলে আশাবাদী কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও বিশিষ্টদের বার্তা, চাকরিপ্রার্থীর তুলনায় উদ্যোগপতি তৈরিতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেশি জোর দিতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ করে তুলে তাঁদের সৃজনশীলতা ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ, চিরাচরিত শিক্ষা কাঠামো যে শীঘ্রই প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠবে, তা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন সকলে। তাঁদের মত, আগামী দিনে বিশ্ববাজারের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে ভারতের উচ্চশিক্ষাকে বিশ্বমানের ডিজিটাল পরিকাঠামোয় সাজিয়ে তোলা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

অভিষেকের প্রশংসা করে পোস্ট অনীকের

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডের সময় তীব্র তৃণমূল বিরোধিতা শোনা গিয়েছিল সংগীত শিল্পী অনীক ধরের মুখে। এবার সমাজমাধ্যমে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সহ ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তারপরেই তাঁর তৃণমূলে যোগদানের জল্পনা আরও উসকে উঠেছে। শুক্রবার দুপুরে অভিষেকের ছবি পোস্ট করে তিনি তাঁকে ডায়নামিক বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, 'বাংলার গর্ব ও অগ্রগতির পথে নিরলসভাবে এগিয়ে চলা এক খাঁটি বঙ্গসন্তান। সাহসকে সম্বল করে তিনি নেতৃত্ব দেন, আর হৃদয় দিয়ে মানুষের সেবা করেন।' কয়েক মাস আগেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন এই সংগীত শিল্পী। এদিন তাঁর করা পোস্টেই স্পষ্ট তিনি সম্প্রতি অভিষেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। শনিবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। তারপরই ভোটের দিন ঘোষণা হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ফলে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হওয়ার পথে। কয়েকদিন আগেই অভিনেত্রী পার্ণো মিত্র তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। সংগীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী ও অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরাও প্রার্থী হতে পারেন বলে জল্পনা ছড়িয়েছে। ইমনকে এবার বঙ্গবিভূষণ পুরস্কারও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরই মধ্যে আরও এক সংগীত শিল্পী সমাজমাধ্যমে এই পোস্ট করায় জল্পনা আরও গভীর হয়েছে।

৪ বছর পর জেলমুক্তি

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : প্রায় ৪ বছর পর জেলমুক্তি হতে চলেছে এসএসসির প্রাক্তন কর্তা শান্তিপ্রসাদ সিনহার। শুক্রবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন। তাঁর নির্দেশ, ৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পাবেন শান্তিপ্রসাদ। তবে এলাকা ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না। তাঁর পাসপোর্ট নিম্ন আদালতের কাছে জমা রাখতে হবে। তদন্তকারী অফিসারদের কাছে তাঁর ফোন নম্বর জানাতে হবে। কোনওভাবেই সাক্ষীদের প্রভাবিত করা যাবে না। তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করতে পারবেন না।

এসএসসির উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন আহ্বায়ক ছিলেন তিনি। অভিযোগ, তাঁর নির্দেশে অযোগ্য প্রার্থীরা চাকরি পেতেন।

শুক্রেও বোমাতঙ্ক

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবারও জেলায় জেলায় হুমকি মেইল ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল। বর্ধমানের মুখ্য ডাকঘর ও পাসপোর্ট অফিস, কাটোয়া, আসানসোল মুখ্য ডাকঘর, হাওড়ার জেলা শাসকের অফিস ও মুখ্য ডাকঘর, চুঁচুড়া মুখ্য ডাকঘর, শ্রীরামপুর মহকুমা পোস্ট অফিস সহ একাধিক জায়গায় হুমকি মেইল পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসায়িক আলোচনা করবেন না। বৃষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। অতি ভোজনে শরীর খারাপ হতে পারে। মিথুন : ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। কর্কট : শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠা থাকবে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। সিংহ : উচ্চশিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। নতুন সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। কন্যা : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে ঠকতে পারেন। তুলা : চিকিৎসায় সাফল্য মেলায় মানসিক দিক থেকে চাঙ্গা হবেন। পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। বৃশ্চিক : সাহিত্যিক ও অধ্যাপকগণ তাঁদের স্বপ্নপূরণ করতে পারবেন। ভোগবিলাসে অপব্যয়। ধনু : প্রেমে সাফল্য। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। মকর : স্পষ্ট কথা বলে অনেকের অপ্রিয়ভাজন হবেন। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কুম্ভ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দলাভ। কোনও ঘটনার জন্যে আজ অনুশোচনা। মীন : উচ্চশিক্ষায় সাফল্য মিলবে। পারিবারিক কারণে দূরে যেতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ৯ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৫ ফাগুন, সংবৎ ১২ ফাল্গুন সুদি, ১০ রমজান। সূঃ উঃ ৬।৫ অঃ ৫।৩৫। শনিবার, দ্বাদশী রাত্রি ৮।৩০। পুনর্বসুনক্ষত্র দিবা ৯।৩৯। সৌভাগ্যযোগ সন্ধ্যা ৫।১৮। ববকরণ দিবা ৯।২৬ গতে বালবকরণ রাত্রি ৮।৩০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৯।৩৯ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ৯।৩৯ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৮।৩০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ৮।৩০ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।৩২ মধ্যে ও ১।১৭ গতে ২।৪৩ মধ্যে ও ৪।৯ গতে ৫।৩৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৯ মধ্যে ও ৪।৩২ গতে ৬।৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৮।৩০ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৩২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৯।৩৯ গতে অপরাহ্ণ ৪।৯ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। গোবিন্দদ্বাদশী। জাতীয় বিজ্ঞান দিবস (২৮ ফেব্রুয়ারি)। অমৃতযোগ – দিবা ৯।৩৮ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৮ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ১।৩৮ মধ্যে ও ২।২৫ গতে ৩।৫৯ মধ্যে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৮০ সংখ্যা, শনিবার, ১৫ ফাল্গুন ১৪৩২

প্রশ্নবিদ্ধ তদন্ত

দুর্নীতির অভিযোগ আর তাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর এদেশে নতুন নয়। দোষ প্রমাণ হোক না হোক, দুর্নীতির অভিযোগকে সামনে রেখে গরম গরম বিবৃতির বন্যা বয়ে যায়। টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে চলে সান্ধ্য কচকচানি। শেষপর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগগুলি ভুল প্রমাণিত হলে বা তথ্যপ্রমাণের অভাবে মামলাটিই আদালতে খারিজ হয়ে গেলে যাবতীয় রাজনৈতিক চাপানউতোর, যুক্তি, তর্কে জল পড়ে যায়।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া সহ ২৩ জনের বেকসুর খালাস পাওয়া সেটাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। অথচ এই মামলাটিকে কেন্দ্র করে দিল্লি বিধানসভা ভোট পূর্ববর্তী নয়াদিল্লি উত্তপ্ত ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর মতো সাংবিধানিক পদে থাকা সত্ত্বেও কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

বেশ কয়েক মাস জেলবন্দি থাকতে হয়েছিল তাঁকে। সিসোদিয়াকেও জেলে থাকতে হয়েছিল প্রায় ২ বছর। অথচ চার বছর তদন্ত করেও সিবিআই শেষমেশ অশ্বডিম্ব প্রসব করায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে নিম্ন আদালত। রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত সোজাসাপটা ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, অভিযোগের সপক্ষে তথ্যপ্রমাণ পেশ করতে না পারলে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের আস্থা টলে যেতে বাধ্য।

মামলার সময় যে ষড়যন্ত্রের তত্ত্বের কথা শোনানো হয়েছিল, তাতেও স্ববিরোধিতা স্পষ্ট হয়েছে নিম্ন আদালতের রায়ে। সেই রায় শুনে সত্যের জয় হয়েছে বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন কেজরিওয়াল। বিজেপি তাঁর এবং আপ নেতাদের লাগাতার চরিত্রহনন করেছে বলে নিন্দা করেন তিনি। কেজরি-সিসোদিয়ার বেকসুর খালাসকে স্বাভাবিকভাবেই স্বাগত জানিয়েছে তৃণমূল, ডিএমকে'র মতো বিরোধী দলগুলি।

বিজেপি অবশ্য প্রশ্ন তুলছে, দুর্নীতি যদি না-ই হয়ে থাকবে, তাহলে কেজরিওয়াল তড়িঘড়ি তাঁর সরকারের আবগারি নীতি বদলের রাস্তায় হেঁটেছিলেন কেন? একই প্রশ্ন কংগ্রেসেরও। তবে বিজেপি-আপ সেটিংয়ের তত্ত্বে হাত শিবিরের উলটে অভিযোগ, গুজরাট বিধানসভা ভোটের আগে কংগ্রেসকে দুর্বল করতে এবং আপের শক্তিবৃদ্ধি করতে কেজরিওয়ালকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধির বিরুদ্ধে বফর্স কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে তাঁকে ও তাঁর দল কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন ভিপি সিং। সেই সময় স্লোগান উঠেছিল, 'গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধি চোর হ্যায়।' পরে বিজেপি ও সিপিএমের সমর্থনে ভিপি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু রাজীব বফর্স নিয়ে লেনদেনে কানাকড়িও নিয়েছিলেন কি না, সেটা দীর্ঘ আইনি লড়াই সত্ত্বেও প্রমাণ হয়নি।

যদিও সুযোগ পেলে এখনও নেহরু-গান্ধি পরিবারের বিরুদ্ধে বিজেপি বফর্স দুর্নীতির কাদা ছিটিয়ে থাকে। মনমোহন সিংয়ের জমানায় টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি প্রতিদিন খবরের শিরোনাম হত। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিশেষ সিবিআই আদালত ওই মামলা খারিজ করে জানিয়ে দিয়েছিল, স্পেকট্রাম বণ্টনে দুর্নীতিই হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অন্য বিজেপি নেতারা দাবি করেন, কংগ্রেস আর দুর্নীতি সমার্থক। সেই ন্যারেটিভে জনমত তৈরি হওয়ায় ক্ষমতার অলিন্দে রদবদলও হয়েছে। দিল্লিতে একইভাবে আপকে সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। কিন্তু দোষ প্রমাণ হল না। সিবিআই, ইডি'র মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি হইচই করে দুর্নীতির তদন্তে নামলেও কতজনের দোষ প্রমাণিত হয়, সেটাই বড় প্রশ্ন।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের কাজ নিয়ে নিম্ন আদালতের তোলা প্রশ্নগুলি অত্যন্ত যুক্তিসংগত। ভারতের আইন অনুযায়ী, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে অপরাধী বলা যায় না। রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠামাত্র যেভাবে চিৎকার শুরু করা হয়, তার প্রধান লক্ষ্য থাকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি।

কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে তা নিয়ে রাজনীতি না করে আইনি দিকটি বিবেচনা করায় অগ্রাধিকার কমই থাকে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির। কেজরিওয়ালের মামলার রায়ের পর সেই প্রবণতায় রাশ টানা হলে অন্তত দেশের গণতান্ত্রিক পরিসর কলঙ্কমুক্ত হতে পারে।

অমৃতধারা

সাধারণত চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, এ বিষয় বা ও বিষয়ের ওপর ঘোরে ফেরে। যখন স্বভাবের ভালো কিছু করতে হয় তখন প্রথম কাজ যা তুমি করবে তা হচ্ছে এইসব ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে জড়ো করে এনে একাগ্র করে ধরা। তখন যদি তুমি ঠিকভাবে লক্ষ কর তাহলে দেখবে যে তখন চেতনা একস্থানে ও এক বিষয়ের ওপর একাগ্র হয়েছে- যেমন হয় যখন তুমি কোনও কবিতা লেখ বা কোনও উদ্ভিদবিদ কোনও ফুলের স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে। যদি তুমি কোনও চিন্তাতে একাগ্র হও তাহলে মস্তিষ্কের কোনও একস্থানে হবে, যদি তুমি কোনওভাবে একাগ্র হও, তাহলে হৃদয়ে হবে। যৌগিক একাগ্রতাও সাধারণভাবে সেই একই জিনিস- কেবল তা আরও বিস্তৃত ও গভীর হবে। -শ্রীঅরবিন্দ

মোদির ডাবল রোল ও ভক্তদের ধর্মসংকট

বিদেশে মুসলিম নেতাদের সঙ্গে দহরম-মহরম, স্বদেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা। এ মোদি কেমন মোদি?

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

সৌদির যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে আলিঙ্গন নরেন্দ্র মোদির। -ফাইল চিত্র

বলিউডে সর্বকালের সেরা ডাবল রোলের তিনটে সিনেমা কী? সিনেমার ওয়েবসাইটগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করলে দেখা যায় দিলীপকুমারের 'রাম অউর শ্যাম', হেমা মালিনীর 'সীতা অউর গীতা' এবং শ্রীদেবীর 'চালবাজ' সবার ওপরে। অমিতাভ-শাহরুখের ডন তাদের নীচে।

তো ভারতীয় রাজনীতিতে ডাবল রোলের কথা বললে সবার আগে চলে আসবে নরেন্দ্র মোদির নাম। ভারতে তাঁর 'হিন্দু হৃদয় সম্রাট' 'হিন্দু হৃদয় রক্ষক' কতরকম নাম! অষ্টোত্তর শতনাম! তাঁর ভক্তরা দেশের চারদিকে মুসলিমদের ওপর ঘৃণা ছেটাচ্ছেন, দেশ থেকে তাড়ানোর মনোভাব। অথচ বিদেশের মাটিতে মোদিই হয়ে দাঁড়াচ্ছেন 'গ্লোবাল পিসমেকার', আরব দুনিয়ার প্রবল বন্ধু।

মোদি এই যে ইজরায়েলে ঘুরে বেড়ালেন কী স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে! শুনছি, এটা তাঁর ৯৯তম বিদেশ সফর। অথচ এই লোক আবার প্যালেস্তাইনেরও বন্ধু। আমাদের দেশে মোদি ভক্তদের দৌলতে যখন ঘৃণা ঘৃণা এবং ঘৃণার রাজনীতি ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আরব দুনিয়ার শেখদের কী প্রেম কী প্রেম! সঙ্গে আবার ইজরায়েলেরও। ধুরন্ধর-টু সিনেমা আগেই দেখা হয়ে গেল!

ক'দিন আগে মিরাটে মোদির নামে মেট্রো উদ্বোধন হল এবং প্রথম ট্রেনে দেখা গেল মুসলিমদের উদ্দেশ্যে হিন্দুদের জয় শ্রীরাম উন্মত্ত চিৎকার! সেখানে আবার প্রান্তিক স্টেশনের নাম মোদিপুরম। মোদি এগুলো থামাতে যান না, বরং উসকে দিয়ে দেশকেই দুটো ভাগ করে দিয়েছেন! মুসলিম রাষ্ট্রে গিয়ে সেই লোকই আবার গলায় গলায় জড়িয়ে ধরেছেন শেখদের। আয় ভাই, বুকে আয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা রসিকতা চলে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদি যতবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহি গিয়েছেন, ততবার হয়তো মুম্বইয়ের লোকেরা লোকাল ট্রেনে থানে পর্যন্তও যাননি।

এইভাবে মোদি ভারতে হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব করে পরদিনই হয়তো রওনা হয়ে গিয়েছেন সৌদি আরব, কাতার, ওমান, বাহরিন, ইরান, জর্ডন, প্যালেস্তাইন, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া। মোদির পাসপোর্টে মুসলিম দেশগুলোর স্ট্যাম্প উপচে পড়ছে।

এতে দোষের কিছু নেই। এটাই তো হওয়া উচিত। বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখবে এটাই স্বাভাবিক। স্যালুট মোদি। কিন্তু স্যর, আপনি এটা বলুন তাহলে দেশের ভেতরে এই হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখার দরকারটা কি আছে?

আমরা ভারতবাসীরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ঘৃণার দুর্গ তৈরি করছি মোদি মন্ত্র জপে! আর ওদিকে প্রধানমন্ত্রী দিব্যি আছেন। চেষ্টা চালাচ্ছেন বিশ্বগুরুর স্বীকৃতি পেতে। আর ওদিকে বিশ্বগুরুর ভক্তকুল ক্রমাগত দেশের মধ্যে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ছড়াচ্ছে অকারণ।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এসব দেশে গিয়ে মোদির বিখ্যাত 'ডিপ্লোম্যাটিক হাগ'। দেশে মোদি ভক্তরা বলছেন 'ভাগ, মুসলিম ভাগ'। রাজ্যের নব্য বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীও বলছেন 'ভাগ, মুসলিম ভাগ।' আর ওদিকে মোদি পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে ঘুরে করছেন 'হাগ' এবং 'হাগ'। আলিঙ্গন এবং আলিঙ্গন। আলিঙ্গনের কতরকম রূপ, তা মোদির আগে কেউই জানাননি আমাদের।

এসব দেশে কিন্তু গিয়ে 'হাগ' করেই মোদির কাজ শেষ হয় না। চুক্তিও হয় প্রচুর। দুবাইয়ের মলে বসে এখন আপনি ইউপিআই স্ক্যান করে দিব্যি শিঙাড়া খেতে পারবেন। রূপে কার্ডও চলবে সেখানে। আবু ধাবিতে বিশাল মন্দির তৈরি হয়ে গেল শেখদের দেওয়া জমিতেই। বাপরে বাপ। মন্দিরের নাম বাপস।

আমাদের দেশের অলিম্পিকে সোনাটোনা বেশি লোকের নেই, সবাই জানেন। মোদি কিন্তু আরব থেকে সেখানকার সর্বোচ্চ অসামরিক সোনার পদক জিতে নিয়েছেন। সৌদি থেকে কিং আবদুল আজিজ স্যাশ, আমিরশাহি থেকে অর্ডার অফ জায়েদ, প্যালেস্তাইন থেকে গ্র্যান্ড কলার অফ দ্য স্টেট অফ প্যালেস্তাইন, মিশর থেকে অর্ডার অফ দ্য নাইল। অথচ দেখুন, তিনি আবার ইজরায়েলে গিয়ে জড়িয়ে ধরছেন নেতানিয়াহুকে।

যে মুসলিম দেশ ১৯৭১ সাল থেকে সবসময় নিঃশর্ত সমর্থন করেছে ভারতকে, সেই ওমানে দু'বার গিয়েছেন মোদি। আমিরশাহিতে রাশিয়ার মতোই ৭ বার। আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপানের পরেই। সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, উজবেকিস্তান, মালদ্বীপে তিনবার করে।

তাঁর দলের নেতারা, সে যোগী হোন বা শুভেন্দু, মুসলিমদের নিয়ে কথা বলতে গেলেই বলবেন, পাকিস্তানে যাও। বাংলাদেশে যাও। ওদিকে, মোদি ঘনঘন ঘুরে বেড়াবেন মুসলিম দেশে। নেপাল থেকে হিন্দুরা বেআইনিভাবে এসে উত্তরবঙ্গ ভরিয়ে দিলে শুভেন্দু চুপ থাকবেন। অথচ এঁরাও বেআইনি অনুপ্রবেশকারী।

মোদি এত দেশের মধ্যে পাকিস্তানটা বেশি যান না একটু চক্ষুলজ্জার খাতিরে। তারপর দেশটা আবার একেবারে ঘরের কাছে। লোক ছিছিক্কার করতে পারে। রাম অউর শ্যামের খেলাটা আরও স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে মোদির ট্যুর ডায়েরি থেকে পাকিস্তান বাদ।

একেকসময় এসব দেখে মনে হয় চারদিকে কোনও মেহবুব বা জনি ওয়াকারের সিনেমা দেখছি। আমাদের দেশে বুলডোজার, এনআরসি, হিজাব, হালাল বিতর্ক, অনুপ্রবেশ সব চলছে অকারণ। উত্তরপ্রদেশে ইচ্ছে করে ফতেপুর সিক্রি বা সিকান্দ্রাকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে পর্যটক আর যান না। বানিয়ে ফেলা হচ্ছে মথুরা- বৃন্দাবন- আগ্রা করিডর। ভাগ্যিস বিদেশি মুদ্রার লোভে তাজমহলকে বাদ দেওয়া যায় না, নইলে আগ্রাও বাদ হত। আর ওদিকে গিয়ে শেখদের সঙ্গে গলাগলি, মসজিদ পরিদর্শন আর কোরান উপহার দেওয়া চলছে। আর আমাদের লখনউতে দিন-দিন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে মুসলিম স্থাপত্যগুলো। যা শিয়াদের কাছে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলার সেই সব কপালে লাল টিপ দেওয়া মোদি ভক্তদের মুখ মনে পড়ছে, যাঁরা সংখ্যালঘু বয়কটের হুমকি দেন আর কিছুক্ষণ পরে টিভিতে দেখেন তাঁদের 'হিন্দু হৃদয় সম্রাট' আবু ধাবিতে 'আহলান মোদি' ইভেন্টে শেখদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে ভাসছেন।

কোথায় একটা পড়লাম, মোদি কোম্পানির মতে, দেশে যার নাম মেরুকরণ, বিদেশে তারই নাম হচ্ছে বিশ্বায়ন। ভারতীয় মুসলিম যেন আলাদা প্রজাতি।

এই দ্বিচারিতার কিন্তু শেষ নেই। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেতে মোদি ভক্তদের ঢুকিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বহু শহরে নতুন বিতর্ক তৈরি করছে। কোন মসজিদে বহু যুগ আগে মন্দির ছিল সেটা দেখাই তাদের একমাত্র কাজ। কাশীর জ্ঞানবাপী, মথুরার মসজিদ নিয়ে কত কিছু কেলেঙ্কারি হল। নাম ঢুকে গেল আজমেরেরও। ওদিকে, মোদি সৌদি আরবে গিয়ে রাজা সলমানকে দিলেন ভারতের প্রাচীনতম মসজিদ কেরলের শিরামন জুমা মসজিদের সোনার জল করা রেপ্লিকা! সৌদির কাছে আমাদের তেল দরকার! তাই তেলও দিতে হবে ভাই! মোদি ভক্তরা মসজিদে মসজিদে মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছেন আর তাঁদের 'হৃদয় সম্রাট' মসজিদের রেপ্লিকা নিয়ে যাচ্ছেন বিদেশে। বাহবা নন্দলাল!

মনে আছে, বিজেপির এক মুখপাত্র ২০২২ সালে ইসলাম এবং হজরত মহম্মদকে নিয়ে এত অপমানজনক কথা বললেন, কাতার-কুয়েত-সৌদি প্রচণ্ড ধমক দিল সাউথ ব্লককে। পেট্রো ডলার সব যায় যায়! বিজেপি সরকার অতি দ্রুত বিবৃতি দিল এসব মন্তব্য নাকি বিচ্ছিন্ন কিছু উন্মাদের কাজ। এই উন্মাদরা যখন আলাদা আলাদাভাবে প্রতি মুহূর্তে মানুষ খেপিয়ে যাচ্ছে, ধর্মে ধর্মে বিভেদ ঘটাচ্ছে, তখন কিন্তু মোদি সরকারের উগ্র হিন্দুরা একেবারে চুপ। তখন তো পেট্রো ডলারের হিসেব নেই কোনও।

মোদির এসমস্ত কাজে তাঁর ভক্তরা প্রবল ধর্মসংকটে পড়েন। আবার সামলে নেন। কেননা দেশে একরকম নিয়ম, বিদেশে আরেকরকম নিয়ম। মোদির কট্টর সমর্থকরা ইজরায়েলের জয়ধ্বনি তোলেন, ভরিয়ে দেন ফেসবুক, আবার প্যালেস্তাইনে মোদি খেতাব পেলে চুপ করে যান।

শুধু মুসলিম দেশ বলে তো নয়, গত দু'মাসে যা দেখলাম তাতে চক্ষু ছানাবড়া করে দেখা ছাড়া কোনও উপায় নেই। চিনের সঙ্গে কী ভয়ংকর তিক্ত সম্পর্ক! অথচ আমাদের দেশে তখনও চিনা সামগ্রী উপচে পড়ছে। মোদি ভক্তরা কিনছেও লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে।

ক'দিন আগে দেখলাম রাশিয়া এবং চিনের সঙ্গে মোদির দোস্তাদোস্তি। ট্রাম্পের সঙ্গে দোস্ত দোস্ত না রহা, জাতীয় মুকেশের গান।

আবার এক মাস পরেই দেখলাম ছবিটা পালটে গিয়েছে। পুতিনকেই বলা হচ্ছে দোস্ত দোস্ত না রহা। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় স্ববিরোধিতার উদাহরণ লিখতে বললে এগুলোই লিখে দেওয়া যেতে পারে। ধর্মেও আছি, জিরাফেও আছি। ইউক্রেনেও আছি, রাশিয়াতেও আছি। আরবেও আছি, ইজরায়েলেও আছি! শুধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্টাইলে একটা জায়গায় লেখা যাবে না। বিদেশের মুসলিমে আছি, ভারতের মুসলিমে নেই!

আজ

১৮৪৪

নাট্যব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্র ঘোষ আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৬৩

আজকের দিনে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রয়াত হন।

আলোচিত

কথায় বলে, স্বাস্থ্যই সম্পদ। আমি সবসময় নিজের শরীরের দিকে খেয়াল রেখেছি। কখনও অবহেলা করিনি। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। পদত্যাগপত্রের কোথাও বলিনি যে, অসুস্থতার কারণে আমি পদ ছাড়ছি। শুধু লিখেছিলাম, স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিতে চাই। প্রত্যেকেরই তাই করা উচিত।
-জগদীপ ধনকর

ভাইরাল/১

মুম্বইয়ের রাস্তায় ভিনদেশি তরুণীর কাছে সেলফির আবদার। প্রত্যাখ্যাত হয়েও ছবি তোলার দাবিতে নাছোড় তরুণ প্রায় মিনিট পনেরো ওই তরুণীকে ধাওয়া করেন। অবশেষে তিতিবিরক্ত হয়ে তরুণকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে বাধ্য হন বিদেশিনী।

ভাইরাল/২

তামিলনাড়ুর এক স্কুলে বার্ষিক অনুষ্ঠান চলছে। প্রিন্সিপালের হাত থেকে সার্টিফিকেট নিয়েই 'পুষ্পা' ছবিতে অল্লু অর্জুনের জনপ্রিয় ডায়ালগ 'ঝুকেগা নেহি'র পোজে ছবি তুলল এক খুদে। প্রিন্সিপালের নজরে পড়তেই তিনিও 'জেন আলফা' ছাত্রের সঙ্গে ওই একই কায়দায় ছবি তোলেন।

জনমন
জনমত

মিষ্টির দোকানে মাংস, বুকের ভিতর ধাক্কা

সম্প্রতি দেশবন্ধুপাড়ার একটি মিষ্টির দোকানের ফ্রিজে রান্না করা মাংস পাওয়ার ঘটনায় খুবই খারাপ লেগেছে। আমরা যে কোনও পুজোয় মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনে ঠাকুরকে অর্পণ করে থাকি। শুধু তাই নয়, পরে ভক্তি সহকারে প্রসাদ ভেবে সেই মিষ্টি খেয়েও থাকি। অথচ দোকান কর্তৃপক্ষের এমন কাণ্ডে বিশ্বাসটা যেন নড়বড়ে হয়ে গেল!

শুধু ঠাকুরকে দেওয়াই নয়, অনেক মানুষ মিষ্টির দোকানে দাঁড়িয়েই মিষ্টি খান। তাঁদের মধ্যে বহু নিরামিষভোজী মানুষও রয়েছেন। সকলেই যেখানে বিশ্বাস নিয়ে আসছেন, সেখানে ফ্রিজে মাংস রাখার ঘটনা কি মানা যায়?

প্রশ্ন হল, এত বড় একটা অপরাধের পরও টাস্ক ফোর্সের কর্মীরা কী করে ওই দোকানের মালিককে সামান্য একটা নোটিশ ধরিয়ে চলে গেলেন? দোকানটি কেন বন্ধ করে দেওয়া হল না? আশা করি, শিলিগুড়ির মেয়র বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন। সেইসঙ্গে তাঁর নিজের তৈরি করা খাদ্য সুরক্ষা স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের দায়িত্বে যেসব কর্মী বা কর্তাব্যক্তিরা রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে নিজের দায়িত্ব পালন করতে আদেশ দেবেন। এমন অভিযান দু'মাসে বা ছ'মাসে নয়, প্রতিনিয়ত করতে হবে।

অসীম অধিকারী
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

পূর্ণমন্ত্রী চাই

অল্প কিছুদিন পরেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হবে। সব রাজনৈতিক দলই চেষ্টা করছে তারা যাতে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকদল টিএমসি এবং কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি- এই দুইটি দলের মধ্যেই প্রধানত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজনও পূর্ণমন্ত্রী নেই। গত ১২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুধু প্রতিমন্ত্রী করা হয়। লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপির ১২ জন এমপি রয়েছেন। এবার অন্তত পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন সাংসদকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পূর্ণমন্ত্রী করা হোক।

রীতম হালদার
সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

শৈশবের জাদুকর সেই অসামান্য আলিবাবারা

স্মৃতিতে অমলিন সেই মানুষগুলো নিজেদের অগোছাল জীবন সামলে আমাদের শৈশবের অন্দরমহলে আনন্দ বয়ে আনতেন।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

একসময় পাড়ায় পাড়ায় এমন কিছু মানুষকে খুঁজে পাওয়া যেত, যাঁদের নিজস্ব ঘর-সংসার কিংবা কেরিয়ার গড়ার দৌড়ে তেমন কোনও উচ্চাশা ছিল না। তাঁরা নিজের জীবন সম্পর্কে খানিকটা উদাসীনই থাকতেন। অথচ অদ্ভুত জাদুবলে তাঁরাই হয়ে উঠতেন পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে অঘোষিত অভিভাবক- কমন কাকু, জেঠু কিংবা দাদা। শৈশবের সেই দিনগুলোতে তাঁরাই ছিলেন আমাদের 'আলিবাবা'। ঠিক যেন রূপকথার মতোই, তাঁদের সান্নিধ্য পেলেই খুলে যেত মনের সব রুদ্ধ দুয়ার। তাঁরাই আমাদের হাতে তুলে দিতেন আনন্দ আর কল্পনার আসল রসদ, যা আমাদের শৈশবকে করে তুলেছিল প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময়।

আড্ডা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার

বাড়ির সামনে খোলা উঠোনে বা গাছের ছায়ায় আলিবাবাদের ঘিরে বসত দীর্ঘ আড্ডা। খেলাধুলো থেকে জাতীয় রাজনীতি- তর্কের শেষ ছিল না। গাভাসকার না কপিল দেব, ইস্টবেঙ্গল না মোহনবাগান, কিংবা দেশের সরকার গঠনের সমীকরণ; সব জটিল বিষয়ে আলিবাবারা তাঁদের জ্ঞানের ঝাঁপি খুলে বসতেন। তাঁরা কেবল জ্ঞান দিতেন না, বরং যুক্তির নিরিখে তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দিতেন। সত্যজিতের সেই বিখ্যাত সিধু জ্যাঠার মতোই তাঁরা ছিলেন আমাদের পাড়ার একেকটি জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। খবরের কাগজ আর রেডিওর খবর থেকে আহরিত সেই জ্ঞান আমাদের কৈশোরের চিন্তাধারাকে দারুণভাবে ঋদ্ধ করত।

- এআই

সহমর্মিতা ও শাসন

কেবল জ্ঞানী বলেই তাঁরা জনপ্রিয় ছিলেন না, বরং ছোটদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার মহানুভবতা ছিল তাঁদের অন্যতম প্রধান গুণ। তাঁদের কাছে যাওয়া ছিল অত্যন্ত সহজ। ভুল করলে যেমন কড়া শাসন বা ধমক জুটত, তেমনই তার সঙ্গে থাকত একরাশ স্নেহের আশ্রয়। সেখানে শাসনের নামে ছিল না কোনও অবহেলা বা দূরত্ব, আর বিচারের নামে ছিল না বর্জন। এই ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের কারণেই তাঁরা পাড়ার প্রতিটি সন্তানের কাছে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী আশ্রয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের প্রতিটি কথার অন্তরালে থাকত জীবনকে বড় করে দেখার এক অমোঘ শিক্ষা।

জীবনবোধের পাঠশালা

উৎসবের আয়োজন কিংবা খেলার মাঠে তাঁদের অংশগ্রহণ ছিল অসামান্য। রবীন্দ্র জয়ন্তী থেকে নেতাজি জন্মজয়ন্তী- সবখানেই থাকত তাঁদের উৎসাহ। ডিসেম্বরের রাতে বসত ব্যাডমিন্টনের আসর, আবার গরমের ছুটিতে ফুটবল নিয়ে হাজির হতেন আলিবাবা। তাঁদের তত্ত্বাবধানে খেলায় জিততে শেখার পাশাপাশি পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করার মানসিকতাও আমরা রপ্ত করতাম। খেলার মাঠে সেই দলবদ্ধতা ও সহনশীলতার পাঠগুলো আমাদের জীবনের কঠিন সময়ে লড়াই করার সাহস জুগিয়েছে। তাঁরা যেন অজান্তেই আমাদের শিখিয়েছিলেন হার-জিতের ঊর্ধ্বে উঠে জীবনকে গ্রহণ করতে।

সময়ের স্রোতে বিলীন

আটের দশকের শেষে টেলিভিশনের আগমন আর গ্রামবাংলার পরিবর্তিত রাজনৈতিক সমীকরণে সেই দিনগুলো যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল। আজ আমরা অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক, ব্যস্ত ও পরিকল্পিত। সেই আলিবাবারা আজ আর আমাদের মাঝখানে নেই, কিন্তু তাঁদের রেখে যাওয়া স্মৃতিগুলো আজও হৃদয়ের কোণে অদৃশ্য চাবির মতো ঝুলে আছে। আজ ফিরে তাকাই যখন, তখন বুঝতে পারি সেই মানুষগুলো আমাদের শৈশবের মণিকোঠায় কতটা গভীর প্রভাব রেখে গিয়েছিলেন। সেই স্মৃতিগুলোই আমাদের অস্তিত্বের শিকড়।

(লেখক দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৮২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। আট পা-ওয়ালা কীট, জাল বুনতে পারে ৩। মুখে মিষ্টি হাসি লেগে থাকা ৫। সুপ্রসিদ্ধ বা যাঁর নাম অর্থপূর্ণ ৭। ডেউয়া ফল ৯। শিলাবৃষ্টির বরফের টুকরো ১১। আসনগ্রহণ বা স্থির হয়ে বসা ১৪। ঢোলের মতো আদিবাসীদের বাদ্যযন্ত্র ১৫। মাদ্রাসার প্রাথমিক শিক্ষক।

উপর-নীচ : ১। ভোর হলো দোর খোলো ২। আস্থা বা বিশ্বাস ৩। খাঁটি, নির্ভুল, যথার্থ বা ত্রুটিহীন ৪। পাতলা ছিপছিপে গড়ন ৬। অপারগ, আর কোনও উপায় নেই ৮। তালা ১০। খুব ভয় পেলে যে ঘাম বের হয় ১১। মুসলমান পণ্ডিত বা শাস্ত্রজ্ঞ ১২। দুর্দশা বা খুবই খারাপ অবস্থা ১৩। কোমল, পচাও হতে পারে।

সমাধান ■ ৪৩৮১

পাশাপাশি : ১। অগ্রজ ৩। ওজু ৫। নাফা ৬। দ্বিমত ৮। লঙ্ঘন ১০। অনুজা ১২। স্তাবক ১৪। পালি ১৫। ঢেক্কা ১৬। পিরিচ।

উপর-নীচ : ১। অনুজ্জ্বল ২। জনার্দন ৪। জুলুম ৭। তল্পা ৯। খাস্তা ১০। অনুলিপি ১১। জাতাশৌচ ১৩। বখাটে।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ষড়যন্ত্রের ভরাডুবি, সত্যের জয় বলে মনে করেন আপ প্রধান

আবগারিতে মুক্তি কাঁদলেন কেজরি

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : এতদিনের লড়াই, জেল-যন্ত্রণা আর গায়ে মাখা সব কলঙ্ক এক লহমায় ধুয়ে গেল। আবগারি নীতি মামলায় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত থেকে সসম্মানে মুক্তি পেলেন আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং মণীশ সিসোদিয়া। শুক্রবার আদালতের রায় শোনার পর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা মণীশ সিসোদিয়াকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন তিনি। ধরা গলায় শুধু বললেন, 'আজ প্রমাণিত হল, কেজরিওয়াল 'কট্টর ইমানদার'।'

দিল্লি সরকারের আবগারি নীতি মামলায় বড়সড়ো জয় পেলেন আম আদমি পার্টি (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং মণীশ সিসোদিয়া। শুক্রবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত তথ্যপ্রমাণের অভাবে মামলার সব অভিযুক্তকে সসম্মানে মুক্তি দিয়েছে। আদালতের এই রায়কে 'সত্যের জয়' বলে অভিহিত করেছেন কেজরিওয়াল।

এদিন রায় শোনার পর আদালতের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'আমি বরাবরই বলতাম সত্য আমাদের পাশে আছে। একজন মুখ্যমন্ত্রীকে ঘর থেকে টেনে বের করে জেলে ভরা হয়েছিল, আমাদের গায়ে কাদা ছেটানো হয়েছিল। আজ প্রমাণিত হল যে কেজরিওয়াল 'কট্টর ইমানদার' (পুরোপুরি সৎ)।' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা মণীশ সিসোদিয়া তাঁকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেন।

নিজেকে সামলে বিজেপির উদ্দেশে তোপ দেগে কেজরিওয়াল বলেন, 'বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযোগ করেছে, আদালত সেসব খারিজ করে দিয়েছে। সব অভিযুক্তকে মুক্তি দিয়েছে। আমি শুরু থেকে বলেছি, সত্যের জয় হবেই। দেশের বিচারব্যবস্থার ওপর আমার ভরসা ছিল। যে বিচারক আমাদের

- তথ্যপ্রমাণের অভাবে কেজরিওয়াল-সিসোদিয়া সহ ২৩ জনকেই মুক্তি
- নিজেকে 'কট্টর ইমানদার' বলে দাবি আপ সুপ্রিমোর
- সিবিআই-এর তদন্তকারী আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার সুপারিশ করেছে কোর্ট
- এই মামলার জেরে কেজরিওয়ালকে জেল খাটতে হয়েছিল
- সিবিআই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবে

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।' এদিন সংবাদমাধ্যমের একাংশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আপ সুপ্রিমো। তাঁর কথায়, 'আমাদের দিকে কাদা ছোড়া হয়েছে। খবরের চ্যানেলে সারাদিন এসব নিয়ে আলোচনা হত। বলা হত, কেজরিওয়াল দুর্নীতিগ্রস্ত।'

সিবিআই-এর চার্জশিট খারিজ করে বিশেষ আদালতের বিচারক বিচারকের মতে, শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে কোনও 'জনসেবক'কে অভিযুক্ত করা আইনের শাসনের বিরোধী। এমনকি সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের সুপারিশও করেছে আদালত।

এই মামলার জেরেই ২০২৪-এর মার্চে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কেজরিওয়াল, যার ফলে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল। ২০২৫-এর নির্বাচনেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে এবং আপ-এর পরাজয় ঘটে।

চোখে জল... দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতের সামনে অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

'১০ আসনে পদ্ম জিতলে রাজনীতি ছেড়ে দেব'

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আবগারি দুর্নীতি মামলায় আদালত থেকে ক্লিন চিট পাওয়ার পর দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আক্রমণাত্মক মেজাজ জাতীয় রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেছেন, দিল্লিতে এখনই ভোট হলে বিজেপি যদি ১০টির বেশি আসন পায় তাহলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। শুক্রবার বিকালে এক সাংবাদিক বৈঠকে আপ সুপ্রিমো বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দিল্লিতে নতুন করে ভোট করানোর চ্যালেঞ্জ করছি। বিজেপি যদি ১০টির বেশি আসন পায় তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শা-র। ওঁরা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আমরা কট্টর ইমানদার।'

কেজরিওয়ালের এই মন্তব্য কেবল রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর নয়, বরং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনগুলির আগে আপকে চাঙ্গা করার সঞ্জীবনী মন্ত্র বলেই মনে করা হচ্ছে। আগামী বছর গোয়া, গুজরাট, পঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোট। পঞ্জাব ছাড়া বাকি তিনটি রাজ্যে আপের সংগঠন এখনও যথেষ্ট নড়বড়ে। চারটি রাজ্যেই আপের প্রধান লক্ষ্য হল, বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিকল্প হয়ে ওঠা।

এই অবস্থায় পঞ্জাবে ক্ষমতা ধরে রাখা এবং গুজরাট-গোয়ায় সংগঠন বিস্তারের ক্ষেত্রে আপ এখন 'ভিকটিম কার্ড' এবং 'স্বচ্ছ ভাবমূর্তি' ব্যবহার করে নির্বাচনি ময়দানে ফায়দা তুলতে মরিয়া।

প্রচণ্ড-য় সওয়ার দ্রৌপদী : রাফাল যুদ্ধবিমানের পর এবার সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার 'প্রচণ্ড'-য় সওয়ার হলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী। শুক্রবার রাজস্থানের জয়সলমেরে ২৫ মিনিটের এক উড়ানে অংশ নিয়ে রাষ্ট্রপতি 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর বার্তা দেন। তিনি বলেন, 'প্রচণ্ড হেলিকপ্টার দেশের আত্মনির্ভরতার এক শক্তিশালী প্রতীক। এই মুহূর্তে আমি জয়সলমের দেখছি। আমাদের জওয়ানদের কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানাই।'

'ভারত উত্তর কোরিয়া নয়'

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : এআই সামিটে যুব কংগ্রেস সভাপতি ও কর্মীদের ধরপাকড়ের ঘটনায় মোদি সরকারকে তীব্র ভাষায় বিঁধলেন রাহুল গান্ধি। লোকসভার বিরোধী দলনেতার সাফ কথা, 'মোদিজি এটা উত্তর কোরিয়া নয়, ভারত। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ অপরাধ নয়।' সমাজমাধ্যমে রাহুল বলেন, 'ক্ষমতায় যাঁরা রয়েছেন তাঁরা যখন নিজেদের দেশের উর্ধ্বে এবং সমালোচকদের শত্রু বলে ভাবেন, তখন গণতন্ত্রের মৃত্যু অনিবার্য।' ইতিমধ্যে এআই সামিটে জামা খুলে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনায় যুব কংগ্রেস সভাপতি উদয় ভানু চিব সহ একাধিক নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। রাহুলের মতে, 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে এমন একটি দিশায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেখানে বিরোধিতাকে দেশদ্রোহ বলে তকমা দেওয়া হয় আর প্রশ্ন করলেই তাকে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়।' কংগ্রেস নেতার সাফ কথা, 'এটা কেমন গণতন্ত্র যেখানে একজন কম্প্রোমাইসড প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নকে ভয় পান? বিরোধিতার মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া প্রশাসনের চরিত্র হয়ে উঠছে।'

উত্তরবঙ্গ সহ তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্চে উপাচার্য নিয়োগ!

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সহ পশ্চিমবঙ্গের তিনটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে মার্চের প্রথম সপ্তাহে ফের ইন্টারভিউ ডাকছে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত সার্চ অ্যান্ড সিলেকশন কমিটি। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে এই তথ্য জানান রাজ্যের তরফে সওয়াল করা আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত।

তিনি আদালতকে জানান, ইতিমধ্যে রাজ্যের বাকি ৩৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের বক্তব্যকে সমর্থন করেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস-এর তরফে সওয়াল করা অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানি । প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এদিন জানান, যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই কাটছে। তিনি আরও স্পষ্ট করেন, সার্চ অ্যান্ড সিলেকশন কমিটির প্রধান প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত যেভাবে উপযুক্ত মনে করবেন, সেভাবেই বাকি তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ সম্পন্ন হবে। আদালত এই প্রক্রিয়ায় আস্থা রাখছে।

তবে মামলাটি এদিনই নিষ্পত্তি করা হবে কি না সে প্রশ্নে কিছুটা সংযত অবস্থান নেয় রাজ্য। জয়দীপ গুপ্ত আদালতকে জানান, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী উপাচার্য না থাকা প্রশাসনিক দিক থেকে উদ্বেগের বিষয়। তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে সময় প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে প্রধান বিচারপতি ৬ এপ্রিল পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন।

ডিএমকে-তে যোগ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

চেন্নাই, ২৭ ফেব্রুয়ারি : রাজনীতি যে সত্যি এক সম্ভাবনার শিল্প, সেটা ফের প্রমাণ করে দিলেন তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পনিরসেলভম। তীব্র ডিএমকে বিরোধিতার মাধ্যমেই ১৯৭৩ সালে রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর। সেই বিরোধিতার মন্ত্র জপেই হয়ে উঠেছিলেন এআইএডিএমকের প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা প্রয়াত জয়ললিতার আস্থাভাজন নেতা। কিন্তু দীর্ঘ ৫৩ বছর পর শুক্রবার সেই বিরোধিতা ভুলে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের হাত ধরে ডিএমকে-তে যোগ দিলেন পনিরসেলভম। বিধানসভা ভোটের আগে এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল ফেলেছে দ্রাবিড়ভূমে। অস্বস্তিতে পড়েছে এআইএডিএমকে-বিজেপি জোটও।

কারণ, স্ট্যালিনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ডিএমকেবিরোধী সমস্ত ভোটকে এককাট্টা করতে চেয়েছিল গেরুয়া শিবির। সেইজন্য জয়ললিতার দলের সমস্ত গোষ্ঠীকে কাছে টানার মরিয়া চেষ্টাও চালিয়েছিল তারা। কিন্তু পদ্মশিবিরের সেই চেষ্টায় আপাতত জল ঢেলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন। সম্প্রতি ডিএমডিকেও ডিএমকে নেতৃত্বাধীন সেকুলার প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্সে যোগ দিয়েছে। জয়ললিতার মৃত্যুর পরে তাঁর দলে শুরু হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। একদিকে ছিলেন পনিরসেলভম। অন্যদিকে ছিলেন পালানিস্বামী। ক্ষমতা নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে শেষমেশ ২০২২ সালে বহিষ্কার করা হয় পনিরসেলভমকে।

আন্নার মুখে প্রশস্তি

মুম্বই, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের জেলমুক্তি নিয়ে মুখ খুললেন গুরু আন্না হাজারে। তিনি আদালতের রায়কে সম্মান জানানোর কথা জানিয়েছেন। আন্না বলেছেন, 'আমাদের দেশ বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নানা সম্প্রদায়ের মানুষ থাকা সত্ত্বেও বিচারবিভাগের সুষ্ঠ কাজের জন্য দেশে বিশৃঙ্খলা বা অস্থিরতা নেই। আদালতের রায়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল দোষী নন। এটা মেনে নিতে হবে।' আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল, উপমুখ্যমন্ত্রী সিসোদিয়া সহ ২৩ জনকে বেকসুর খালাস দিয়েছে রাজধানীর নিম্ন আদালত।

ছোটখাটো অজুহাতে প্রক্রিয়া আটকাবেন না

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি সংক্রান্ত অভিযোগ তুলে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ফের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অভিযোগ ছিল, সমস্যা সমাধানের দায়িত্বে থাকা বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ওপর প্রভাব খাটানো হচ্ছে, প্রশিক্ষণের নামে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এমনকি কোন নথি গ্রহণ করা হবে আর কোনটি নয় তা নিয়েও হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। কিন্তু শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এই অভিযোগের ভিত্তিতে নতুন করে কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না।

প্রধান বিচারপতি কড়া সুরে রাজ্যের তরফে সওয়াল করা আইনজীবী কপিল সিবাল-কে বলেন, 'রোজ রোজ এইভাবে আদালতে আসা ঠিক নয়। আমাদের বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ওপর সন্দেহ প্রকাশ করবেন না। তাঁরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

রাজ্যকে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

ছোটখাটো অজুহাতে পুরো প্রক্রিয়া আটকে দেবেন না। বিষয়টিতে ইতি টানতে হবে। বিচারকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিন।'

বেঞ্চে উপস্থিত বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীও রাজ্যের যুক্তি খারিজ করে প্রশ্ন তোলেন, 'নির্বাচন কমিশন যদি প্রশিক্ষণ না দেয়, তাহলে নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজে যুক্ত বিচারকদের কে প্রশিক্ষণ দেবে?'

সিবাল যুক্তি দেন, কমিশন যদি নির্দেশ দেয় কোন শংসাপত্র গ্রহণযোগ্য আর কোনটি নয় তাহলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। এমনকি মহকুমাশাসকের দেওয়া ডোমিসাইল সার্টিফিকেট গ্রহণ না করার অভিযোগও তোলেন তিনি। ওইসময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী নিজে।

তবে বিচারপতি বাগচী বলেন, কমিশনের এসআইআর বিজ্ঞপ্তি ও আদালতের নির্দেশ স্পষ্ট। সেখানে শংসাপত্র নিয়ে যা বলা আছে, কমিশন তা অগ্রাহ্য করতে পারে না। তিনি আরও মন্তব্য করেন, 'এই সমস্যার সমাধানে আমরা বিচারব্যবস্থা প্রায় খালি করে দিয়েছি। এক একজন বিচারকের ওপর ভিনগ্রহের প্রাণীর মতো দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। তাঁদের প্রভাবহীনভাবে কাজ করতে দিন।'

এদিন সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনের আইনজীবীকেও নির্দেশ দেয়, যেন আপডেট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা আপলোড করা হয়।

ফের দেউলিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

লন্ডন, ২৭ ফেব্রুয়ারি : খবরটা কানে গেলে কবরে শুয়েই হয়তো হেসে ফেলতেন সিরাজ, আর চোখের জল ফেলতেন রবার্ট ক্লাইভ। যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একদিন ভারত শাসন ও শোষণ করেছিল, ১৭০ বছর পর দ্বিতীয়বার তাদের নাম উঠল দেউলিয়া সংস্থার তালিকায়। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার এই সংস্থার শাসনভার কেড়ে নিয়েছিল। দীর্ঘ বিরতির পর

২০১০ সালে ভারতীয় ব্যবসায়ী সঞ্জীব মেহতা যখন এই সংস্থার স্বত্ব কিনে চা ও খাদ্যের ব্যবসা শুরু করেন, তখন তাকে 'ঐতিহাসিক প্রতিশোধ' হিসাবে দেখা হয়েছিল। কিন্তু ঋণের বোঝা এবং কর্মচারীদের বকেয়া বেতন মেটাতে না পেরে সেই স্বপ্নও আজ ধূলিসাৎ। নীল, রেশম আর মশলার বাণিজ্যের সেই দাপট আজ কেবলই ইতিহাসের পাতায়। একসময়ের বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলা দোর্দণ্ডপ্রতাপ সংস্থার এহেন নিঃশব্দ পতন ও প্রস্থান যেন ইতিহাসের নির্মম পরিহাস।

স্থগিতাদেশ খারিজ, পদোন্নতি বিচারপতির

তিরুবনন্তপুরম, ২৭ ফেব্রুয়ারি: শেষমেশ জয় হল দর্শকের আগ্রহ ও উন্মাদনার। রাজনৈতিক বিতর্ক ও আইনি জট পেরিয়ে মুক্তির দোরগোড়ায় 'দ্য কেরালা স্টোরি ২-গোজ বিয়ন্ড'। শুক্রবার কেরালা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সিনেমাটির ওপর থেকে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ায় শুক্রবার থেকেই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল সিনেমাটি।

বিচারপতি সুশ্রুত অরবিন্দ ধর্মাধিকারী এবং বিচারপতি পিভি বালকৃষ্ণানের ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের দেওয়া ১৫ দিনের স্থগিতাদেশ বাতিল করে দেয়। প্রযোজক বিপুল অমৃতলাল শাহের আবেদনের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত জরুরি শুনানি শেষে এই রায় দেওয়া হয়।

প্রযোজকের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী নীরজ কিষান কাউল যুক্তি দেন, এই চলচ্চিত্রটি কোনওভাবেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে না। অন্যদিকে মামলাকারীরা দাবি করেছিলেন, এই সিনেমা কেরলের সম্মানহানি করতে পারে এবং এর নাম পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

দু'পক্ষের দীর্ঘ বিতর্ক শেষে আদালত সিঙ্গল বেঞ্চের আদেশে স্থগিতাদেশ জারি করে মামলাটি দু'সপ্তাহ পর শুনানির জন্য রেখেছে। এর ফলে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার থেকেই সিনেমাটি মুক্তি পেতে আর কোনও বাধা থাকছে না।

অন্যদিকে এদিনের রায়ের মাঝেই বিচারবিভাগীয় স্তরে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ খবর সামনে এসেছে। কেরালা স্টোরি মামলার বিচারপতি

জটমুক্ত 'দ্য কেরালা স্টোরি ২'

সুশ্রুত অরবিন্দ ধর্মাধিকারীকে মাদ্রাজ হাইকোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমান প্রধান বিচারপতির অবসরের পর ৬ মার্চ তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

ছবিটির মুক্তি নিয়ে এদিন মুখ খোলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। তিনি বলেন, 'মানুষের নিজের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। তবে চলতি সময়ের ঘৃণা ও উত্তেজনার পরিবেশে এমন কিছু নির্মাণ করা উচিত যা সমাজে শান্তি, ভালোবাসা ও সংহতি বজায় রাখে।'

ধনকরের বোমা

জয়পুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আচমকা উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিয়ে গোটা দেশকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন জগদীপ ধনকর। গতবছর জুলাই মাসে সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন তাঁর ওই সিদ্ধান্তের নেপথ্য কারণ কী, সেটা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে লেখা চিঠিতে স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়াকেই কারণ হিসেবে দর্শিয়েছিলেন ধনকর। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাজস্থানের চুরুতে একটি অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল বলেছেন, 'আমি যখন বলেছিলাম পদত্যাগ করছি, তখন আমি একবারও বলিনি যে আমি অসুস্থ। আমি শুধু বলেছিলাম, স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিচ্ছি আর এটা দেওয়া জরুরিও।' তাঁর পদত্যাগের নেপথ্যে অসুস্থতার জল্পনা এভাবে খারিজ করে দেওয়া নিয়ে ইতিমধ্যে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেওয়ার পর থেকে কার্যত লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান ধনকর। নতুন উপরাষ্ট্রপতির শপথে প্রকাশ্যে এসেছিলেন তিনি। ধনকরের পদত্যাগ নিয়েও শাসক-বিরোধী চাপানউতোর হয়েছিল। বিচারপতি যশবন্ত বর্মার ইমপিচমেন্ট নিয়ে রাজ্যসভায় বিরোধীদের আনা প্রস্তাব সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই গ্রহণ করেছিলেন ধনকর। তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিল কেন্দ্র।

তৃতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বেড়ে ৭.৮%

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আর্থিক বৃদ্ধির নয়া নজির গড়ল ভারত। শুক্রবার পরিসংখ্যান মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৭.৮ শতাংশ। এই উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে জিডিপি গণনার নতুন পদ্ধতি, যেখানে ভিত্তি বছর ২০১১-'১২ থেকে সরিয়ে ২০২২-'২৩ করা হয়েছে।

সরকারের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, চলতি অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির সার্বিক হার হতে পারে ৭.৬ শতাংশ, যা গত বছরের ৭.১ শতাংশের তুলনায় অনেকটা বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে বিপুল বৃদ্ধি ভারতকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অর্থনীতিবিদ মাধবী অরোরা বলেন, 'জিডিপির নতুন হারে জিএসটি ডাটা, ই-বাহন রেজিস্ট্রেশন এবং ডিজিটাল লেনদেনের মতো আধুনিক উৎসগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করায় অর্থনীতির বাস্তবসম্মত ছবিটা উঠে এসেছে।'

বর্তমানে ভারতের জিডিপি ৮৪.৫৪ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে কৃষি ও উৎপাদন ক্ষেত্রে 'ডাবল ডিফ্লেশন' পদ্ধতি ব্যবহার করায় পরিসংখ্যাগত

স্বচ্ছতা বেড়েছে। রাজকোষ ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে থাকায় সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, বৃদ্ধির এই ধারা বজায় থাকলে খুব দ্রুত জাপানকে টপকে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার পথে ভারত আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। আগামী ২৯ মে চতুর্থ ত্রৈমাসিকে গোটা বছরের চূড়ান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশিত হওয়ার কথা।

তালিবানের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' ঘোষণা পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ ও কাবুল, ২৭ ফেব্রুয়ারি : প্রতিবেশী আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এবার 'ওপেন ওয়ার'-এ নামল পাকিস্তান। শুক্রবার পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছেন, পাকিস্তানের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে । এখন থেকে আফগানিস্তানের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ চলবে। 'অপারেশন গাজাব লিল-হক' নামে এই সামরিক অভিযানে ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল, কান্দাহার এবং পাকতিয়া প্রদেশে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে পাক ফৌজ। পাকিস্তানের দাবি, তাদের হামলায় ২৭৪ জন তালিবান যোদ্ধা নিহত হয়েছে।

পাকিস্তানের অভিযোগ, খাইবারপাখতুনখোয়া সীমান্ত এলাকায় আফগান-তালিবান বাহিনী অতর্কিতে গুলিবর্ষণ করে। কামান, মর্টারের সঙ্গে ড্রোনও ব্যবহার করেছে তারা। জবাবে শুক্রবার ভোরে পাকিস্তান বিমানবাহিনী আফগানিস্তানের ভিতরে ঢুকে তালিবানের একাধিক সামরিক ঘাঁটি এবং অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করে আক্রমণ

কাবুল, কান্দাহারে বিমান হামলায় মৃত শতাধিক

- আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন গাজাব লিল-হক' শুরু পাকিস্তানের
- পাক বিমান হামলায় ১৩০ জন তালিবানের মৃত্যু। আফগানদের পালটা হামলায় ৫৫ পাক সেনা হতাহত
- সীমান্ত সংঘর্ষ এবং টিটিপি জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়া নিয়ে দু-দেশের বিবাদ
- আত্মঘাতী বাহিনী নামানোর হুঁশিয়ারি তালিবানের
- পাক বিমান হামলার নিন্দা করেছে ভারত

চালায়। পাকিস্তান সরকারের দাবি, ন্যাটো বাহিনী চলে যাওয়ার পর আফগানিস্তানকে ভারতের 'কলোনি'-তে পরিণত করেছে তালিবান এবং সেখান থেকে বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদ রপ্তানি করা হচ্ছে।

আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রক অবশ্য এই ক্ষয়ক্ষতির খবর খারিজ করে দিয়ে পালটা দাবি, তাদের অভিযানে ৫৫ জন পাক সেনা নিহত হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন সেনাকে জীবিত ধরা হয়েছে। এমনকি একটি পাক এফ-১৬ যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানোর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যদিও পাকিস্তান সেই খবর অস্বীকার করেছে। তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লা মুজাহিদ এই হামলাকে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন বলে নিন্দা করেছেন। আফগান সরকারের সহকারী মুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরতকে উদ্ধৃত করে দাবি করেছে, বেসামরিক এলাকায় পাকিস্তানের বিমান হামলার জবাব দিতে আত্মঘাতী বাহিনী নামাতে পারে তালিবান। ইতিমধ্যে নাঙ্গাহর প্রদেশে মোতায়েন একটি আত্মঘাতী ইউনিটকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। এই ইউনিটের যোদ্ধারা ডুরান্ড লাইন বরাবর পাকিস্তানি লক্ষ্যবস্তুতে সুইসাইড ভেস্ট ও গাড়ি বোমা নিয়ে হামলা চালাতে পারে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'যাবতীয় আগ্রাসন গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা পাক ফৌজের রয়েছে। গোটা দেশ সেনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে।' গোটা করাচি শহরে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে রাশিয়া ও চিন দ্রুত সংঘর্ষ বন্ধ করে আলোচনার টেবিলে ফেরার আহ্বান জানিয়েছে। এদিকে ভারতের বিদেশমন্ত্রক এই বিমান হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। নয়াদিল্লির তরফে বলা হয়েছে, রমজান মাসে সাধারণ মানুষ ও শিশুদের ওপর এই আক্রমণ অনভিপ্রেত। ভারত আরও দাবি করেছে, পাকিস্তান নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা ঢাকতে প্রতিবেশীদের ওপর দায় চাপাচ্ছে।

হোলি হ্যায় ভাই হোলি হ্যায়... জয়া ভাদুড়ি ঠাকুরসাবকে রং মাখাতে দৌড়াচ্ছেন বা বীরু বাসন্তীকে - মনে রাখবেন এঁরা কেউ বাচ্চা ছিলেন না। কিন্তু রংয়ের উৎসবে বাচ্চাদের কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন তারই উপায় জানালেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ শমীক বসু**

রং-গোলা জলে খেলা নিয়ম মেনে

হোলি রংয়ের উৎসব, আনন্দ ও মিলনের প্রতীক। রং, পিচকারি, জলবেলুন, বন্ধুদের সঙ্গে উল্লাসের জন্য শিশুদের কাছে এই উৎসব বিশেষ আকর্ষণীয়। তবে আনন্দের মাঝেও কিছু স্বাস্থ্যঝুঁকি ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করে ত্বক, চোখ, শ্বাসনালি ও কান সংক্রান্ত সমস্যা, অ্যালার্জি, পড়ে যাওয়া বা আঘাতের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। তাই শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অভিভাবকদের সচেতন ও প্রস্তুত থাকা জরুরি। নীচে শিশু ও অভিভাবকদের জন্য কী করবেন এবং কী করবেন না তা বিস্তারিত তুলে ধরা হল।

হোলির আগে প্রস্তুতি

কী করবেন

■ **প্রাকৃতিক বা হার্বাল রং ব্যবহার করুন :** রাসায়নিকযুক্ত উজ্জ্বল রং থেকে ত্বক ও চোখে জ্বালা, অ্যালার্জি ও র‍্যাশ হতে পারে। বিশ্বাসযোগ্য উৎস থেকে হার্বাল রং সংগ্রহ করুন।

■ **ত্বকে তেল বা ময়েশ্চারাইজার লাগান :** খেলার আগে নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল ত্বক ও চুলে লাগালে রং সহজে উঠে যায় এবং ত্বক শুষ্ক হয় না।

■ **পুরো হাত-পা ঢাকা পোশাক পরান :** ফুলহাতা জামা ও লম্বা প্যান্ট ত্বককে সুরক্ষিত রাখে। সুতির পোশাক সবচেয়ে ভালো।

■ **সানগ্লাস ব্যবহার :** রং ও জল থেকে চোখ রক্ষা করতে শিশুদের সানগ্লাস পরানো যেতে পারে।

■ **নখ ছোট করে কেটে রাখুন :** নখ কাটা থাকলে রং জমে সংক্রমণের ঝুঁকি কমে।

■ **অ্যালার্জি বা অ্যাজমা থাকলে বিশেষ সতর্কতা :** আগে থেকে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং ইনহেলার বা প্রয়োজনীয় ওষুধ হাতের কাছে রাখুন।

কী করবেন না

■ অজানা বা রাস্তার রং ব্যবহার করবেন না।

■ শিশুকে একা বাইরে খেলতে পাঠাবেন না।

■ জলবেলুন দিয়ে মারামারি করতে উৎসাহ দেবেন না। এতে চোখ বা মাথায় গুরুতর আঘাত লাগতে পারে।

খেলার সময় সতর্কতা

কী করবেন

■ প্রাপ্তবয়স্কদের তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করুন। ছোট শিশুদের সবসময় নজরে রাখুন।

■ শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে খেলার ব্যবস্থা করুন। ভিড় এড়িয়ে চলুন।

■ পর্যাপ্ত জল খাওয়ান। গরমে ডিহাইড্রেশন হতে পারে।

■ চোখে রং ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

■ ত্বকে জ্বালা হলে খেলা বন্ধ করুন। সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কী করবেন না

■ কারও মুখে জোর করে রং লাগাবেন না।

■ মুখ, চোখ, নাক ও কানে রং ঢোকানো থেকে বিরত থাকুন।

■ বৈদ্যুতিক তার বা ট্রান্সফরমারের কাছে জল নিয়ে খেলবেন না।

■ পিচ্ছিল জায়গায় দৌড়ঝাঁপ করবেন না। পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

খেলার পর যত্ন

কী করবেন

■ অতিরিক্ত ঘষাঘষির বদলে মৃদু সাবান ও কুসুম গরম জলে স্নান করান।

■ ময়েশ্চারাইজার লাগান। ত্বক শুষ্ক হয়ে গেলে চুলকানি হতে পারে।

■ চোখ লাল হলে বা ফুলে গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

■ কান বা নাকে রং ঢুকলে নিজে কিছু ঢোকানোর চেষ্টা না করে প্রয়োজনে ডাক্তারবাবুর মতামত নিন।

কী করবেন না

■ কেরোসিন বা অন্য কোনও রাসায়নিক দিয়ে রং তুলবেন না। এতে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে।

■ অ্যালার্জির লক্ষণ (র‍্যাশ, শ্বাসকষ্ট, বমি) অবহেলা করবেন না।

বিশেষ সতর্কতা

■ ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে ড্রাই কালার (গুঁড়ো রং)-এর ব্যবহার কমানো ভালো।

■ অ্যাজমা বা ত্বকের রোগ (এগজিমা) থাকলে হোলি সীমিত পরিসরে খেলতে দিন।

■ অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়িয়ে চলুন।

হোলি আনন্দের উৎসব। তবে শিশুদের নিরাপত্তা ও সুস্থতা সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক প্রস্তুতি, সচেতনতা এবং অভিভাবকদের সক্রিয় তত্ত্বাবধান থাকলে হোলি হতে পারে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আনন্দময়। মনে রাখতে হবে, উৎসবের রং যেন শিশুর হাসি ও স্বাস্থ্যের ওপর কোনও নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে। সচেতন হোন, নিরাপদে খেলুন এবং আনন্দে কাটুক সবার হোলি।

সবচেয়ে বড় কথা কাউকে জোর করে রং মাখাবেন না। নিজেরা নেশা করবেন না বা নেশা করে বাচ্চাদের কাছে যাবেন না। বাচ্চারা যেন আপনাদের কাছ থেকে উৎসবের দিনে খারাপ কিছু না শেখে। নিজ ব্যবহারে রাঙিয়ে তুলুন নিজেকে ও সমাজকে।

সেহরিতে যা খেতে পারেন

বিভিন্ন ডিটক্স ওয়াটার বা জলে ভেজানো বেসিল সিডস বা চিয়া সিডস খেতে পারেন। সঙ্গে রাখতে পারেন ভেজানো ড্রাই ফ্রুটস যেমন আমন্ড, আখরোট, খেজুর ইত্যাদি আর সঙ্গে যে কোনও একটা গোটা ফল। এরপর কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবারের পাশাপাশি অবশ্যই ফাইবারযুক্ত খাবার খেতে হবে যা পেটকে অনেকক্ষণ ভরা রাখতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে আটা/রাগি/জোয়ার বা বাজরার রুটির সঙ্গে একবাটি মিক্সড সবজি এবং সেদ্ধ ডিম খেতে পারেন। এছাড়া ওটসের স্মুদি বা ডালিয়ার খিচুড়ি খাওয়া যেতে পারে।

ইফতারে যা খেতে পারেন

খেজুর দিয়ে রোজা ভাঙুন। তারপর এক গ্লাস জল, ডাবের জল, শরবত বা ছাঁচ খেতে পারেন, যা শরীরে সারাদিনের জলের চাহিদা পূরণ করবে। সঙ্গে রাখুন স্যালাড বা ছোলা সেদ্ধ। এরপর এক বাটি ভাত অথবা ২-৩টি আটার রুটি, একবাটি সবজি, মাছ/চিকেন/পনির বা ঘরে বানানো বিরিয়ানিও খাওয়া যেতে পারে। তবে অত্যধিক ভাজা খাবার এড়িয়ে চলা ভালো। কারণ, এগুলি গ্যাস বা অ্যাসিডিটির সমস্যা তৈরি করতে পারে। ডিনার রাত ৯টার মধ্যে করে নিতে হবে।

রমজান মাসেও ওজন থাকুক নিয়ন্ত্রণে

ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে রমজান। এই সময় অনেকেই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস করেন। সেক্ষেত্রে সেহরি ও ইফতারের সময় প্লেটে এমন খাবার রাখা উচিত যাতে শরীর সুস্থ এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। লিখেছেন পুষ্টিবিদ **দীপিকা ব্যানার্জি**

সিস্টিক ফাইব্রোসিস

বছরের বিভিন্ন সময়ে শুকনো কাশিতে অনেকেই ভুগে থাকেন। একটানা এমন কাশি হতে থাকে যে ওষুধেও সারে না। সেক্ষেত্রে অবহেলা না করে টেস্ট করিয়ে নেওয়া উচিত। কারণ শুধু ঠান্ডা লাগা নয় বরং অনবরত কাশির জন্য সিস্টিক ফাইব্রোসিস দায়ী হতে পারে। সিস্টিক ফাইব্রোসিস একটি বংশগত রোগ।

এটি ফুসফুসের ক্ষতি তো করেই, সেইসঙ্গে সেইসব কোষকে প্রভাবিত করে যারা মিউকাস, ঘাম ও পাচক রস উৎপন্ন করে, যা সাধারণত পাতলা ও পিচ্ছিল হয়। কিন্তু যাঁদের সিস্টিক ফাইব্রোসিস রয়েছে তাঁদের ত্রুটিপূর্ণ জিনের কারণে মিউকাস অত্যন্ত আঠালো ও ঘন হয়, যা ফুসফুস ও অগ্ন্যাশয়ের নালিগুলিকে অবরুদ্ধ করে দেয়।

লক্ষণ

শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে লক্ষণ একেকরকম হতে পারে। সাধারণ লক্ষণের মধ্যে রয়েছে –

■ অনবরত কাশি, ব্রংকাইটিস

■ হাঁটাচলা করা, দৌড়ানো, সিঁড়ি ভাঙার সময় শ্বাসকষ্ট হতে পারে

■ বারবার ফুসফুসে সংক্রমণ

■ সেভাবে ওজন না বাড়া বা শারীরিক বিকাশ না হওয়া

■ সাইনাসের সমস্যা

■ চর্বিযুক্ত মল ও পেটে ব্যথা

■ পুরুষদের বন্ধ্যাত্ব এবং মহিলাদের মধ্যে প্রজননক্ষমতা কমে যাওয়া

■ শরীরে ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতা

■ পুষ্টিগত ঘাটতির কারণে আঙুলের ডগা ফুলে যাওয়া ও ত্বকে পরিবর্তন

■ এগুলো ছাড়াও প্রাপ্তবয়স্কদের প্যানক্রিয়াটিস, লিভার ডিজিজ, কিডনিতে পাথর, অ্যানিমিয়া বা অস্টিওপোরোসিস হতে পারে।

কাদের হতে পারে

আগেই বলা হয়েছে রোগটা বংশগত, তাই বাবা-মায়ের এই রোগ থাকলে বাচ্চারও হতে পারে। এটা সিস্টিক ফাইব্রোসিস অটোসোমাল রিসেসিভ (এআর)

ইনহেরিটেড ডিজিজ। আমাদের সিএফটিআর নামক জিন রয়েছে। এই জিনে বিভিন্নরকম মিউটেশনের কারণেই এই রোগের সূত্রপাত। যদি পরিবারে কোনও একজনের এই রোগ থাকে তাহলে পরিবারের অন্য সদস্যরাও এতে আক্রান্ত হতে পারেন বা বাহক হতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রোগের ক্ষেত্রে ফুসফুসের বায়ুথলিগুলি আকারে বড় হয়ে যায়। শ্লেষ্মায় একবার জীবাণুর সংক্রমণ হলে সহজে নিরাময় হয় না, ঘনঘন ব্রংকিওলাইটিস বা নিউমোনিয়া হয় এবং ফুসফুসের ক্ষতি হয়। শিশুর একবার এই রোগ হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

রোগ নির্ণয়

রোগটি সাধারণত জেনেটিক স্টাডির মাধ্যমে বা সোয়েট ক্লোরাইড টেস্টের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় বলে জানিয়েছেন কোচির কনসালট্যান্ট পালমনোলজিস্ট ডাঃ এলিজাবেথ সুনীলা। ঘামে ক্লোরাইডের মাত্রা ৬০ এমএমওএল/এল হলে শিশুটি সিস্টিক ফাইব্রোসিসে আক্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। জেনেটিক পরীক্ষার মাধ্যমে জিনের ত্রুটি শনাক্ত করে রোগটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

চিকিৎসা

এই রোগের জন্য আজীবন বহুমুখী যত্ন প্রয়োজন। যেমন, ফুসফুসে সংক্রমণের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস সহজে নেওয়ার জন্য ব্রংকোডিলেটর্স দেওয়া হয়। মিউকাস পরিষ্কার করতে চেস্ট ফিজিওথেরাপি করা হয়। প্রয়োজন হলে অক্সিজেন থেরাপি বা নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন দিতে হয়। এছাড়া সিএফটিআর মডিউলেটর থেরাপি দিতে হয়। সেইসঙ্গে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামাটরি ড্রাগস, প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমস, হাইপারটনিক স্যালাইনও দেওয়া হয়ে থাকে। এই রোগে সারাজীবন ওষুধ খাওয়া ও ফলো আপের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

ছোটদের যেভাবে সাবধানে রাখবেন

■ সময় থাকতে নিউমোনিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা নিয়ে রাখলে ভালো হয়।

■ শিশুর সামনে ধূমপান এড়িয়ে চলুন। বাইরের ধুলোবালি থেকেও সাবধানে রাখুন খুদেকে।

■ নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম করাতে পারেন।

■ সিস্টিক ফাইব্রোসিস ধরা পড়লে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- health.uttarbanga@gmail.com

ফেব্রুয়ারি মাসের বিষয় : ঘোরাঘুরির গল্প (ট্রাভেল ফোটোগ্রাফি)

পূর্ব সিকিম

প্রথম : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫ডি মার্ক৪

তাদোবা আন্ধেরী টাইগার রিজার্ভ, মহারাষ্ট্র

দ্বিতীয় : ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৭ডি মার্ক২

থর মরুভূমি, রাজস্থান

তৃতীয় : সুমন চক্রবর্তী
(আনন্দপাড়া, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫ডি মার্ক৩

কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান, অসম

চতুর্থ : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫

বেতাব ভ্যালি, জম্মু-কাশ্মীর

পঞ্চম : নীহাররঞ্জন সরকার
(ধলদিঘি, গঙ্গারামপুর) ক্যানন ইওএস আর৬

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, আলিপুরদুয়ার

ষষ্ঠ : জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
(আমবাড়ি-ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৭৭ডি

রামেশ্বরম, তামিলনাড়ু

সপ্তম : অনুভব দে
(মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫০

কোচবিহার রাজবাড়ি

অষ্টম : অনুপম চৌধুরী
(ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার জংশন) নিকন জেড৫০

চিত্র চরিত্র

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

কোহিনুর কর, নীলাঞ্জন প্রামাণিক, অনুশ্রী সরকার, পিনাকীরঞ্জন পাল, ঝংকৃতা বসাক, উদয়ন মজুমদার, সত্যনারায়ণ হাজরা, কোয়েল চৌধুরী, সুবীর বর্মন, জয়দীপ পাল, অমিতাভ সাহা, প্রীতম দে, শ্যামল চাকি, দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়, অভিরূপ ভট্টাচার্য, সুশান্তকুমার দাস, মধুমিতা দাস, অর্পিতা গোপ, পারিজাত প্রসূন পাল, সিদ্ধান্ত শূর রায়, সৌমী দত্ত, বনশ্রী বাড়ুই, আধ্যাত্ম সরকার, প্রত্যয় রায়, জয়াশিস বণিক, গৌরব বিশ্বাস, উদয় সাহা ও অভিজিৎ পাল।

রামশাই, জলপাইগুড়ি

নবম : মানালি ঘোষ
(অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৫৬০০

ক্যাম্পাস-কাহিনী

কলেজের খবর ‘বার্তাবন্ধু’র পাতায়

মালদা কলেজের বিভিন্ন বিভাগ, সমিতি দ্বারা আয়োজিত নানা শিক্ষামূলক, সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ড, ইত্যাদি খবর মিলবে ‘বার্তাবন্ধু’র পাতায়। সম্প্রতি কলেজের নিউজলেটার ‘বার্তাবন্ধু’র পঞ্চম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য, মালদা কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য প্রমুখ।

২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে সেবছর ডিসেম্বর পর্যন্ত কলেজে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের খবর রয়েছে ‘বার্তাবন্ধু’-তে। বইটিতে শিক্ষকদের ছয়টি লেখার পাশাপাশি ১৭ জন শিক্ষার্থীর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। ‘অ্যালামনাই কর্নার’ সেকশনে জায়গা পেয়েছে কলেজেরই প্রাক্তনীদের দুটি লেখা এবং তাঁদের কার্যকলাপ।

‘কলেজ টপার-২০২৫’ সেকশনে কলেজের ২২টি বিভাগের (তিন বছরের স্নাতক সাম্মানিক ও সাধারণ) এবং কলেজের তিনটি স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারীর সাফল্যের তথ্য দেওয়া হয়েছে। যা বাকি পড়ুয়াদের অনুপ্রাণিত করবে বলে মত কলেজ কর্তৃপক্ষের।

শিক্ষার্থীদের সাফল্যের খবরের পাশাপাশি কলেজের শিক্ষকদের সাফল্যের খবরও রয়েছে ‘বার্তাবন্ধু’র পাতায়। ‘বার্তাবন্ধু’র সম্পাদক ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী, অভ্যন্তরীণ মূল্যমান নির্ধারক সমিতির সমন্বায়ক ডঃ নারায়ণচন্দ্র সাউ, শিক্ষক সমিতির সম্পাদক পীযূষকান্তি সাহা সহ কলেজের শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষার্থীরাও অংশ নিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন আরাত্রিকা রায়।

নাট্য কর্মশালা ও ভোট সচেতনতা

গাজোল মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে জাতীয় ভোটার দিবস ও নাট্য কর্মশালা উপলক্ষ্যে আলোচনা শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি শুরু হয় পড়ুয়াদের নিয়ে নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিষাণ নাট্য সংস্থার নাট্য পরিচালক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও বিপ্লবকুমার বিশ্বাস, গাজোল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মনোজকুমার ভোজ সহ বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকরা। জাতীয় ভোটার দিবস সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন বিডিও। গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হিসেবে ভোটাধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরেন পড়ুয়াদের সামনে।

সেইসঙ্গে কলেজের উদ্যোগে নাট্যশিল্পের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক নিয়েও বিশেষ ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ‘ড্রামা অ্যাজ আ পারফরমিং আর্টস’ শীর্ষক এই কর্মসূচিটি চলেছে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। কর্মসূচিটি পরিচালনা করেছে কলকাতার মানিকতলা আখড়ো থিয়েটার। নাট্যশিল্পের ইতিহাস, অভিনয় কৌশল, শরীরী ভাষা, কণ্ঠস্বর প্রয়োগ, মঞ্চায়ন, নাট্যপাঠ ও সমসাময়িক নাট্যভাবনার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেন। পঞ্চম সিমেস্টারের পড়ুয়া শুভ সরকার, হরিপদ রাজবংশীরা দুই কর্মশালাতেই অংশ নিয়েছিলেন। শুভর কথায়, ‘ভোটারদের অধিকার কী এবং দেশের গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব কতটা আমাদের ওপর বর্তায়, সে বিষয়ে অনেক কিছু জানলাম, বুঝতে পারলাম।’ হরিপদ আবার নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নিতে পেরে খুশি। তিনি বললেন, ‘নতুন অধ্যক্ষ মনোজ স্যর আসার পর কলেজে মাঝেমধ্যেই সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। নাটকের বিভিন্ন দিকের কথা জানতে পেরে ভালো লেগেছে।’

নাট্য পরিচালক তাপসের মতে, নাটক কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি সমাজকে বোঝার এবং সমাজ পরিবর্তনের এক শক্তিশালী শিল্পরূপ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে নাট্যচর্চার ভূমিকা অপরিসীম। পড়ুয়াদের মধ্যে এইসব গুণের সঞ্চার ঘটাতে এই আয়োজন।

কলেজের অধ্যক্ষ বললেন, ‘গাজোল মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালাতে অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতে-কলমে নাট্যাভিনয় ও দলগত কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।’

শতবর্ষে স্মৃতিচারণা

কুশমণ্ডি হাইস্কুল

সৌরভ রায়

ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশ শাসন চলছে। অবিভক্ত দিনাজপুরে তখন কুশমণ্ডি একটা বড় গ্রাম। কিন্তু সন্ধে হলেই সমস্ত জনপদ ডুবে যেত অন্ধকারে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই উত্তাল সময়ে কৃষিপ্রধান কুশমণ্ডিতে শিক্ষার আলো জ্বালাতে উদ্যোগী হন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু মানুষ। ১৯২৭ সালের ১২ জানুয়ারি পথ চলা শুরু হয় কুশমণ্ডি হাইস্কুলের। ২০২৬ সালের ১২ জানুয়ারি শতবর্ষে পা রাখল কুশমণ্ডি হাইস্কুল। মাটির ঘরে শুরু হয়েছিল পঠনপাঠন। পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। বর্তমানে এই স্কুলে পড়ুয়া প্রায় ৩০০০।

১২ জানুয়ারি সকালে বর্ণাঢ্য ট্যাবলো সহ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। স্কুলের বর্তমান পড়ুয়াদের পাশাপাশি প্রাক্তনীরাও এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। ৩ দিনব্যাপী শতবর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠান হয়। রবীন্দ্র-নজরুল মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা ও সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক সুব্রহ্মণিয়ান টি। দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিকেল থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। একক ও সমবেত নৃত্য, আবৃত্তি এবং প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের শেষে স্কুলের বর্তমান পড়ুয়াদের নিয়ে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র তপন মজুমদারের নির্দেশনায় নাটক ‘পালা বদল’ দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। এই নাটকের মাধব চরিত্রে আয়ান আহমেদ এবং গোঁসাই চরিত্রে দ্বৈপায়ন গোস্বামীর অভিনয় দর্শকদের মন জয় করেছে।

দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই বর্তমান ছাত্রীরা প্রাক্তনীদের বরণ করে নেয়। শুরু হয় স্মৃতিচারণা। এই স্কুলের প্রাক্তনী ৮৫ বছরের গৌরাঙ্গ রাউত নাতির হাত ধরে হাইস্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ওই পশ্চিমে একটামাত্র পাকা ঘর ছিল। আর সব টিনের বেড়া দেওয়া ক্লাসরুম।’ স্কুল থেকে টিফিন পিরিয়ডে তাল কুড়িয়ে আনা, পেয়ারা চুরির গল্প শোনালেন

প্রাক্তনী প্রসেনজিৎ ঘোষ। দীর্ঘ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করা গোবিন্দকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কড়া শাসন এবং স্নেহপূর্ণ আচরণের কথা বলেছেন অম্বরীশ সরকার। সংগীত পরিবেশন করেন মিন্টু বোস, অন্তলিনা রাউত। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সুপ্রিয়া রাউত, প্রসেনজিৎ ঘোষ এবং বর্তমান বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি অভিজিৎ ঘোষ। রিশা ভৌমিক , সুস্মিতা ঝাঁ, পারমিতা সরকার ও প্রীতি সরকারের সমবেত নৃত্য প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন সমাবেশে উৎসবের আবহ তৈরি করে। পাশাপাশি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুষ্প ও চিত্র প্রদর্শনী ভিন্ন মাত্রা যোগ করে শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য ও সংগীত উপস্থাপন করেন। সেমিনার দিয়ে তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল ‘আমাদের জেলার ইতিহাস’। গবেষক সমিত ঘোষ ও কৌশিক বিশ্বাসের গবেষণালব্ধ তথ্য উপস্থাপনে উপস্থিত সকলে সমৃদ্ধ হন। বিকেলে পড়ুয়াদের পড়াশোনা এবং খেলাধুলোর জন্য পুরস্কার তুলে দেন শিক্ষকরা।

এরপর বহিরাগত শিল্পীরা আধুনিক নৃত্য পরিবেশন করেন। কালিয়াগঞ্জ যাত্রিক নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় ‘বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে’ নাটকের মধ্যে দিয়ে শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান শেষ হয়। দেশের জন্য বিপ্লবী যতীন দাসের আত্মত্যাগের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে নাট্যকার ও নির্মাতা শুভাশিস চক্রবর্তীর পরিচালনা দীর্ঘদিন মনে থাকবে দর্শকদের।

সপ্তম শ্রেণির দেবার্ণব রাউত বলে, ‘স্কুলের ১০০ বছর উদযাপনের এই অনুষ্ঠান আমার সারাজীবন মনে থাকবে।’ দশম শ্রেণির পড়ুয়া বিজয়লক্ষ্মী দত্ত বলে, ‘এই অনুষ্ঠান আয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের। কীভাবে যে তিনটি দিন কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। এই আনন্দ ভাষায় ব্যাখ্যা করা যাবে না।’

স্কুলের টিচার ইনচার্জ ফিরোজ আহমেদ বলেন, ‘সারাবছর ধরে নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আগামী বছর শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে।’ বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘ছাত্রছাত্রীদের ডিজিটাল অ্যাটেনড্যান্স থেকে স্মার্ট ক্লাসরুমে ডিজিটাল বোর্ডে পড়াশোনার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু স্কুলে জেনারেটর নেই বলে লোডশেডিং হলে স্মার্টক্লাস এবং ডিজিটাল অ্যাটেনড্যান্স পরিষেবা ব্যাহত হয়। সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের টাকা পাওয়া যায় না বলে কখনো-কখনো পুরোনো ক্লাসরুমের পলেস্তারা খসে পড়ে শিক্ষক ও পড়ুয়াদের গায়ে। পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই স্কুলে। ছাত্রী আবাসের এক্সটেনশন হচ্ছে না বলে বহু ছাত্রী অষ্টম শ্রেণির পরে আর পড়াশোনা করতে পারছে না। স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে নাবালিকাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রবণতাও। তবে আশা করি মানুষের শুভবুদ্ধি এবং শিক্ষকদের পরিশ্রমকে পাথেয় করে আরও অনেক দূর এগোবে এই স্কুল।’

আবিরের রঙে পড়ুয়াদের বসন্ত উৎসব

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। কোকিলের ডাক, পলাশ-শিমুল জানান দিচ্ছে শীতকে বিদায় জানিয়ে বসন্ত চলে এসেছে। বসন্তের রঙে বৃহস্পতিবার নিজেদের রাঙিয়ে নিয়েছে চ্যাংরাবান্ধা পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুল ও পানিশালা স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। বাদ পড়েনি ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রাক্তনী ও অভিভাবকরাও। চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৫ পানিশালা মাঝির বাড়ি এলাকার এই দুটি বিদ্যালয়ে বরাবর সব উৎসব একসঙ্গে উদযাপন করা হয়। এবারের বসন্ত উৎসবেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

প্রথমে সকলে মিলে শোভাযাত্রায় বের হয়। ফুল ছিটিয়ে স্কুলের মাঠ পরিক্রমা করে ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর দুই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বিভিন্ন গান ও নাচ পরিবেশন করে। এর মাঝে দুই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও

তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে পড়ুয়া থেকে শিক্ষকরা একে অপরকে আবিরের রঙে রাঙিয়ে দেয়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা নিজেদের মধ্যে আড্ডায় মেতে ওঠেন।

অনুষ্ঠান শেষে মিড-ডে মিলের মেনুতেও ছিল চমক। ভাত, ডাল, পাঁপড় ভাজা, মুরগির মাংস, চাটনি সহযোগে দুই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা একসঙ্গে মাঠে খাওয়াদাওয়া করে। মাঠে যেন চড়ুইভাতির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

পানিশালা স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘বিভিন্ন উৎসব এই দুটি স্কুলের পড়ুয়ারা একসঙ্গে মিলে পালন করে। সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়াও হয়েছে।’

এই অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় এক মাস ধরে পড়ুয়াদের নাচের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করেছেন পানিশালা স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সন্ধ্যা বৈদ্য ও পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষিকা লাবণি পাল। অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সঞ্চালনার মাঝে লাবণি বলেন, ‘এতদিনের পরিশ্রম আজ সার্থক হল। বর্তমানের পাশাপাশি প্রাক্তনীরাও আমাদের উৎসবে শামিল হওয়ায় অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা যোগ হয়েছে।’

বাদল স্মরণে নাটকের হাতেখড়ি

সৌকর্য সোম

তথ্যচিত্র দেখা, নানা থিয়েটার গেম খেলা, বাদল সরকারের নাট্যভাবনা নিয়ে মতামত, পরীক্ষা, স্যরদের কথা। সব শেষে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ ও ‘ভোমা’ নাটকের ছোট্ট অংশ অভিনয় করে দেখানো। দু’দিনের কর্মশালার শেষে থিয়েটারকে ছুঁয়ে যে কতটা অন্যরকম ভালো থাকা যায়, তার উজ্জ্বল উপলব্ধি ছিল প্রত্যেকের চোখে-মুখে।

বাদল সরকারের জন্মশতবর্ষে, তাঁর নাট্যভাবনা এবং নাট্যশৈলীর বিভিন্ন দিকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে এক নাট্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আয়োজনে প্রথম সিমেস্টারের পড়ুয়াদের নিয়ে দু’দিনের একটি নাট্য কর্মশালা পরিচালনা করেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সমীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বাংলা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুনিমা ঘোষ এবং অধ্যাপক অচিন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ‘‘বাংলা বিভাগের আমন্ত্রণে দু’দিন ধরে নাট্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। পড়ুয়াদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হয়। বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ ও ‘ভোমা’ নাটকের ছোট্ট দুটি অংশ ছাত্রছাত্রীরা অভিনয় করেন। প্রচুর পরিশ্রম হল, কিন্তু বেশ কাটল দুটো দিন।’’

এই অন্য ধরনের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন পড়ুয়া দেবাদৃতা পাল। তাঁর বক্তব্য, ‘নাট্য কর্মশালার এই অভিজ্ঞতা আমার প্রথম। চারটে দলে বিভক্ত হয়ে এই নাটক অভিনয় করতে বলা হয়। আমরা সকলে দু’ঘণ্টা অনুশীলন করেই নাটক মঞ্চস্থ করি। আমি মনে করি, এই কর্মসূচি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথে অনেক সাহায্য করবে।’

একই কথা বললেন প্রথম সিমেস্টারের পড়ুয়া অরুণ সাহানিও। তাঁর কথায়, ‘বাদল সরকারের নাট্যভাবনা ও থিয়েটার দর্শন নিয়ে আয়োজিত এই দু’দিনের নাট্য কর্মশালা আমাদের জন্য ছিল এক গভীর ও শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা। তাঁর ‘থার্ড থিয়েটার’ ধারণা, মঞ্চনির্ভরতা ভেঙে দর্শক-অভিনেতার সরাসরি সংযোগ এবং সমাজবাস্তবতার প্রতি দায়বদ্ধতা, সবকিছুই হাতেকলমে বুঝে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন স্যররা। কর্মশালায় শরীরচর্চা, ভয়েস ট্রেনিং, ইম্প্রোভাইজেশন ও দলগত অভিনয়ের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আমরা উপলব্ধি করেছি কীভাবে নাটক শুধুমাত্র বিনোদন নয় বরং সমাজ পরিবর্তনের এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।’ বাদল সরকারের নাটকে সাধারণ মানুষের জীবন, সংকট ও প্রতিবাদ যেভাবে উঠে আসে, তা তাঁদের অভিনয় ভাবনাকে আরও মানবিক ও সচেতন করেছে, এমনটাই জানালেন পড়ুয়ারা।

বইয়ের পাতা ছেড়ে সবুজ সফরে

পাঠ্যবই ছেড়ে একদিন যদি সবুজে মোড়া পরিবেশে ক্লাস হয় তবে মন্দ হয় না। আর এই ভাবনা থেকেই পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ ও পরিবেশ দপ্তরের সহযোগিতায় ৩০ জানুয়ারি দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের একাদশের বিজ্ঞান বিভাগের প্রায় ৫০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়া ও জয়ন্তীতে।

সেখানে বক্সা জঙ্গলের রঙিন জীববৈচিত্র্যের গল্প ভেসে ওঠে রাজাভাতখাওয়া এনআইসি-তে প্রোজেক্টরের পর্দায়। অফিসকর্মী মৃন্ময় দত্ত রায়ের উপস্থাপনায় জঙ্গল যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে ছাত্রছাত্রীদের সামনে। সঙ্গে প্রজাপতি পার্কে গাইড শিক্ষক তমোঘ্ন সেনগুপ্তর হাত ধরে প্রজাপতির জীবনচক্র দেখা ছিল আরেক অনন্য অভিজ্ঞতা।

ওই ভ্রমণ ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরও বাড়িয়েছে বলে মনে করছেন স্কুলের শিক্ষক গোপালচন্দ্র পাল। দিনহাটা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উত্তমকুমার দে’র কথায়, ‘শ্রেণিকক্ষের বাইরে এধরনের শিক্ষামূলক ভ্রমণই প্রকৃত শিক্ষার পরিধি বাড়ায়। প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি পরিচয় ছাত্রছাত্রীদের মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে।’

পতিরাম যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজের ইংরেজি বিভাগ ও এনএসএস ইউনিট-১-এর উদ্যোগে পতিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচদিনব্যাপী একটি কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম সফলভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কলেজের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত পাঠদান করছেন। গল্প বলা, মজার খেলার ছলে পড়ার বিভিন্ন কৌশল শেখানো এবং টেন্স বা কাল অনুযায়ী শব্দ গঠনের মতো বিষয়গুলো সহজ ও আনন্দদায়কভাবে শেখানো হয়।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ এবং সাহিত্য আকাদেমি আয়োজন করেছিল একদিবসীয় সংস্কৃত সাহিত্যে অনুবাদ পরম্পরা বিষয়ক সম্মেলন। প্রায় শতাধিক পড়ুয়া, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, অধ্যাপকরা অংশ নিয়েছিলেন। অনলাইন ও অফলাইন মিলিয়ে প্রায় ৩০ জন তাঁদের প্রস্তাবিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ শুভ্রজিৎ সেন ও অধ্যাপিকা ডঃ হুসনা পারভিন।

সেমিনারে জনজাতির কথা

ইতিহাস মানে শুধু অতীতচর্চা নয়, বর্তমানকে বোঝারও চাবিকাঠি- এই বার্তাকেই সামনে রেখে আলিপুরদুয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছে একদিনের জাতীয় সেমিনার। কলকাতার বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতির সহযোগিতায় ও আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ কলেজের ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত ওই আলোচনা সভায় মূলত জনজাতির ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থার কথা উঠে আসে। সেমিনারের সূচনা করেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সৃজিত দাস। তিনি বলেন, ‘জাতীয় স্তরের এধরনের আলোচনা শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী মানসিকতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশাবাদী।’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ। ছিলেন পরিচালন সমিতির সভাপতি ভাস্কর মজুমদার, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মাধবচন্দ্র অধিকারী, আলিপুরদুয়ারের বিবেকানন্দ কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান শেলী দাস সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের গবেষকরা। দিনভর আলোচনায় উঠে আসে ভারতের সংহতি প্রক্রিয়ায় জনজাতি সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা, ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট, সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির নানা দিক। প্রবন্ধ উপস্থাপনা ও প্রাণবন্ত মতবিনিময়ে কলেজ প্রাঙ্গণ যেন একদিনের জন্য জাতীয় বৌদ্ধিক মঞ্চে পরিণত হয়।

সেমিনারে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মতো। ষষ্ঠ সিমেস্টারের ছাত্র অভ্রজ্যোতি পান্নার কথায়, ‘উপজাতি সমাজের ইতিহাস নিয়ে এত বিশদ আলোচনা আগে কখনও শুনিনি। গবেষণার আগ্রহ অনেক বেড়ে গেল।’ দ্বিতীয় সিমেস্টারের ছাত্র জিৎ সূত্রধর মনে করেন, ‘জাতীয় স্তরের অধ্যাপকদের সরাসরি বক্তব্য শোনা সত্যিই বড় অভিজ্ঞতা।’ আবার বইয়ের বাইরেও ইতিহাসকে নতুনভাবে ভাবতে শিখলাম বলছেন দ্বিতীয় সিমেস্টারের ছাত্র কুণাল শীল। অনুষ্ঠানের কনভেনার অধ্যাপক ডঃ বাপ্পা মোহন্ত বলেন, ‘ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক স্তরের সেমিনার আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে। একদিনের এই আয়োজন আবারও প্রমাণ করল ক্যাম্পাস কেবল পাঠদানের স্থান নয়, মনন ও গবেষণারও এক উজ্জ্বল কেন্দ্র।’

ছোট্ট তারা

নির্মলা কনভেন্ট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির পৃথিকা সাহা পড়াশোনার সঙ্গে দাবায় পটু।

KOSMODEN
Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

তারা সুন্দরী

উনিশ শতকের বাংলার প্রবাদপ্রতিম অভিনেত্রী তারা সুন্দরীর জীবননাট্যে মঞ্চজুড়ে গার্গী রায়চৌধুরী। শুক্রবার দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গ সংবাদের আয়োজনে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এক ঝলক দর্শক আসনেও।

লোপামুদ্রা তালুকদার।

সুশান্ত পাল।

সূত্রধর।

সুশান্ত পাল।

লোপামুদ্রা তালুকদার।

রাজনীতির রং ভুলে বিচার দাবি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : এক কিশোরীর মৃত্যু। আর সেই মৃত্যুর পিছনে গাফিলতির অভিযোগ এনে প্রতিবাদ মিছিল। সেই মিছিলই মিলিয়ে দিল যুযুধান চার রাজনৈতিক দলের তরুণ প্রজন্মের নেতাদের। বিচারের দাবিতে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি মানিক আরোরা ও যুব মোর্চার শিলিগুড়ি বিভাগের ইনচার্জ অনিকেত দাসের সঙ্গে পা মেলালেন তৃণমূলের জেলাস্তরীয় নেতা জেপি কানোডিয়া। সঙ্গ দিলেন জেলার যুব কংগ্রেস সভাপতি শাহনাওয়াজ হুসেন ও ডিওয়াইএফআই-এর জেলা কমিটির সদস্য বুলেট সিং। শুক্রবার সন্ধ্যায় এই দৃশ্যই দেখলেন শিলিগুড়িবাসী।

প্রতিবাদ মিছিলে চার দলের নেতারা। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

যে কিশোরীর মৃত্যুকে ঘিরে এই মিছিল, তার মৃত্যু হয়েছে গত জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে। ওই কিশোরীর বাবা রবি সিং সেদিনের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি বলছিলেন, 'আমি ক্যানসার আক্রান্ত। বছর দেড়েক আগে চিকিৎসা করাতে গিয়ে আমার প্রায় বারো লক্ষ টাকা বিল হয়েছিল। ওইসময় আমার ওই এজেন্টই পুরো খরচ ক্যাশলেস করে দিয়েছিলেন। এরপর থেকেই ওই এজেন্টকে আমি ভরসা করতাম।' স্নেহের মেয়েটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তাই চোখ বন্ধ করে ওই এজেন্টকেই ভরসা করে ফেলেছিলেন রবি। তিনি বলছিলেন, 'গত বছরের শেষ থেকে মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। গত জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের প্রথম দিনে নার্সিংহোমে ভর্তি করার পর চিকিৎসক জানিয়েছিলেন, মেয়ের একটা ফুসফুসে জল জমে গিয়েছে। আর এক ফুসফুসে নিউমোনিয়া হয়েছে।'

শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় ওই কিশোরীকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। রবি জানান, মেয়েকে চেন্নাইতে নিয়ে যাওয়ার ঠিক হয়েছিল। স্বাস্থ্যবিমার মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকার এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের আলাদা সুবিধা ছিল। সেইমতো ওই ভরসাযোগ্য এজেন্টকে জানানো হয়েছিল। এজেন্ট জানিয়েছিল, দ্রুতই এই কাজ করতে হবে। তাই আঠেরো লক্ষ টাকা নগদ লাগবে। জানুয়ারি মাসের তিন তারিখ সাড়ে বারো লক্ষ টাকা জোগাড় করে দেওয়া হয়। এজেন্ট আশ্বাস দেন, ওই দিন বিকেলেই এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করা হবে। রবি বলেন, 'আমরা ডিসচার্জ সামারিও করে দিই। যদিও পরবর্তীতে ওই এজেন্ট জানিয়ে দেন, তারপক্ষে ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এরপর বিমানবন্দরে গিয়ে জানতে পারি, উনি কোনও উদ্যোগই নেননি।' ওই দিন রাতে মেয়ের শরীর আরও খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাকে কাওয়াখালির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানেই পরদিন মারা যায় ওই কিশোরী। পরবর্তীতে অভিযোগ দায়ের করা হলেও অভিযুক্ত এজেন্ট জামিন পেয়ে যান। তাঁর অভিযোগ, 'পুলিশ প্রশাসনের থেকেও আমরা কোনও সহযোগিতা পাইনি। ওই এজেন্টের গাফিলতির কারণে আমার মেয়ে মারা গেল। কিন্তু ওই এজেন্ট প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

এদিন, এরই প্রতিবাদে সেবক মোড় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলটি এয়ারভিউ মোড় হয়ে ভেনাস মোড় যায়। আর সেই মিছিলেই দেখা যায়, যুযুধান চার রাজনৈতিক দলের পাঁচজন তরুণ নেতাকে। শাহনাওয়াজ বলছিলেন, 'আসলে আমরা আমাদের সিনিয়ারদের কাছেই শিখেছি, কোথাও অবিচার হলে লড়াইয়ের জন্য। সেই লড়াইয়ে নামার পর রাজনৈতিক ভেদাভেদ থাকে না। এটাই তো শহর শিলিগুড়ির সংস্কৃতি।' একই সুর, মানিক, বুলেট ও জেপির গলাতেও। মানিক বলছিলেন, 'রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় ভেদাভেদ থাকতে পারে। তবে কোথাও কোনও অন্যায় কাজ হলে রাজনৈতিক দূরত্ব সরিয়ে একসঙ্গে নামাটাই তো শহরের সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতিকেই আমরা নিয়ে চলেছি।' জেপি বোঝালেন, 'রাজনীতি তো হয় মানুষের জন্য। সেই মানুষ বিপদে থাকলে, এই চিত্র দেখাটাই স্বাভাবিক।' আর এসবের মধ্যেই রবির কষ্টে শরিক বুলেট। বুলেটের কথায়, 'রবি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চালান। ওই সংগঠন কোনও রাজনীতি দেখে না। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে একসঙ্গে সবার সুখে-দুঃখে থাকাটাই কর্তব্য।'

- এক কিশোরীর মৃত্যুর পিছনে গাফিলতির অভিযোগে মিছিল
- মিছিলে ছিলেন বিজেপির সাংগঠনিক জেলা নেতা মানিক আরোরা
- তৃণমূলের জেলাস্তরীয় নেতা জেপি কানোডিয়া
- জেলার যুব কংগ্রেস সভাপতি শাহনাওয়াজ হুসেন
- ডিওয়াইএফআই-এর জেলা কমিটির সদস্য বুলেট সিং

প্রথম সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ১ মার্চ দু'দিন শহরে আয়োজিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এবং পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স অ্যালায়েন্সের প্রথম সম্মেলন। ২৮ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান রোডে প্রকাশ্য সমাবেশ হবে। ১ মার্চ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এবং ব্যাংক অফিসার্স অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধি সম্মেলন হতে চলেছে দুটি জায়গায়। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি সম্মেলন বর্ধমান রোডেই হবে তবে অফিসার্স অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধি সম্মেলনটি হবে বাঘা যতীন পার্কের রবীন্দ্র মঞ্চে। ২২টি জেলা থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মচারী এবং অফিসাররা যোগ দেবেন।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স অ্যালায়েন্সের সাধারণ সম্পাদক তরুণ চক্রবর্তী বলেন, 'ব্যাংক কর্মচারী সহ আপামর মানুষের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে যে আঘাত হানা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য আমরা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই মঞ্চটা ব্যবহার করতে চাই।'

ভাঙল গাছ

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সংলগ্ন রেল কোয়ার্টার এলাকায় ভেঙে পড়ল একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ। রেল আবাসনে ভেঙে পড়ে গাছের অনেকটা অংশ। পরবর্তীতে রেলকর্মীরা এসে গাছ সরিয়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত করেন।

সংশোধনী

শুক্রবার প্রকাশিত '১ মার্চ চারু মজুমদারকে নিয়ে নাটক' শীর্ষক খবরে চারু মজুমদারের স্ত্রী ও ছেলে অভিনয় করবেন, এর বদলে চারু মজুমদারের স্ত্রী ও ছেলের চরিত্রে অভিনয় হবে- পড়তে হবে।

পিএইচই দপ্তরে স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : নিয়মিত বেতন প্রদান, চাকরির স্থায়ীকরণ সহ একাধিক দাবিতে নর্থবেঙ্গল পিএইচই ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট এজেন্সি স্টাফ ইউনিয়নের সদস্যরা শুক্রবার শিলিগুড়ির বাবুপাড়ায় পিএইচই দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেন। ইউনিয়নের সভাপতি জয় লোধ বলেন, 'স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর মার্চ মাসের মধ্যে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। এরপরেও সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব।'

ধর্মঘট সংক্রান্ত নোটিশ

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ১৩ মার্চ স্কুল ও সরকারি দপ্তর ধর্মঘটের সমর্থনে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে ধর্মঘট পালনের জন্য নোটিশ জমা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার এবিটিএ দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে এই নোটিশ দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন এবিটিএ রাজ্য সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু।

প্রাক বসন্ত উৎসবে মাতল খুদেরা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : 'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল' কবিগুরুর এই গানের সুরেই আজ মুখরিত হয়ে উঠেছিল স্বামী চৈতানন্দ জিএসএফপি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। ক্যালেন্ডারের পাতায় বসন্ত উৎসব আরও কয়েকদিন পর হলেও এই স্কুলের ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের রঙিন উচ্ছ্বাসে এদিন আগেভাগেই ধরা দিল বসন্তের আমেজ। গালে আবির মেখে, মাথায় পলাশ ফুল গুঁজে আগাম বসন্ত উৎসবে মাতল কচিকাঁচারা। পড়ুয়াদের আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি বসন্ত উৎসব কেন পালন করা হয় সে সম্পর্কে পড়ুয়াদের বোঝানো হয়। শুক্রবার স্কুল প্রাঙ্গণের এই উৎসবে পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও অংশ নেন। সোমবার জগদীশ প্রাথমিক স্কুলে প্রাক বসন্ত উৎসব হবে। সেজন্য স্কুলে পড়ুয়াদের নাচ, গানের অনুশীলন করানো হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ছোটদের ও অভিভাবকদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বসন্তের গানের তালে তালে ছোটদের সাবলীল নাচ উপস্থিত সকল শিক্ষক ও অভিভাবকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের শেষে ছিল বসন্তের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আবির খেলা। তবে বাচ্চাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ব্যবহার করা হয়েছিল ভেষজ বা হারবাল আবির। একে অপরের কপালে আবিরের তিলক কেটে তারা বসন্তের আনন্দকে আগাম উদযাপন করল। ছোটদের এই সাজ দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ঝাঁক বসন্তের প্রজাপতি ডানা মেলেছে স্কুলের করিডরে।

চৈতানন্দ জিএসএফপি বিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসবে পড়ুয়ারা। -সঞ্জীব সূত্রধর

এদিন নাচের তালে বসন্তবরণ করে অদ্রিতা সাহা, আকাশ সরকার, লাবণি মণ্ডল সহ স্কুলের আরও অনেক ছাত্রছাত্রী। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী লাবণি জানায়, স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে নাচ, গান করে আবির খেলার মজা আলাদা। বন্ধুর সঙ্গে সেলফিও তুলে রেখেছি। স্কুলগুলোর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়।

স্বামী চৈতানন্দ জিএসএফপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিন্টু বসাক বলেন,' বসন্ত উৎসব সম্পর্কে পড়ুয়াদের বোঝানো হয় এবং সচেতন হয়ে দোল খেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

শুধু নাচ, গান নয়, ছিল বিশেষ মেনুও। ফ্রায়েড রাইস, ডিমকষা, পাঁপড়, চাটনি খেতে খেতে আনন্দ করে দিনটি উপভোগ করে পড়ুয়ারা। স্কুলের এমন উদ্যোগ দেখে অনুষ্ঠানে এসে অসীমা সরকার নামে এক অভিভাবক বলেন, 'বেসরকারি স্কুলগুলোতে এরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে দেখা যায়। কিন্তু এই স্কুল কর্তৃপক্ষ সারাবছর পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান পড়ুয়াদের নিয়ে করে থাকে।' আরেক অভিভাবকের মতে, বসন্ত মানে শুধু রঙের উৎসব নয়, বসন্ত মানে নতুনের আবাহন। শিশুদের এই নির্মল আনন্দের মধ্য দিয়েই আমরা আগামীদিনের সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি। স্কুলে স্কুলে এমন উদ্যোগ যে অভিভাবকদের সরকারি স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করানোর ব্যাপারে আগ্রহ বাড়াবে তা মনে করছেন শিক্ষকদের একাংশ।

রংদার

প্ল্যাটফর্ম

শুধু ট্রেনে ওঠানামার জায়গা নয়—এটি স্মৃতি, অপেক্ষা, উদ্বাস্তু জীবন, ক্ষমতা, প্রতিবাদ ও নতুন সম্ভাবনার এক বহুমাত্রিক প্রতীক। কখনও ইতিহাসের নীরব সাক্ষী, কখনও জীবনের অনিশ্চিত সীমানা, আবার কখনও ডিজিটাল যুগে প্রতিভা প্রকাশের মুক্তমঞ্চ। অতীতের ধোঁয়াটে স্মৃতি থেকে বর্তমানের সোশ্যাল মিডিয়া—এ চিরকালই মানুষের বেঁচে থাকা, লড়াই, সৃজন ও আত্মপ্রকাশের এক অনন্ত জীবনস্রোতের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রচ্ছদ কাহিনী শুভময় সরকার, উমাদাস ভট্টাচার্য ও রঞ্জন রায়
রম্যরচনা শুভ্রদীপ চৌধুরী
ছোটগল্প বিমল দেবনাথ
অণুগল্প শক্তিব্রত ভট্টাচার্য ও আরতি ধর
কবিতা সন্তোষ সিংহ, অনুভব সরকার, অনুপ শ্যামল, কাকলি মুখোপাধ্যায় ও তন্ময় কবিরাজ

পৃথিবীর পাঠশালা

নকল দ্বীপের পর্দা ফাঁস

গুগল ম্যাপ ছাড়া আমাদের একদিনও চলে না। কিন্তু এই ম্যাপেই যদি এমন কোনও দ্বীপ থাকে, যার আসলে কোনও অস্তিত্বই নেই? দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে স্যান্ডি আইল্যান্ড নামে একটি দ্বীপ শত শত বছর ধরে মানচিত্রে ছিল। এমনকি ক্যাপ্টেন কুকের আমল থেকে শুরু করে আধুনিক স্যাটেলাইট ম্যাপেও এই দ্বীপের উল্লেখ ছিল। ২০১২ সালে একদল অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী যখন ওই দ্বীপে গবেষণা করতে যান, তখন তাঁরা আকাশ থেকে পড়েন। জিপিএস বলছে তাঁরা ঠিক দ্বীপের ওপরেই আছেন, কিন্তু বাস্তবে সেখানে কেবল নীল জলের বিশাল সমুদ্র। দ্বীপের টিকিটিও নেই। সমুদ্রের গভীরতা মেপে দেখা যায় সেখানে মাটি থাকার কোনও সম্ভাবনাই নেই। পরে গুগল তাদের ম্যাপ থেকে ওই কাল্পনিক দ্বীপটি মুছে ফেলে। ভুল মানচিত্র যে কত শতাব্দী ধরে আমাদের বোকা বানাতে পারে, এটি তার এক বিস্ময়কর প্রমাণ।

কুকুর যখন শহরের মেয়র

রাজনীতিবিদদের ওপর মানুষের ভরসা তলানিতে ঠেকলে যা হয়, আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সুনোল শহরে ঠিক সেটাই ঘটেছিল। ১৯৮১ সালে সেখানকার মানুষ এক ল্যাব্রাডর এবং রটউইলারের সংকর কুকুরকে তাদের মেয়র হিসেবে বেছে নেয়। কুকুরটির নাম ছিল বসকো। দুজন মানব প্রার্থীকে বিপুল ভোটে হারিয়ে সে ওই শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে সে সুনোলের মেয়রের দায়িত্ব পালন করেছে। তার কাজ ছিল ঘুরে ঘুরে মানুষের আদর খাওয়া এবং শহরের অনুষ্ঠানে হাজির থাকা। চিনের একটি খবরের কাগজ এই ঘটনাকে গণতন্ত্রের পতন বলে কটাক্ষ করলেও, শহরের মানুষ বসকোকে নিয়ে খুব গর্বিত ছিল। আজও সেই শহরে বসকোর একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

পিনাট বাটার থেকে হিরে

হিরে সাধারণত খনি থেকে পাওয়া যায়, যার জন্য লাগে প্রচুর চাপ আর তাপমাত্রা। কিন্তু আপনার সকালের জলখাবারের পিনাট বাটার বা চিনাবাদামের মাখন থেকেও যে হিরে তৈরি হতে পারে, তা কি জানতেন? জার্মানির ব্যাভারিয়ান জিওইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা কার্বন সমৃদ্ধ যে কোনও জিনিস থেকে হিরে বানানোর গবেষণা করছিলেন। তাঁরা পিনাট বাটারকে পৃথিবীর গভীরে থাকা প্রচণ্ড চাপ এবং তাপমাত্রার মধ্যে রাখেন। অবিশ্বাস্যভাবে, সেই মাখন ধীরে ধীরে স্ফটিক বা হিরের আকার নিতে শুরু করে। যদিও এই হিরে খুব ছোট এবং গয়না তৈরির উপযুক্ত নয়, তবুও বিজ্ঞানের এই চমকপ্রদ আবিষ্কার রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছে। অর্থাৎ, রসায়নের জাদু জানা থাকলে আপনার রান্নাঘরের সাধারণ খাবারও বহুমূল্য রত্নে বদলে যেতে পারে।

যে গ্রামে দরজা নেই

চুরি-ডাকাতির ভয়ে আমরা বাড়িতে লোহার গ্রিল বা সিসিটিভি লাগাই। কিন্তু ভারতের মহারাষ্ট্রের শনি শিঙ্গনাপুর নামে এমন এক গ্রাম আছে, যেখানে কোনও বাড়ির সদর দরজা নেই। শুধু বাড়ি কেন, সেখানকার দোকানপাট এমনকি ব্যাংকেও কোনও দরজা বা তালা ব্যবহার করা হয় না। গ্রামবাসীদের অগাধ বিশ্বাস, শনিদেব স্বয়ং এই গ্রাম পাহারা দেন। কেউ যদি চুরি করার দুঃসাহস দেখায়, তবে শনিদেবের অভিশাপে সে অন্ধ হয়ে যাবে বা তার চরম সর্বনাশ হবে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই রীতি চলে আসছে। আধুনিক যুগেও এতগুলো মানুষ কেবল বিশ্বাসের ওপর ভর করে এমন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন, তা দেখলে অবাক হতে হয়। অপরাধমুক্ত এই গ্রামের কথা আজও মানুষকে বিস্মিত করে।

সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটির আত্মপ্রকাশ

এক ছাতার তলে জীবন-বিমল

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতলের ভূমিপুত্রদের স্বার্থে আন্দোলনকারী দলগুলিকে একজোট করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের (কেএসডিসি) মাধ্যমে কেএলও প্রধান জীবন সিংহ এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। সেই লক্ষ্যেই শুক্রবার শিলিগুড়ির শালবাড়িতে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রধান বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে কেএসডিসি'র নেতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। এই বৈঠকের পর 'সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটি' নামে একটি নতুন যৌথ মঞ্চ আত্মপ্রকাশ করেছে। আগামীদিনে অন্য সংগঠনগুলিকে এই ছাতার তলায় আনার পরিকল্পনা থাকলেও তারা কতটা সক্রিয় হবে, তা নিয়ে অবশ্য রাজনৈতিক মহলে জল্পনা রয়েছে। ভোটের আগে দাবি পূরণ না হলে পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে আলাদা প্রার্থী দেওয়া হবে বলে আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন।

- পাহাড় ও সমতলের আঞ্চলিক দলগুলি সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটি গঠন করল
- বিমল গুরুং এবং জীবন সিংহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন
- দাবি পূরণ না হলে তাঁরা বিধানসভা নির্বাচনে পৃথক প্রার্থী দেওয়ার কথা ভাবছেন

জীবন বলেছেন, 'আমরা ভোটের আগে বিক্রি হয়ে যাওয়া সংগঠন নই। নিজের অধিকার কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর। আশা করি, সবাই মিলে একসঙ্গে থাকবে।' অন্যদিকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি জোটের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'ছোট রাজ্য, ছোট সংস্কৃতি, নিজস্ব পরিচয়পত্রের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে চাই। সেজন্য পাহাড়, সমতলের দুটি সংগঠন আপাতত ঐক্যবদ্ধ হয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করা হল।'

ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ ও অসমের বেশ কিছু সংগঠন কেএসডিসির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। আন্দোলনকারী নেতাদের মতে, প্রতিটি সংগঠন পৃথকভাবে লড়াই করলেও তাদের মূল দাবিগুলি প্রায় এক। তবে কোচবিহার রাজ্য, গোর্খাল্যান্ড কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মতো ভিন্ন ভিন্ন দাবির কারণে সংগঠনগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। ইতিপূর্বে বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'কামতাপুর সেপারেট স্টেট ডিমান্ড ফোরাম' গঠিত হলেও শেষপর্যন্ত তার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে সুব্রত রায়ের মতো নেতারা মনে করছেন, এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে জীবন সিংহের বৈঠক ভেস্তে গেলেও ভবিষ্যতে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে কামতাপুরের দাবি আদায়ের বিষয়ে তাঁরা আশাবাদী।

বৈঠক

কিশনগঞ্জ, ২৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার বিহার সফরের শেষ দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা পূর্ণিয়ায় রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর সঙ্গে বিশেষ সমীক্ষা বৈঠক করেন। এদিন পূর্ণিয়ার একটি রিসর্টে আয়োজিত এই বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ইস্যু সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয়।

ভাতে ছাই

প্রথম পাতার পর

এই বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় জনসেবা থেকে শুরু করে দলীয় কর্মসূচি, সাধারণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, কোনওকিছুই বাদ দেননি তাঁরা। গৌতম দেব ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে প্রার্থী হচ্ছেন না, এটা জানার পরে এই নেতাদের দৌড়ঝাঁপ আরও বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বপ্না তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় সমীকরণ আমূল বদলে গিয়েছে, সেটা ওই নেতারা মেনে নিচ্ছেন। যদিও প্রকাশ্যে তাঁরা প্রার্থীপদের দৌড়ে ছিলেন, এটা স্বীকার করতে নারাজ।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে গৌতম দেব আবার প্রার্থী হবেন, এমন কথাই তৃণমূলের অন্দরে ভাসছিল। কিন্তু কয়েকদিন আগে গৌতম এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন যে, 'আমি আর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে দাঁড়াচ্ছি না। জন্মভূমিতে ফিরে যাচ্ছি।' গৌতম শিলিগুড়ি থেকে প্রার্থী হচ্ছেন, এটা সেদিনই কার্যত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। প্রায় এক বছর ধরে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন জ্যোতিপ্রকাশ কানোরিয়া। পাড়ায় পাড়ায় ক্রীড়াসামগ্রী বিলি থেকে শুরু করে বস্ত্রদান, দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য করছেন। পাশাপাশি এলাকায় কোনও দুর্ঘটনা হলে, কেউ মারা গেলে তৎক্ষণাৎ পরিবারের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। ফলে দলের অন্দরেই তাঁর প্রার্থী হওয়া নিয়ে চর্চা ছিল। জ্যোতি অবশ্য এদিন বলেছেন, 'সারাবছর মানুষের পাশে থেকে কাজ করছি। প্রার্থী কে হবেন সেটা দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ঠিক করবেন।'

তৃণমূল সূত্রে খবর, এই আসনে প্রার্থী হতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও উৎসাহী ছিলেন। তিনিও গত দুর্গাপুজোর আগে থেকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বস্ত্রদান, ছটপুজোর সামগ্রী বিলি করা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি করছেন। ডেপুটি মেয়র অবশ্য এদিন বলেছেন, 'কে প্রার্থী হবেন সেটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এখনই এসব বলা যাবে না। আমি পার্টির নেতা হিসাবে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় মাঝেমধ্যে কর্মসূচিতে যাই। পাশাপাশি ওই বিধানসভার ১৪টি ওয়ার্ড তো পুরনিগমের মধ্যে রয়েছে।' ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে প্রার্থী হিসাবে পুরনিগমের মেয়র পারিষদ তথা ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দুলাল দত্ত, রাজগঞ্জের দাপুটে নেতা কৃষ্ণ দাসের নামও উঠেছিল। কৃষ্ণকেও কিছুদিন ধরে এই বিধানসভা এলাকায় মিটিং, মিছিলে দেখা গিয়েছে। কিন্তু সবশেষে কার অঙ্ক মিলবে, তা তৃণমূলের উত্তরবঙ্গের কোনও নেতাই বলতে পারছেন না।

সংশয় নিয়েই ঘাসফুলে স্বপ্না

প্রথম পাতার পর

গত সোমবার থেকে সেই আলোচনায় বরফ গলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তৃণমূল নেতৃত্বও তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইল। স্বপ্নার যোগদান অনুষ্ঠানে তাঁর প্রশংসায় একসুরে পঞ্চমুখ ছিলেন চন্দ্রিমা, ব্রাত্য ও গৌতম। কিন্তু জলপাইগুড়ি আসন না পাওয়ার সম্ভাবনায় স্বপ্না পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন। যদিও টেলিফোনে তিনি বলেন, 'কাজ করতেই তৃণমূলে এসেছি। ভালো কাজ করার সুযোগ আমাকে দল দেবে- এটাই আশা করি।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদই জানিয়েছিল, জলপাইগুড়ির বদলে স্বপ্নাকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনটি দিতে চায় তৃণমূল। কিন্তু স্বপ্নার ঘনিষ্ঠদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আসনটিকে 'টাফ' মনে করেন তিনি। গত বিধানসভা নির্বাচনে গৌতম দেবের মতো হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা হেরে গিয়েছিলেন। ফলে আসনটি তৃণমূলের পক্ষে খুব সহজ নয়। স্বপ্না শুধু প্রার্থী হতে নয়, মন্ত্রীও হতে চান। কিন্তু না জিতলে সেই সম্ভাবনা আর থাকবে না।

শেষপর্যন্ত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে প্রার্থী করা যে হতে পারে, তা আঁচ করে তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ শুক্রবার যেন আগাম বলে রাখলেন, 'দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে আমরা কাজ করব। যিনিই প্রার্থী হোন, তাঁকে জেতাতে হবে।' তৃণমূল ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেওয়ার পর স্বপ্না অবশ্য বলেন, 'দল আমাকে যে দায়িত্ব দেবে, আমি সেটাই পালন করব।'

তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসে বাংলাকে যে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন, তা অন্য কোনও রাজ্যের পক্ষে অসম্ভব। বাংলায় যে সমস্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, তা দেখে আমি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তিনি মনে করেন, 'এটা আমার জন্য একটা বড় প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আমি মানুষের জন্য কাজ করতে পারব।'

স্বপ্না কেন তৃণমূলকে বেছে নিলেন, কার্যত তাঁর জবাব দেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর ভাষায়, 'দিল্লির রাস্তায় বসেছিলেন দেশের বিখ্যাত মহিলা কুস্তিগিররা। ব্রিজভূষণের জন্য ওই অবস্থা হয়। ব্রিজভূষণের মতো নেতারা যে দলে থাকেন, সেখানে যে কোনও ক্রীড়াবিদ যেতে পারেন না, তা স্বপ্না স্পষ্ট করলেন।' শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'স্বপ্না আমাদের গর্ব।' কীভাবে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেকে অ্যাথলিট হিসাবে তৈরি করেছেন, তা বলেন দুই মন্ত্রী।

শিলিগুড়ির মেয়র বলেন, 'রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মেয়ে স্বপ্না ক্রীড়াক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক মঞ্চে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন। এখন ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও ভালো ভূমিকা নেবেন উনি।' কয়েকদিন আগে কার্সিয়াং-এর বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর স্বপ্নার যোগদান তৃণমূলের মুকুটে আরেকটি পালক যোগ করল সন্দেহ নেই। শিলিগুড়ি মহকুমার আরেকজন বিজেপি নেতারও যোগদানের সম্ভাবনা আছে।

রাজ্যসভায় প্রার্থী

প্রথম পাতার পর

অতীতে একাধিক ইস্যুতে, বিশেষত তদন্তকারী সংস্থাকে ঘিরে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন এই ডাকাবুকো আইপিএস অফিসার। তাঁকে সিবিআই জেরা থেকে বাঁচাতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপথে ধর্নায় পর্যন্ত বসেছিলেন। সেই রাজীব কুমারকে প্রার্থী করে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব একদিকে যেমন তাঁর প্রশ্নাতীত আনুগত্যের বিরাট প্রতিদান দিল, তেমনই দিল্লির বুকে একজন অত্যন্ত পোড়খাওয়া ও অভিজ্ঞ আমলাতান্ত্রিক কণ্ঠস্বর তুলে ধরারও স্পষ্ট ইঙ্গিত দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এর আগে একইভাবে প্রাক্তন আমলা জহর সরকারকেও রাজ্যসভায় এনে চমক দিয়েছিল ঘাসফুল শিবির।

তৃণমূল সূত্রে দাবি, বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ও বৈচিত্র্যকে কাজে লাগাতেই এই চারজনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই বাবুল দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে তাঁর সংসদীয় অভিজ্ঞতাও বেশ জোরালো। অন্যদিকে, আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী দেশের শীর্ষ আদালতে একাধিক যুগান্তকারী মামলায় যুক্ত থেকেছেন। ৩৭৭ ধারা বাতিল, শিক্ষার অধিকার, আমলাতান্ত্রিক সংস্কার থেকে শুরু করে মণিপুরে বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমিক পরিসরেও তাঁর সগর্ব উপস্থিতি রয়েছে।

তবে প্রার্থী তালিকায় অন্যতম বড় চমক নিঃসন্দেহে অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। রাজনীতির আঙিনায় তিনি একেবারেই আনকোরা। কিছুদিন আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ষীয়ান অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখন রঞ্জিতবাবুর ভোটে দাঁড়ানো নিয়ে জল্পনা ছড়ালেও, শেষমেশ তাঁর মেয়ে কোয়েলকে রাজ্যসভায় প্রার্থী করায় রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। আগামী ২ এপ্রিল রাজ্যের পাঁচ রাজ্যসভা সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তৃণমূলের সাকেত গোখলে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সী, দলত্যাগী মৌসম নুর এবং সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের ছেড়ে যাওয়া আসনেই এবার এই নতুন মুখদের ওপর ভরসা রাখল রাজ্যের শাসক দল।

৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ২০১৫ সালের ঘুষ মামলায় অভিযুক্ত সেন্ট্রাল এক্সাইজ সুপারকে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল শিলিগুড়ির বিশেষ সিবিআই আদালত। শুক্রবার বিচারক এই রায়দানের পাশাপাশি ৪০ হাজার টাকা জরিমানাও করেন। সিবিআই সূত্রে খবর, কোচবিহারের এক কারখানার মালিক ধনঞ্জয় দাস ওই সেন্ট্রাল এক্সাইজ সুপারিন্টেন্ডেন্ট অভিযুক্ত অচিন্ত্যকুমার প্রামাণিকের বিরুদ্ধে ১ লক্ষ টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ফাঁদ পাতেন সিবিআই আধিকারিকরা। সিবিআইয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী কারখানার মালিক ১ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৬০ হাজার টাকা দিতে রাজি হন। সেইমতো টাকা দিতে চেয়ে অভিযুক্তকে ডাকেন ব্যবসায়ী। এরপর ৩০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় অভিযুক্তকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। সেই মামলাতেই এদিন সাজা ঘোষণা হয়েছে।

পড়তে হবে

শুক্রবার প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'স্বপ্নার মন্ত্রিত্বে সবুজ সংকেত' শীর্ষক খবরে স্বপ্না এশিয়ান গেমস-এ সোনাজয়ী পড়তে হবে।

নাম থাকবে তো

প্রথম পাতার পর

২৭০ জন জুডিসিয়াল অফিসার কাজ করছেন। যে সংখ্যাটি দ্রুত ৫৩০-এ পৌঁছাবে।

শীর্ষ আদালত শুক্রবার স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই অফিসারদের নির্দেশই চূড়ান্ত। রাজ্য প্রশাসন তা মানতে বাধ্য। অর্থাৎ ভোটার তালিকা নিয়ে যাবতীয় কারচুপির জল্পনায় কার্যত পেরেক পুঁতে দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, চূড়ান্ত তালিকায় প্রায় ৭ কোটি ৮ লক্ষ ভোটারের নাম থাকবে। তবে এই বিশাল সংখ্যার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক বিরাট 'কোপ।' মৃত বা স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে খসড়া তালিকায় আগেই বাদ পড়েছিল প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম। সূত্রের খবর, নতুন করে সেই বাতিল তালিকায় জুড়তে চলেছে আরও অন্তত ৯ লক্ষ নাম। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে প্রায় ৬৭-৬৮ লক্ষ নাম বাংলার ভোটার-মানচিত্র থেকে চিরতরে উধাও হতে চলেছে।

সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ, 'অমীমাংসিত' বা আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন-এর গেরো। প্রায় ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটারের তথ্যে অসংগতি নিয়ে কমিশনের অন্দরে বিরাট ধন্দ। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের আপাতত ত্রিশঙ্কু দশা। এঁদের ভাগ্যনির্ধারণ করছেন জুডিসিয়াল অফিসাররা। কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই অফিসাররা আইনি স্ক্রুটিনি করে সবুজ সংকেত না দেওয়া পর্যন্ত এই প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের ভোটদানের অধিকার থাকবে না। চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকলেও পাশে জ্বলজ্বল করবে 'অ্যাডজুডিকেটেড' শব্দটি। পরে ধাপে ধাপে সাপ্লিমেন্টারি বা অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ হলে এই অমীমাংসার ফয়সালা হবে। তিনটি ক্যাটিগোরিতে কার ভাগ্যে কী হল, শনিবার দুপুরের মধ্যে তা জানা যাবে। হয় আপনি 'ইন' নাহয় 'আউট।' তিনটি ভাগ থাকবে তালিকার। প্রথমত, অ্যাপ্রুভড : যাঁরা স্ক্রুটিনিতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। নতুন ভোটার (যাঁরা ফর্ম ৬-এ আবেদন করেছিলেন) প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার নাম এই তালিকায় ঠাঁই পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ডিলিটেড : যাঁদের নাম চিরতরে বাতিল হয়েছে (মৃত, ভুয়ো বা স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে)। এই সংখ্যাটি ৬ লক্ষেরও বেশি। তৃতীয়ত, অমীমাংসিত (আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন): যাঁদের তথ্য এখনও যাচাইয়ের অপেক্ষায়।

কীভাবে বোঝা যাবে চূড়ান্ত তালিকায় নাম আছে কি না? বেশ কয়েকটি সহজ উপায় জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের মূল ওয়েবসাইট (eci.gov.in) বা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের পোর্টালে (ceowestbengal.wb.gov.in) 'Search in Electoral Roll' অপশনে প্রথমত নিজের ভাষা নির্বাচন করতে হবে। তারপর নিজের এপিক নম্বর (ভোটার কার্ডের) এবং রাজ্যের নাম বসিয়ে ক্যাপচা কোড দিলেই জানা যাবে ভোটারের স্ট্যাটাস। নাম বা এপিক নম্বর মনে না থাকলে বিস্তারিত ফর্ম পূরণ করে নাম খোঁজা যাবে। ইসি নেট (ECINET) অ্যাপেও মিলবে তথ্য। যাঁরা ইন্টারনেটে স্বচ্ছন্দ নন, তাঁদের চিন্তার কিছু নেই। জেলা শাসকের দপ্তর, বিডিও বা এসডিও অফিসে তালিকা টাঙানো থাকবে। এলাকার বুথ স্তরের আধিকারিকদের (BLO) কাছেও হার্ডকপি পৌঁছে যাবে। রাজনৈতিক দলগুলিকে পেনড্রাইভে সফট কপি দেওয়া হচ্ছে।

ভোটার তালিকা নিয়ে এই ডামাডোলের মাঝে রবিবার থেকেই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ হলে ভোটের দামামা বেজে যাবে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর কোনও কোনও জেলায় অশান্তির আশঙ্কা করছে পুলিশ ও প্রশাসন। সেজন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য পুলিশের কর্তারা। কেন্দ্র ও রাজ্যের পুলিশকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন রাজ্যে কেন্দ্রীয় পুলিশ পর্যবেক্ষক এনকে মিশ্র।

এসআইআর-এ তথ্যগত অসংগতি নিয়ে শুক্রবার ফের বৈঠকে বসেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। এ বৈঠকে ছিলেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী, বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভার্চুয়ালি ছিলেন জুডিসিয়াল অফিসাররা। শনি ও রবিবারও বিচারকদের কাজ করতে বলা হয়েছে। কাজ করতে গিয়ে বেশকিছু সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে ওই বৈঠকে জুডিসিয়াল অফিসাররা জানিয়েছেন।

খপ্পরে খতম জীবিকা

প্রথম পাতার পর

বাড়ির একচিলতে বারান্দায় বসে বললেন, 'দুই বছর আগে কষ্টের জমি বিক্রি করে বাগানের শেয়ারের জন্য এক দাদাকে টাকা দিয়েছিলাম। জমিও গেল, বাগানের লাভও পেলাম না। আদৌ পাব কি না জানি না।' সিন্ডিকেটের মাথায় তৃণমূল নেতারা আর তাঁদের ঘনিষ্ঠরা। আগের মালিককে তাড়িয়ে তাঁরা দখল নিয়েছিলেন বাগানের। কিন্তু বাগান ভালোমতো চালাতে পারেননি। তাতে তাঁদের কী হয়েছে, তার চেয়ে বড় কথা সর্বস্বান্ত হয়েছেন সুধীর সিংহ, শেফালি সিংহ, রণ সিংহ, উমানি সিংহরা। হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্য সিন্ডিকেটরাজের দৌরাত্ম্য স্বীকার করে বলেন, 'আমাদেরও প্রচুর জমি দেওয়া ছিল সিন্ডিকেটকে। এক ছটাকও ফিরে পাইনি।' সিন্ডিকেটের দখলে থাকা বাগানে রোজ কাজের নিশ্চয়তা নেই। কাজ পেলে দিন প্রতি মেলে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা। তবে পাতা বিক্রির টাকা ঢোকে সিন্ডিকেটের দাদাদের পকেটে।

চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান অবশ্য দাবি করলেন, 'পিয়ারিলাল বাগানের দখল নিয়ে আদিবাসী শ্রমিকদের উসকে দিয়ে অনেকে রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করেছিল। দলকে একশ্রেণির মানুষ বদনাম করতে এসব করছে।' কিন্তু স্থানীয়দের শূন্য দৃষ্টি অন্য কথা বলে। সুধীর, শেফালিরা একযোগে বলেন, 'এভাবে কি বেঁচে থাকা যায়? প্রভাবশালীরা সবই পেলেন। আমাদের প্রাপ্য কি কিছুই ছিল না?'

ভৈষপিটা এমএসকে-কে ডান হাতে রেখে মেঠো পথের পাশে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন অঞ্জলি কুজুর ও আবিতা ওরাওঁ। দুজনই বাগানের স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন। কথায় কথায় অঞ্জলি বলেন, '২৩ বছরের ছেলে শিলিগুড়িতে গাড়ির চালকের কাজ করে। আমি আর কোথায় যাব? বাগানে কখনও কাজ পেলে ১৫০ টাকা মজুরি পাই।' আবিতা বলেন, 'এখানকার পরিবারগুলো কাজ হারিয়ে বাইরে চলে গিয়েছে।'

ফেরার সময় সূর্য অস্তাচলে। দমকা হাওয়ায় মাটি ও বালির ছোট ছোট ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছিল। বাগানের পিপুল গাছের পাতায় শিরশিরানি আওয়াজ। ধুলোমাখা পথ, পাতাঝরা গাছ যেন জানান দিচ্ছিল, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই কতটা কঠিন।

পরস্পরকে ছুঁয়ে দিলেন তারা-গার্গী

প্রথম পাতার পর

ভাবিয়েছে, অস্বস্তিতে বিদ্ধ করেছে বারবার- বায়োপিকে যাঁর চরিত্রায়ন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার থেকে আন্তর্জাতিক স্তরের খ্যাতি এনে দিয়েছে, সেই গার্গী নাট্য কোম্পানি 'থিয়েটার প্লাস' গড়ে প্রথম প্রযোজনা হিসেবে আধুনিক মঞ্চ, আলো, আবহ, পোশাক, সংগীত, কোরিওগ্রাফির সুবিন্যস্ত পরিসরে অবতারণা করেছেন উনিশ শতকীয় মঞ্চমানবী তারা সুন্দরীর জীবনকথা।

মহানগরের মূলধারার থিয়েটারে এখন নটী বিনোদিনী, বেলবাবু অমৃতলাল বসু, 'বঙ্গের গ্যারিক' গিরিশ ঘোষ প্রমুখের বায়োড্রামা কিংবা সমকালের নাট্যসংস্কৃতির নিরিখে উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' বেশ জাঁকিয়ে শো করে চলেছে। 'তারা সুন্দরী'র অষ্টম মঞ্চায়ন দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গ সংবাদের আপ্যায়নে সম্ভব হল বলে শহরবাসী নাট্যামোদীজনের তরফে আন্তরিক ধন্যবাদ মিলেছে শতবার। আর নক্ষত্রখচিত নাট্য প্রযোজনায় দর্শকদের ভিড় চিরাচরিত। সপ্তাহব্যাপী প্রচারে যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছিল জনমানসে, তার প্রতিচ্ছবি মিলেছে নাট্যসন্ধ্যাতেও। 'প্রয়োজনে মেঝেতে বসে নাটক দেখব', 'একটা পাসের ব্যবস্থা করে দিন'- এমন সব আবদারে সার্থক হয়েছে এই আয়োজন। সবশেষে কানায় কানায় পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ 'তারা সুন্দরী'র অভিনয় প্রযোজনাকারী 'থিয়েটার প্লাস'কেও নিশ্চিত তৃপ্তি দিয়েছে, সে কথা অভিনেত্রী স্বয়ং উল্লেখও করেছেন।

একক অভিনয় থিয়েটারের এক জটিল অভিনয়ভাষার সংস্থাপন। সেখানে অদৃশ্য পাত্রপাত্রীরা মূর্ত হন অভিনেতার বহুস্তরীয় অভিব্যক্তির কৌশলে। ফলে প্রতিটি চরিত্রের আলাদা আলাদা রেসপন্স টাইমিং, স্বতন্ত্র ম্যানার, মঞ্চের ওপর আলাদা আলাদা স্পেস নেওয়া- সবটাই একা হাতে, একার বুদ্ধিতে, একার বেগে ও আবেগে অনবরত করে যেতে হয়। ভারসাম্য সামান্য এদিক-ওদিক হলেই মনোটনির ফাঁদে পড়ে যাবার বিকট সম্ভাবনা! গার্গী সবটাই সামলেছেন অক্লান্ত শ্রমে, অসামান্য দক্ষতায়, নিপুণ একাত্মতায়। প্রতিটি চরিত্রের উপস্থিতি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন মেথডের মুনশিয়ানায়। উনিশ শতকের চরিত্রদের গতিবিধি, বাচন-বসন সম্পর্কে যে ফিল্মি স্টিরিওটাইপ আছে, তাকেও অবলীলায় ভেঙেছেন তিনি। স্বরায়নে আর শরীরী বিভঙ্গে ড্রামাটিক সাজেশনে এমন সব মুহূর্তের মিশেল ঘটিয়ে গেছেন যা অনিবার্যভাবেই সেই সময়কে দেখার দৃষ্টিতে অভিনব একরকম মাত্রা জুড়ে দেয়।

এ নাটকের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল স্ক্রিপ্টের পরিমিতিবোধ আর গার্গীর অভিনয়ের গতি। তিনি হাসছেন, তিনি কাঁদছেন, তিনি নানা চরিত্রের মালা গাঁথছেন অথচ কখনও দর্শকের থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন না। এমনকি ড্রেপের আড়ালে গিয়ে যখন নিজেকে বদলে ফেলছেন, সেই সময়টুকুও শূন্য মঞ্চ যেন অপেক্ষা করছে তারা সুন্দরীর অবতারণার। অভিনয় শেষে দড়ির টানে স্ক্রল নেমে এসে মুহূর্তে মঞ্চের কায়াবদল ঘটানোর ব্যাপারটা অভিনয়ের শরীরে মিলেমিশে গিয়ে মৃদু চমক লাগিয়েছে! একটি ড্রামাটিক টেক্সটকে উত্তরিত করেছে মেটাটেক্সটে।

আঠাশ-চৌত্রিশের দীনবন্ধু মঞ্চ-কে প্রস্থে অর্ধেক করে নিয়ে মাঝমঞ্চে একটি পাটাতনের পেছনে নেমে এসেছে এলগিন ড্রেপ। তার ওপর সিল্যুয়েটে এক নটীর অবয়বের যৌন আবেদনের প্রক্ষেপণ। যবনিকার ব্যবহার নেই, অতএব চবুতরা হিসেবেই মঞ্চ প্রকাশিত। অভিনয় জোনের ভারসাম্য তৈরি করতে সাবেকি আসবাবের ধাঁচে একপাশে একটি কাউচ ও টুল-টেবিল, তাতে হ্যাজাক জ্বলছে, অন্য পাশে অনুরূপ একটি হ্যাজাক বসানো টুল-টেবিলের সঙ্গে একটি গদিযুক্ত চারপেয়ে আসন, আর ছড়িদান। আসবাবের গড়নে যেমন বনেদি ছাপ তেমনি প্রচুর প্রপসের অনুষঙ্গ নাট্যমুহূর্তের মেজাজ গড়ে দিচ্ছিল পরতে পরতে।

এ নাট্যে আলোর বিন্যাস প্রেক্ষিত নয় বরং চরিত্রকে হাইলাইট করার জন্যই যেন নিরূপিত। চরিত্রকে গ্ল্যামারাইজ করার কাজই অনবরত করে গেছে আলো- বিভিন্ন মুহূর্তকে আলোকরঞ্জিত করে তোলার কোনও সুযোগ এড়িয়ে যায়নি আলোক পরিকল্পকের ভাবনা থেকে। সারাক্ষণ মঞ্চের ওপর ধোঁয়ার একটি স্বল্পঘন আস্তরণ যেন রূপকথা শোনানোর মতো মঞ্চের মার্জিন ভেঙে ভেঙে এক অনির্দিষ্ট স্থান, কাল, পাত্রের আভাস দিচ্ছিল।

আবহে গানের ব্যবহার অত্যন্ত পরিশীলিত মাত্রার। নাটকের শরীরে মিশে যাওয়া স্কোর ছিল সুখশ্রাব্য আর প্রাসঙ্গিক। নাট্যের গান থেকে পুরাতনী, নজরুলগীতি বা রবীন্দ্রসংগীত গায়নে গার্গী যে নিষ্ঠার্জিত কৃতিত্ব শুনিয়েছেন, তাতে অভিনয়ের মাত্রাকে যেভাবে সাজিয়েছেন, তাঁকে শতধারায় শুভেচ্ছা জানাতেই হয়।

'তারা সুন্দরী' যাঁরা দেখলেন, শুধু মুগ্ধ নয়, ঋদ্ধও হলেন। সেইসঙ্গে পরিচিত হলেন বঙ্গরঙ্গমঞ্চের এক ধুলোমাখা ইতিহাসের সঙ্গে। আর সেই স্মৃতির ধুলো মেখেই হাসিমুখে বাড়ির পথ ধরলেন দর্শক।

দল হোক বা সরকার, কর্তাভজা খুব দরকার

প্রথম পাতার পর

দুই প্রতিষ্ঠান যেন নিজ নিজ শাসকের প্রতি অনুগত। পুলিশ হোক কিংবা প্রশাসন- কার্যত হিজ বা হার মাস্টার্স ভয়েস এখন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা হোক বা সরকার পরিচালনায় পুলিশ ও প্রশাসন যত না আইন মেনে চলে, তারচেয়ে বেশি শাসকদলের কথায় ওঠবোস করে।

নির্বাচন কমিশন বা ইডি'ও যে ব্যতিক্রম নয়- এই বিশ্বাস এখন সাধারণ মানুষেরও। প্রশাসন ও পুলিশের ওপর রাজনৈতিক দলের চাপ নতুন কিছু নয়। কিন্তু দিন-দিন পুলিশ, প্রশাসনের ছোট-বড় কর্তাদের শাসকদলের পায়ে পদের গরিমাকে বিকিয়ে দেওয়া একটা ঘৃণ্য পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। প্রশাসন বা সরকার পরিচালনায় তো বটেই, দল পরিচালনায়, এমনকি দল ভাঙানোয় এইসব আধিকারিকরা শামিল হচ্ছেন।

সিপিএমে বিদ্রোহের ভড়ং দেখিয়ে প্রতীক উর রহমানের শেষপর্যন্ত শাসকদলে নাম লেখানোর পেছনে আছে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার প্রাক্তন এক অতিরিক্ত সুপার পদমর্যাদার আধিকারিকের অপারেশন। কোথাও কোথাও তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি, ব্লক সভাপতি ঠিক করে দেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। তৃণমূলের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকাকালীন যে কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এখন বিজেপিতে নাম লেখানো অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস ভারতী ঘোষ। যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জঙ্গলমহলের মা সম্বোধন করে নির্লজ্জ চাটুকারিতার নিদর্শন তৈরি করেছিলেন।

আলিপুরদুয়ারে থাকাকালীন এক আইএসএস অফিসারের 'খ্যাতি' ছড়িয়েছিল বকলমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি বলে। তিনিই কার্যত দল চালাতেন। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাতেও কি একইরকম দলদাসের আভাস মিলছে না? আগে প্রশাসন বা কমিশনের মতো সংস্থার পদাধিকারীরা শুনতেন বেশি, প্রকাশ্যে বলতেন কম। এখন বিরোধী দলের বক্তব্য খণ্ডনে তাঁরাই এগিয়ে আসেন। তাঁদের কথায় শাসকদলের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি হয়। কেন্দ্রের শাসক হোক, রাজ্যের শাসক- সব ক্ষেত্রে একই কাণ্ড।

বিরোধীরাও পুলিশ ও প্রশাসনকে চাপে রাখার নানা কৌশল নেয়। দু'দিন আগে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ পুলিশকর্তাদের হুঁশিয়ারি দিলেন, 'দু'দিন পরে আমেরাই তো সরকার চালাব।' কার্যত শুনিয়ে রাখলেন, শাসকের হয়ে বেশি ট্যান্ডাইম্যান্ডাই কোরো না বাছাধন, আমরা সরকারে এলে বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল। শংকর তাও রেখেঢেকে বললেন, বিধানসভায় তাঁর বস শুভেন্দু অধিকারী তো বিভিন্ন আধিকারিকের নাম ধরে হুমকি দেন, ভবিষ্যৎ কিন্তু খারাপ আছে!

মাঝে মাঝে মুখ্যমন্ত্রীও অফিসারদের হুমকি দেন- মনে রেখো, ভোটের পর কমিশনের এক্তিয়ার শেষ। তখন তোমাদের (বয়স নির্বিশেষে কোনও আধিকারিককে আপনি বলে সম্বোধন করেন না মুখ্যমন্ত্রী) রাজ্য সরকারের অধীনেই কাজ করতে হবে। এর চেয়ে ঠান্ডা অথচ প্রতিশোধপরায়ণ হুমকি আর কী হতে পারে বলুন! শাসক ও বিরোধীদের চাপে পড়ে আধিকারিকরা ক্ষমতাসীনদের দলদাস হয়ে আইনের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার পাঠই ভুলে যান।

শাসকের এখন নীতিনিষ্ঠ কড়া আধিকারিক দরকার নেই। পুলিশ ও প্রশাসনে তাদের শুধু ভোট ম্যানেজার দরকার। যাঁরা ছলেবলে-কৌশলে বা ধমকে-চমকে শাসকের জন্য ভোট সংগ্রহ করবেন। সাম্প্রতিক রদবদলে উত্তরবঙ্গ থেকে পুলিশ সুপার পদমর্যাদার এক আইপিএসকে চলে যেতে হল শুধু তাঁকে দিয়ে ভোট ম্যানেজারের কাজটা হয় না বলে। ভোট ম্যানেজার হওয়ার বিনিময়ে অবশ্য নানাকিছু প্রাপ্য হয় পুলিশ, প্রশাসন, তদন্ত সংস্থা, নানাবিধ কমিশন কর্তাদের।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! সেই লোভে দেশজুড়ে এখন কর্তাভজা আবহ। তাতে আইন, সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শেষযাত্রা চলছে। তাছাড়া আছে, শাসকদলের নেতাদের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অংশীদারিতে শামিল হওয়ার হাতছানি। শুধু চোখ বন্ধ করে থাকার বিনিময়ে বিনা পরিশ্রমে বালি পাচারে ডাম্পার পিছু ৫০০ টাকা নজরানার (মাটিগাড়ায় সদ্য এরকম একটি খবর হয়েছে) অফার আধিকারিকরা গ্রহণ করে বশংবদ হয়ে যান।

মাটিগাড়ার যে দুর্নীতির উল্লেখ করলাম, তা প্রকাশ্যে হলেও আন্দোলন দূরের কথা, 'প্রশাসন দেখুক' বলে চুপ বিজেপি। সিপিএমের এক নেতা বলেই ফেললেন, 'আমাদেরও লোক জড়িত। আমরা কথা বলি কোন মুখে!' এগুলি উদাহরণ মাত্র। সার্বিক অনৈতিকতার একই জালে আটকে এখন শাসক, বিরোধী, পুলিশ, প্রশাসন, কমিশন...। যেন 'আমরা যাত্রী একই তরণীর, সহযাত্রী একই তরণীর...।'

ক্যারিবিয়ান-মডেলেই

ক্যারিবিয়ান-বধের ছক ভারতের

ইডেনে মরণ-বাঁচন নকআউটে ইতিহাস কাদের?

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

চেন্নাই, ২৭ ফেব্রুয়ারি : 'উইকেট পড়লে কী হয়েছে? পরের বলেই ছক্কা হাঁকাব! তারপর সুযোগ বুঝে বাউন্ডারির খোঁজ।'- কথাগুলো কোনও ক্যারিবিয়ান পাওয়ার হিটারের নয়। বৃহস্পতিবার রাতে চিপকে জিম্বাবোয়েকে ওড়ানোর পর অবলীলায় কথাগুলো বলছিলেন তিলক ভার্মা! টি২০ ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান এই 'ভয়ডরহীন' মেজাজটাই এখন বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ট্রেডমার্ক স্টাইলকে। আর রবিবার ইডেন গার্ডেন্সের বাইশ গজে, সেই ক্যারিবিয়ান-মডেলেই খোদ শাই হোপদের বধ করে সেমিফাইনালের টিকিট পকেটে পোরার ছক কষছে সূর্যকুমার যাদবের দল।

দলের ব্যাটাররা যেমন ক্যারিবিয়ান মেজাজে খুনে ক্রিকেট খেলছেন, তেমনই এক অবিশ্বাস্য জেদ দেখা যাচ্ছে বোলার ও অলরাউন্ডারদের মধ্যেও। যার প্রমাণ মিলল বৃহস্পতিবার ম্যাচ শেষের চিপকেও। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৭২ রানের দাপুটে জয়ের পর গোটা দল যখন ড্রেসিংরুমে রিল্যাক্স করছে, তখন ফাঁকা স্টেডিয়ামের সেন্ট্রাল পিচে এক অন্য ছবি! পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান চলাকালীনই বল হাতে কড়া অনুশীলন শুরু করে দিলেন খোদ 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ' হার্দিক পান্ডিয়া এবং শিবম দুবে। কড়া নজর রাখছেন বোলিং কোচ মর্নি মরকেল। পাওয়ার প্লে-তে বল হাতে উইকেট না পাওয়ার আক্ষেপ মেটাতেই হার্দিকের এই বাড়তি ঘাম ঝরানো।

মাঠের ধার থেকে এই দৃশ্য দেখে রীতিমতো মুগ্ধ কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার বলছিলেন, 'ম্যাচ জেতার পর সবাই যখন ড্রেসিংরুমে বসে একটু আড্ডা দিতে চায়, তখন এই দুজনের হাড়ভাঙা খাটুনি সত্যিই প্রশংসনীয়। ওরা বড় জয়ে আত্মতুষ্ট হয়ে বসে নেই, আরও উন্নতি করতে চাইছে। ভারতীয় দলের জন্য এটা দারুণ ইতিবাচক দিক।' গাভাসকারের কথার রেশ ধরেই প্রাক্তন পেসার বরুণ অ্যারন যোগ করলেন, 'হার্দিক নিজের বোলিং নিয়ে খুশি নয়। বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জেদটা ওদের এই অনুশীলনেই পরিষ্কার।'

বোলারদের এই মরিয়া জেদ আর ব্যাটারদের 'কিলিং ইনস্টিন্ক্ট' সম্বল করেই সুপার এইটের মেগা ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে শুক্রবার কলকাতায় পা রেখেছে টিম ইন্ডিয়া। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের ২৫৬ রানের পাহাড় গড়ার নেপথ্যে তিলকের ১৬ বলে অপরাজিত ৪৪ রানের ইনিংসের বড় ভূমিকা ছিল। তিলক বলছিলেন, 'এই ফর্ম্যাটে মাইন্ডসেট খুব জরুরি। আগে বাইশ গজে পরিস্থিতি যেমনই থাক, চাপটা বিপক্ষ বোলারের ওপরই ফেলে দিতাম। এবার জিম্বাবোয়ে ম্যাচে ঠিক করেছিলাম, উইকেট পড়লে দুই-তিন বল একটু দেখে নেব। তবে গত এক বছর ধরে আমরা যে ব্র্যান্ডের ক্রিকেট খেলছি, ইডেনেও সেই একই ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলব। যদি পিচ কঠিন হয়, তবে আমরা হয়তো আড়াইশো রান তুলব না। কিন্তু ভালো শুরু পেলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না।'

ব্যাটারদের এই স্বাধীনতাকে পুরোপুরি সমর্থন করছেন বোলাররাও। চিপকের রাতের হাওয়ায় দাঁড়িয়ে অর্শদীপের সোজা কথা, 'ব্যাটাররা যতদিন এই উইকেটে ব্যাটিং উপভোগ করছে, আমরা বোলাররা খুব খুশি। দলের গেমপ্ল্যান হল বড় রান তুলে সেটা ডিফেন্ড করা। আট নম্বর পর্যন্ত আমাদের ব্যাটিং আছে, তাই ওরা হাত খুলে রান করুক। আর বোলাররা হাসিমুখে এই রান বাঁচানোর 'নোংরা কাজ' করে যাবে।'

তবে রবিবার ইডেনে ক্যারিবিয়ানদের গভীর ব্যাটিং লাইন-আপ যে বড়সড়ো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে, তা বিলক্ষণ জানেন অর্শদীপরা। বৃহস্পতিবার প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে একটা সময় ৮৩ রানে ৭ উইকেট হারিয়েও ক্যারিবিয়ানরা যেভাবে ম্যাচটা ১৭৬ রান পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সেটা মাথায় রাখছে ভারতীয় থিঙ্কট্যাঙ্ক। অর্শদীপের সতর্কবার্তা, 'ওরা শুধু এক গিয়ারে খেলে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী মানিয়ে নিতেও জানে। ইডেনের পিচ আর পরিস্থিতি বুঝেই আমাদের আসল গেমপ্ল্যান তৈরি হবে।' মায়াবী ইডেনের ফ্লাডলাইটের নীচে ক্যারিবিয়ান-মডেলেই ক্যারিবিয়ান-বধের অপেক্ষায় এখন গোটা দেশ।

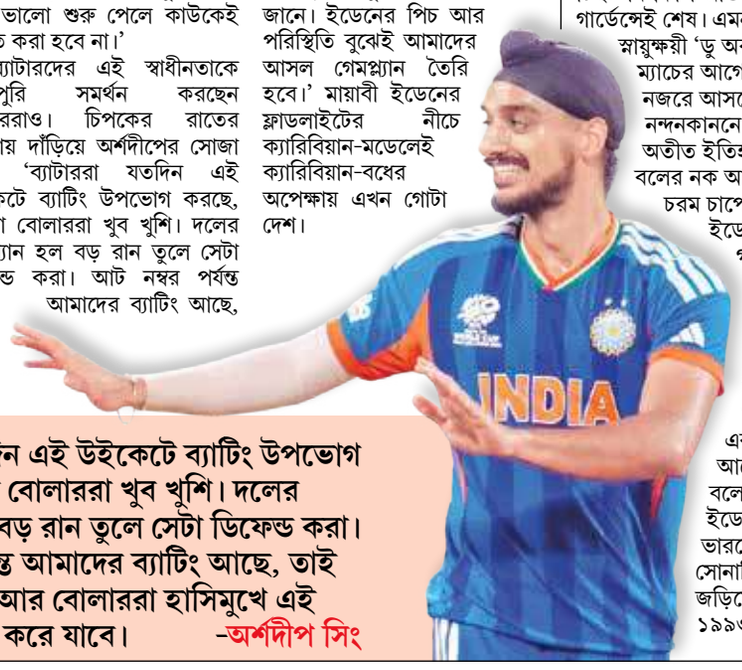

> ব্যাটাররা যতদিন এই উইকেটে ব্যাটিং উপভোগ করছে, আমরা বোলাররা খুব খুশি। দলের গেমপ্ল্যান হল বড় রান তুলে সেটা ডিফেন্ড করা। আট নম্বর পর্যন্ত আমাদের ব্যাটিং আছে, তাই ওরা হাত খুলে রান করুক। আর বোলাররা হাসিমুখে এই রান বাঁচানোর 'নোংরা কাজ' করে যাবে। -অর্শদীপ সিং

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আর কোনও 'যদি' বা 'কিন্তু'র ফাঁদ নেই। ১ মার্চ রবিবার, ক্রিকেটের নন্দনকানন আক্ষরিক অর্থেই এক 'মিনি ফাইনাল'-এর সাক্ষী হতে চলেছে। যে ম্যাচটা ভারত আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে শুধু জেতার নয়, টুর্নামেন্টে টিকে থাকার একমাত্র লাইফলাইন। এই 'ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনাল', যে দল জিতবে, সে সোজা সেমিফাইনালের টিকিট পকেটে পুরবে। আর যে হারবে, তার টি২০ বিশ্বকাপ অভিযান ইডেন গার্ডেন্সেই শেষ। এমন এক স্নায়ুক্ষয়ী 'ডু অর ডাই' ম্যাচের আগে স্বভাবতই নজরে আসছে ক্রিকেটের নন্দনকাননে দুই দলের অতীত ইতিহাস। সাদা বলের নক আউটের মতো চরম চাপের মুখে ইডেনের বাইশ গজে কার পাল্লা ভারী? ভারতীয় দলের জন্য ইডেন বরাবরই আবেগের এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। সাদা বলের ক্রিকেটে ইডেনের ফাইনালে ভারতের সবচেয়ে সোনালি স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই ১৯৯৩ সালের হিরো কাপে। ঘটনাচক্রে, সেই ফাইনালে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজকেই ১০২ রানে দুরমুশ করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। ফ্লাডলাইটের মায়াবী আলোয় ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে অনিল কুম্বলের সেই ১২ রানে ৬ উইকেটের জাদুকরী স্পেল আজও ময়দানের আড্ডায় ফিরে আসে।

কিন্তু ইডেনে ভারতের নক আউট ইতিহাস মানেই শুধু আনন্দ নয়, আছে এক বুক যন্ত্রণার দগদগে ক্ষতও। ১৯৯৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল কে ভুলতে পারে? শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর ইডেনের গ্যালারি ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছেড়েছিলেন বিনোদ কাম্বলি। ইডেনের দর্শক যেমন ক্রিকেট বোঝেন, তেমনই দলের চরম ব্যর্থতায় তাঁদের আবেগের বিস্ফোরণ সামলানোও কঠিন। অর্থাৎ, চাপ সামলাতে না পারলে ঘরের মাঠের দর্শকের এই বাঁধভাঙা আবেগই বুমেরাং হয়ে স্কাইদের দিকে ফিরে আসতে পারে।

অন্যদিকে, ক্যারিবিয়ানদের জন্য ইডেন হল রূপকথার এক মঞ্চ। কুড়ির বিশ্বকাপে ইডেনের বাইশ গজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে রীতিমতো পয়া। ২০১৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপের মেগা ফাইনাল এখনও ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখে ভাসে। শেষ ওভারে বেন স্টোকসকে টানা চারটি ছক্কা হাঁকিয়ে ইংল্যান্ডের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিলেন কার্লোস ব্রেথওয়েট। ইয়ান বিশপের সেই ধারাভাষ্য, 'কার্লোস ব্রেথওয়েট, রিমেম্বার দ্য নেম!'- ইডেনের ক্লাবহাউস যেন আজও সেই উন্মাদনায় গমগম করে। সেদিন গোটা ইডেন ক্যারিবিয়ানদের জয়ে গলা ফাটিয়েছিল। কারণ, কলকাতার দর্শকরা বরাবরই ভালো ক্রিকেটের কদর করতে জানেন, আর ক্যারিবিয়ানদের ওই স্বভাবসিদ্ধ 'ক্যালিপসো' মেজাজ ইডেনের খুব পছন্দের।

তবে রবিবার ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। সামনে যখন খোদ টিম ইন্ডিয়া, তখন ইডেনের ৬৫ হাজার গলা যে শুধু সূর্যকুমার যাদবদের হয়েই গর্জে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য। সুপার এইটে টানা চাপ আর হিসেবের গ্যাঁড়াকলে আটকে থাকা ভারতীয় দলের কাছে রবিবারের ম্যাচটা এক বিশাল অগ্নিপরীক্ষা। শিমরন হেটমায়ার বা শাই হোপদের মতো ফর্মে থাকা ক্যারিবিয়ান পাওয়ার হিটারদের বিরুদ্ধে জসপ্রীত বুমরাহ-বরুণ চক্রবর্তীদের আসল পরীক্ষা নেবে ইডেনের স্পোর্টিং উইকেট।

ইতিহাস বলছে, চাপের মুখে ভারত যেমন নিজেদের মাটিতে জ্বলে উঠতে পারে, তেমনই ক্যারিবিয়ানরাও এই মাঠে নিজেদের রাজা মনে করে। এখন দেখার, রবিবারের এই মেগা 'ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালে' কুম্বলের সেই হিরো কাপের স্মৃতি ফিরে আসে, নাকি ২০১৬-র পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ইডেনের বুকে ক্যারিবিয়ান-ঝড় ভারতের খেতাব রক্ষার স্বপ্ন তছনছ করে দেয়!

অনিল কুম্বলের দুরন্ত বোলিংয়ে ১৯৯৩ সালে হিরো কাপ জয়ের পর (উপরে)। ১৯৯৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হার নিশ্চিত বুঝে ক্ষোভ ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারিতে।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

শ্রীলঙ্কা বনাম পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭টা, ক্যান্ডি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

সমর্থকের ভালোবাসায় ধরাশায়ী মেসি

সান জুয়ান, ২৭ ফেব্রুয়ারি : পুয়ের্তো রিকোয় ইকুয়েডরের ক্লাব ইন্ডিপেন্ডিয়েন্তের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল ইন্টার মায়ামি। মাঠে নেমেছিলেন লিওনেল মেসিও। ৮৮ মিনিটে মায়ামির গোলের পিছন থেকে এক সমর্থক ঢুকে পড়েন মাঠে। রডরিগো ডি পলকে কাটিয়ে মেসির দিকে তিনি এগিয়ে যান। নিরাপত্তারক্ষী সেই ভক্তকে আটকালেও ততক্ষণে আরও দুইজন মাঠে ঢুকে পড়েন। মেসির সঙ্গে তাঁরা সেলফি তুলতে চান। মেসিও রাজি হন। তখনই এক সমর্থক মেসির কোমরে হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। সেই সময় নিরাপত্তারক্ষী ওই ভক্তকে সরিয়ে নিতে গেলেও তিনি মেসিকে ছাড়েননি। টানাটানিতে মেসি মাটিতে পড়ে যান। যদিও তাঁর চোট লাগেনি। এমনকি নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে মেসিকে উদ্বিগ্নও মনে হয়নি। সমর্থকদের একজন যিনি খালি গায়ে মাঠে ঢুকেছিলেন তিনি মেসির থেকে জার্সি উপহার পেয়েছেন। অন্য ভক্তের প্রাপ্তি আর্জেন্টাইন মহাতারকার অটোগ্রাফ।

জিতে শীর্ষে পৌঁছানো লক্ষ্য মোহনবাগানের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব কি শনিবার এক লজ্জাজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে? বৃহস্পতিবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই আলোচনা সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মধ্যে।

গত কয়েকটা ম্যাচের পর্যালোচনা করলে মনে হতেই পারে মহমেডান কি আদৌ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে তারকাখচিত মোহনবাগানের সামনে! প্রথম দুই ম্যাচে সের্জিও লোবেরার দল জিতলেও দুর্দান্ত খেলেছে বলা যাবে না। তেমনি গোল করার ক্ষেত্রেও নিজেদের সেরাটা মেলে ধরা এখনও বাকি জেমি ম্যাকলারেন-দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের। এখানে যে কাজটা কঠিন সেই কথা বলতে দ্বিধা করছেন না ম্যাকলারেনের পর্যায়ের স্ট্রাইকারও, 'এখানে সত্যিই দুর্দান্ত কিছু ডিফেন্ডারের বিপক্ষে খেলতে হয়। অস্ট্রেলিয়ার ডিফেন্ডারদের ছোট করছি না। কিন্তু এখানে কাজটা কঠিন। স্প্যানিশ এবং লাতিন আমেরিকার ডিফেন্ডারদের পাশাপাশি দারুণ কিছু কোচের বিরুদ্ধে খেলতে হচ্ছে এখানে।' তবু জয়ের পাশাপাশি গোলসংখ্যা বাড়িয়ে শীর্ষস্থানে যাওয়াই শনিবার লক্ষ্য হবে সবুজ-মেরুন শিবিরের। আর সেই কারণেই সম্ভবত এদিন আলাদা করে লিস্টন কোলাসো কী রবসন রোবিনহোদের দিয়ে দুইদিক থেকে ক্রস তুলিয়ে শুটিং অনুশীলন করানো হল দুজনকেই। দলে সম্ভবত খুব একটা পরিবর্তন আনবেন না মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দলের কাছে নৈতিক জয় হবে। তবু সাদা-কালো কোচ এরই মধ্যে পজিটিভ খুঁজছেন। তিনি বলেও ফেলেন, 'মোহনবাগান তো সত্যিই একটা শক্তিশালী দল। কিন্তু প্রথম দুটো ম্যাচে হারার পরেও কিছু পজিটিভ বিষয় দলের মধ্যে নজরে পড়েছে। সেগুলোকেই কাজে লাগাতে হবে। তাছাড়া মাঠে নামলে প্রতিপক্ষে বিদেশি আছে কিনা বা তারা কতটা শক্তিশালী এইসব আর মাথায় থাকে না। তখন ফুটবলাররা নিজেদের সেরাটাই দেয়।'

মহমেডান ম্যাচের অনুশীলনে মোহনবাগানের রবসন রোবিনহো।

মহমেডানের এই বাড়তি উদ্দীপনাই সামান্য হলেও চিন্তায় রাখছে লোবেরাকে। তিনি বলেও ফেলেন, 'তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে তৈরি ওদের দলটা। শারীরিক দিক থেকেও চনমনে। তাই মহমেডানকে ছোট করে দেখার প্রশ্নই নেই।' মহমেডানে মহিতোষ রায় বেশ ভালো খেলছেন। কিন্তু তাঁকে আলাদা করে গুরুত্ব না দিয়ে গোটা দলটাকে নিয়েই ভাবছেন লোবেরা।

মোহনবাগান যখন চ্যাম্পিয়নশিপকে সামনে রেখে দৌড়াচ্ছে, তখন মহমেডানের লক্ষ্য অবনমন বাঁচানো। আর তাই দুই শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের লড়াইকে আর সমর্থকরা এখন মিনি ডার্বিও বলতে নারাজ। বিশেষ করে মোহনবাগান সমর্থকরা খানিক যেন ব্যঙ্গ করেই নতুন নাম দিয়েছেন, 'মাইক্রো ডার্বি।' এখন দেখার সবুজ-মেরুন তারকাদের ঝলমলানির মধ্যে নিজেদের মাইক্রো থেকে কোন উচ্চতায় তুলে আনেন মহমেডানের একঝাঁক তরুণ।

ভয়ডরহীন ফুটবল চাইছেন মেহরাজ

দ্রুত ম্যাচ শেষ করতে চান লোবেরা

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচের আগে দুই শিবিরে ভিন্ন সুর। একদিকে প্রতিকূলতার আবহেও লড়াইয়ের অঙ্গীকার মহমেডানের। অন্যদিকে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় দাঁড়িয়েও সতর্ক সবুজ-মেরুন।

মোহনবাগানের মুখোমুখি হওয়ার আগে বাস্তবের মাটিতে

আইএসএলে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যানকোড অ্যাপ

দাঁড়িয়েই কথা বললেন সাদা-কালো কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। মরশুমের শুরু থেকেই চ্যালেঞ্জ যেন তাঁদের নিত্যসঙ্গী। পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাব, বিদেশিহীন দল, সীমিত সামর্থ্য। তবু হাল ছাড়ার প্রশ্ন নেই। মেহরাজের গলায় জেদ স্পষ্ট, 'অন্যান্য আইএসএল ক্লাবের তুলনায় আমাদের পরিস্থিতি আলাদা। কিন্তু ছেলেরা নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছে।'

মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মহমেডানকে অসম লড়াই লড়তে হবে বললেও খুব ভুল হবে না। তা অস্বীকার করছেন না মেহরাজও। কিন্তু ভয় নিয়ে খেলতে নারাজ তিনি। তাঁর বার্তাটা খুব স্পষ্ট। বলেছেন, 'আমরা ভয় নিয়ে খেলব না। অবশ্যই বিদেশি খেলোয়াড় দলকে শক্তিশালী করে। অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের যা আছে, তা নিয়েই এগোতে হবে। আমরা শেষপর্যন্ত লড়াই করব।'

ফের একবার মোহনবাগানকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

সবুজ-মেরুন শিবিরে ছবিটা আলাদা। দলে আত্মবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র ঘাটতি নেই। আবার আত্মতুষ্টিরও লেশমাত্র নেই। কোচ সের্জিও লোবেরার চোখ আরও ধারালো, আরও কার্যকর ফুটবলে। লোবেরা বলেছেন, 'আমরা সুযোগ তৈরি করছি। কিন্তু আরও দ্রুত ম্যাচ শেষ করতে হবে। প্রথম ম্যাচের তুলনায় উন্নতি হয়েছে। এভাবেই ধাপে ধাপে এগোতে হবে।' অর্থাৎ আরও গোল চাইছেন তিনি। আর গোল পার্থক্য বাড়িয়ে রাখার জন্য এই ম্যাচ মোহনবাগানের জন্য বড় সুযোগ। তবে প্রতিপক্ষকে হালকা করে দেখার ভুল করতে নারাজ বাগান কোচ। লোবেরার সতর্কবার্তা, 'ওরা নিজেদের প্রমাণে মরিয়া থাকবে। আমাদের লক্ষ্য তিন পয়েন্ট। কাগজে-কলমে আমরা ফেভারিট হতেই পারি। কিন্তু মাঠে যে কোনও কিছু হতে পারে।'

সব মিলিয়ে এই বড় ম্যাচ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আত্মসম্মানের লড়াই। অন্যদিকে আধিপত্য বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ।

অর্ধশতরানের পর হরমনপ্রীত কাউর।

ওডিআই সিরিজে হার স্মৃতিদের

হোবার্ট, ২৭ ফেব্রুয়ারি : টি২০ সিজিরের বদলা ওডিআইয়ে।

একদিনের সিরিজে শুরু থেকেই দাপট দেখাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ম্যাচে ভারতকে ৬ উইকেটে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়যাত্রা অব্যাহত রাখল অজিরা। একইসঙ্গে সিরিজও পকেটে পুড়ে নিল তারা।

এদিন টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর। ব্যাট হাতে শুরুটা ভালোই করেছিলেন ভারতের দুই ওপেনার। ব্যক্তিগত ৩১ রানে আউট হন স্মৃতি মান্ধানা। ৫২ রান করেন প্রতীকা রাওয়াল। তবে খেললেন ৮১ বল। গত ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও দুর্দান্ত খেলছিলেন হরমনপ্রীত। যদিও ৭০ বলে ৫৪ রান করে শেষপর্যন্ত সাজঘরে ফেরেন। এরপর রিচা ঘোষ (২২), কাশভি গৌতম (২৫), ক্রান্তি গৌড়দের (১৯) সৌজন্যে ৯ উইকেটে ২৫১ রান তোলে ভারত।

জবাবে মাত্র ৩৬.১ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। জয়ের কারিগর জর্জিয়া ভল (৮২ বলে ১০১) ও ফোয়েবে লিচফিল্ড (৬২ বলে ৮০)।

জামশেদপুরের জালে পথ হারাল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-১(এডমুন্ড)
জামশেদপুর এফসি-২
(এজে, রেই)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার দুপুরে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল গোটা বাংলা। কয়েক ঘণ্টা পরে তারই আফটার শকে আছড়ে পড়ল ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে। জামশেদপুর এফসি-র আক্রমণের সামনে পথ হারাল লাল-হলুদ ব্রিগেড।

জামশেদপুর ম্যাচের আগে থেকে মাঠের বাইরের বিষয় নিয়েই বেশি মাথা ঘামিয়েছিলেন লাল-হলুদ শিবির। ফলে মনঃসংযোগটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাদের। নিট ফল, জামশেদপুরের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও ২-১ গোলে হার ইস্টবেঙ্গলের। ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট জামশেদপুর এফসি-র। দুই প্রান্ত দিয়ে একের পর এক আক্রমণে ইস্টবেঙ্গলের নাভিশ্বাস তুলে দিলেন মহম্মদ সানান-ভিন্সি ব্যারেটোরা। বিশেষ করে সাননের গতির কাছে বারবার হেরে যাচ্ছিলেন লালচুংনুঙ্গা। মাঝমাঠে কাঙ্ক্ষিত ছন্দে দেখা যায়নি মিগুয়েল ফিগুয়েরা-মহম্মদ বসিম রশিদকে। ফলে জোয়ারের ঢেউয়ের মতো আক্রমণ আছড়ে পড়ে লাল-হলুদ ডিফেন্সে।

ম্যাচের ৭ মিনিটে রাফায়েল মেসি বাউলির গোল অফসাইডের জন্য বাতিল হয়। ১৪ মিনিটে ভিন্সির দূরপাল্লার শট বাঁচিয়ে দেন প্রভসুখান সিং গিল। মিনিট তিনেক পরে মাদিহ তালালের ফ্রি কিক গোলে ঢোকার আগের মুহূর্তে সেভ করেন ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক। এদিন প্রভসুখান প্রাচীর হয়ে না দাঁড়ালে প্রথমার্ধেই দুই-তিনটি গোল করে ফেলতে পারত জামশেদপুর এফসি।

উলটোদিকে ইস্টবেঙ্গল আপফ্রন্টের অবস্থা ছিল শোচনীয়। গত দুই ম্যাচে চার গোল করা ইউসেফ এজেজ্জারিকে এদিন বেশ নিষ্প্রভ দেখাল। নবাগত বিদেশি অ্যান্টন সোজবার্গকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। তারপরেও ম্যাচের ৪১ মিনিটে লিড নেয় ইস্টবেঙ্গল। সৌজন্যে এডমুন্ড লালরিনডিকা। বিপিন সিংয়ের ক্রস প্রতীক চৌধুরীর মাথায় লেগে বক্সে থাকা এডমুন্ডের কাছে যায়। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মার্ক জো-কে আউটসাইড ডজে ছিটকে দিয়ে ফিনিশ করেন লাল-হলুদের দশ নম্বর জার্সিধারী। প্রথম গোলের পর ফের গোলের সুযোগ এসেছিল ইস্টবেঙ্গলের সামনে। মিগুয়েলের কর্নার থেকে ফাঁকায় থাকা ইউসেফ বাইরে হেড করেন।

জামশেদপুরকে সমতায় ফেরানো স্টিফেন এজেকে ঘিরে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

পিছিয়ে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধেও কিন্তু চেনা মেজাজে ছিল জামশেদপুর। ৫৪ মিনিটে মাদিহ তালালের ফ্রি কিক থেকে স্টিফেন এজের হেড কোনওক্রমে বাঁচিয়ে দেন প্রভসুখান। পাঁচ মিনিট পরেই মেসি বাউলির পাস থেকে তালালের শট বাঁচিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক। তবে এত কিছুর পরেও শেষরক্ষা হয়নি। ৬০ মিনিটে গোলশোধ করে জামশেদপুর। নিকোলা স্টোজানোভিচের কর্নার থেকে হেডে গোল করে যান এজে।

আসলে আইএসএলের প্রথম দুইটি ম্যাচে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের বিরুদ্ধে খেলেছিল ইস্টবেঙ্গল। তাই রক্ষণের বেহাল দশা সেভাবে দেখা যায়নি। কিন্তু জামশেদপুর শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে। ম্যাচে ফিরতে তাই কোচ বাধ্য হয়ে এডমুন্ডকে তুলে সৌভিক চক্রবর্তীকে নামান। একই সঙ্গে পিভি বিষ্ণু ও নন্দকুমার শেখরকে নামিয়ে দেন তিনি। কিছু সময় পর ইউসেফকেও তুলে নেন অস্কার ব্রুজো। তাতে ভাগ্য তো বদলয়ানি, উলটে ইউসেফ উঠে যেতে জামশেদপুর রক্ষণের ওপর থেকে চাপ অনেকটা হালকা হয়ে যায়। এটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই সুযোগে ৮৭ মিনিটে জয়সূচক গোলটি তুলে নেয় তারা। সাননের কাছ থেকে বল পেয়ে তালালের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে ফিনিশ করেন জামশেদপুরের জাপানি তারকা রেই তাচিকাওয়া।

ম্যাচের পর অবশ্য ইউসেফকে তুলে নেওয়ার কারণ হিসেবে কোচ অস্কার বলেছেন, 'ইউসেফ আসলে না খেয়ে ছিল। ফলে পরের দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যে কারণে ওকে তুলে নিই।' এদিকে, ম্যাচ জিতলেও জামশেদপুর কোচ ওয়েন কোয়েল লাল-হলুদের প্রশংসা করে বলে যান, 'আমার চোখে দেখা এটাই ইস্টবেঙ্গলের সেরা দল। ম্যাচ হারলেও ওরা লড়াই করেছে।'

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, লালচুংনুঙ্গা (রাকিপ), জিকসন, আনোয়ার, জয়, রশিদ, মিগুয়েল, এডমুন্ড (সৌভিক), বিপিন (বিষ্ণু), অ্যান্টন (নন্দ), ইউসেফ (ডেভিড)।

সিলিন্ডার বয়ে ছেলের স্বপ্নপূরণ

সফল রিঙ্কুকে রেখে চিরবিদায় বাবার

চেন্নাই, ২৭ ফেব্রুয়ারি : চেন্নাইয়ের বাতাসে যখন জিম্বাবোয়ে বধের পর বিশাল জয়ের উৎসবের রেশ, ঠিক তখনই ভারতীয় শিবিরে নেমে এল শোকের ছায়া। শেষরক্ষা হল না। পিতৃহারা হলেন জাতীয় দলের অন্যতম ভরসা রিঙ্কু সিং। শুক্রবার ভোরে দীর্ঘ রোগভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রিঙ্কুর বাবা খানচাঁদ সিং।

বেশ কিছুদিন ধরেই স্টেজ-ফোর লিভার ক্যানসারের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন তিনি। গ্রেটার নয়ডার যথার্থ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। বাবার শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর পেয়ে মঙ্গলবারই চেন্নাইয়ের শিবির ছেড়ে বাড়ি ছুটেছিলেন রিঙ্কু। কিন্তু দেশের জার্সির প্রতি তাঁর অদম্য টান! বাবাকে একঝলক দেখেই, চরম মানসিক উদ্বেগের মধ্যেই পরের দিনই ফের চেন্নাইয়ে দলের সঙ্গে যোগ দেন তিনি। বৃহস্পতিবারজিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে না থাকলেও, মাঠে নেমে তাঁকে ক্ষিপ্র ফিল্ডিং করতে দেখা যায়। শরীরটা চিপকের মাঠে থাকলেও, মন পড়েছিল সেই হাসপাতালের বিছানায়। আশঙ্কাই শেষপর্যন্ত সত্যি হল।

যে বাবা চরম আর্থিক অনটনের মধ্যেও, গ্যাস সিলিন্ডার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ছেলের ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নে সার জুগিয়েছেন, ছেলের সাফল্যের এই মধ্যগগনেই তিনি বিদায় নিলেন। পরিবারে যখন সবেমাত্র সুদিন ফিরতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই ঘনিয়ে এল অন্ধকার। গত চার-পাঁচদিন ধরে কৃত্রিম সাপোর্ট সিস্টেমে রেখে চিকিৎসকরা শেষ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। যথার্থ হাসপাতালের মুখপাত্র ডা. সুনীল কুমার বলেছেন, 'গত কয়েকদিন ধরেই তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক ছিল। ২১ তারিখ ভর্তির পর থেকেই ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। কিন্তু আজ সকালে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।'

বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে চেন্নাই থেকে আলিগড়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন রিঙ্কু। এদিকে রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কার্যতকোয়ার্টার ফাইনালে নামছে ভারত। দলের অন্যতম সেরা 'ম্যাচ ফিনিশার' রিঙ্কুকে এই মেগা ম্যাচে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে ঘোর সংশয় তৈরি হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে এখনও সরকারিভাবে কিছু জানানো না হলেও, চেন্নাইয়ে ভারতীয় দলের অন্দরের পরিবেশ এই মুহূর্তে থমথমে।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক খবর। গভীর সমবেদনা জানাই রিঙ্কু ও ওর পরিবারকে। ঈশ্বর ওদের এই কঠিন সময়ে মানসিক শক্তি জোগান দিন। ওম শান্তি।

-বিরাট কোহলি

শোকের এই কঠিন সময়ে রিঙ্কুর পাশে দাঁড়িয়েছে গোটা ক্রিকেট মহল। প্রাক্তন তারকা হরভজন সিং সমবেদনা জানিয়ে লিখেছেন, 'রিঙ্কু ও ওর পরিবারের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন সময়। এরমধ্যেই বিশ্বকাপে দেশের প্রতি রিঙ্কু যে দায়বদ্ধতা দেখিয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।' অন্যদিকে, বিরাট কোহলি তাঁর বার্তায় লিখেছেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক খবর। গভীর সমবেদনা জানাই রিঙ্কু ও ওর পরিবারকে। ঈশ্বর ওদের এই কঠিন সময়ে মানসিক শক্তি জোগান দিন। ওম শান্তি।'

বাবা খানচাঁদ সিংয়ের সঙ্গে রিঙ্কু। ক্যানসার শুক্রবার লড়াই থামিয়ে দিল খানচাঁদের।

টিম বাসেই কি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের রণনীতি ছকে নিচ্ছেন গৌতম গম্ভীর? কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি। শুক্রবার।

সূর্যদের অপেক্ষায় ইডেনের স্পোর্টিং বাইশ গজ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : আচমকা দুলে উঠল সবকিছু। তৈরি হল আতঙ্ক।

ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর ১.২২। তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল তিলোত্তমা। যার ফলে শহরজুড়ে তৈরি হয়েছিল আতঙ্ক।

দুপুরের ভূমিকম্প আতঙ্ক বদলে গেল বিকেলে। কাঁপন টের না পেলেও সেই ভূমিকম্পের কারণেই শুক্রবার বিকেলে দমদম বিমানবন্দরে ভারতীয় দলের বিমান অবতরণ হল নির্ধারিত সময়ের প্রায় চল্লিশ মিনিট পর। বিকেল পাঁচটার সামান্য সময় পর বিমানবন্দরের এক নম্বর গেটের সামনে ভারতীয় দলকে দেখার জন্য যে উন্মাদনা দেখা গিয়েছে, তা চমকে দেওয়ার মতোই। যার মধ্যে আর যাই হোক না কেন কম্পন আতঙ্কের কোনও রেশ ছিল না। বদলে ছিল ক্রিকেট উৎসবের আবাহন।

আজ কালীঘাটে পুজো দেবেন গম্ভীর

৭ ফেব্রুয়ারি ইডেন গার্ডেন্সে চলতি টি২০ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচের পরও আরও কয়েকটি ম্যাচ হয়েছে। ইডেনের ৬৭ হাজার দর্শকাসনের কিছুটা ভর্তিও হয়েছে। কিন্তু এমন গণ হিস্টিরিয়া দেখা যায়নি। রবিবারের ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনাল। জিতলেই টিম ইন্ডিয়ার সেমিফাইনাল নিশ্চিত। গতকাল রাতে চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়েকে উড়িয়ে দেওয়ার পর ভারতীয় দলের শরীরী ভাষাই বদলে গিয়েছে। বেড়েছে আত্মবিশ্বাস। সেই বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়েই আজ সন্ধ্যায় কলকাতায় পা রাখল টিম ইন্ডিয়া। ভোররাতে ক্যানসার আক্রান্ত বাবা প্রয়াত হওয়ায় রিঙ্কু সিং দলের সঙ্গে কলকাতায় আসেননি। চেন্নাই থেকেই বাড়ি ফিরেছেন রিঙ্কু। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, ম্যাচের দিন সকালে রিঙ্কুর কলকাতায় হাজির হওয়ার সম্ভাবনা।

ফুরফুরে মেজাজে কলকাতায় পা রাখলেন সূর্যকুমার যাদব। শুক্রবার। -ডি মণ্ডল

শেষপর্যন্ত রিঙ্কু কলকাতায় হাজির হয়ে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন কি না, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে সন্ধ্যার দিকে ভারতীয় দল কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ার পর রবিবারের ম্যাচের টিকিট উন্মাদনা অতীতের সব নজিরকে ছাপিয়ে গিয়েছে। ৯০০ টাকার টিকিট কালোবাজারে পাওয়া যাচ্ছে ৩ হাজার টাকায়। দেড় হাজার টাকার টিকিটের মূল্য দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজারে। ক্লাব হাউসের আমন্ত্রণমূলক টিকিটও প্রায় কুড়ি হাজার টাকায় বিকোচ্ছে কালোবাজারে। সিএবি-র কর্তাদেরও নাজেহাল অবস্থা। সব সদস্যদের টিকিটের চাহিদাও মেটাতে পারছেন না তাঁরা। টিম ইন্ডিয়া অতীতেও কলকাতায় বহু ম্যাচ খেলেছে। ২০১৬ সালে টি২০ বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচও হয়েছিল ইডেনেই। সেই ম্যাচের সময়ও টিকিটের উন্মাদনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল কি না, তা নিয়ে চর্চা চলছিল সন্ধ্যার ইডেনে।

রবিবারের ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের আগে আরও একটি দিক নিয়ে চলছে চর্চা। সৌজন্যে ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজ। আজ দুপুরে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজার (ক্রিকেট অপারেশনস) আবে কুরুভিল্লা আচমকাই হাজির হয়েছিলেন ইডেনে। মাঠে ঢুকে কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘসময় আলোচনাও করেন। সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইডেনে হাজির হয়েই সোজা চলে যান মাঠে। খুঁটিয়ে দেখেন রবিবারের ম্যাচের বাইশ গজ। যেখানে এখনও ঘাস রয়েছে। সূত্রের খবর, এতটা সবুজ থাকবে না ইডেনের বাইশ গজ। জানা গিয়েছে, ইডেনে বড় রানের ম্যাচ হতে চলেছে। ব্যাটারদের পাশে বোলারদের জন্যও সহায়তা থাকবে। সিএবি সভাপতি সৌরভও জানিয়েছেন, রবিবার দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হতে চলেছে ইডেনে।

রনজি জয়ের পথে জম্মু ও কাশ্মীর

জম্মু ও কাশ্মীর-৫৮৪ ও ১৮৬/৪
কর্ণাটক-২৯৩
(চতুর্থ দিনের শেষে)

হুবলি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : প্রথমবার রনজি ট্রফি জয়ের পথে জম্মু ও কাশ্মীর। চতুর্থ দিনের শেষে কর্ণাটকের চেয়ে ৪৭৭ রানে এগিয়ে তারা। ম্যাচ ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকায় খেতাব উঠবে তাদেরই হাতে।

কর্ণাটককে তাঁদেরই ঘরের মাঠে কোণঠাসা করে দিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর। ৫৮৪ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে দেবদত্ত পাডিক্কাল, মায়াঙ্ক আগরওয়ালদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৯৩ রানে। মায়াঙ্কের ১৬০ রানের পর কর্ণাটকের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান ক্রুথিক কৃষ্ণার। ৩৬ রান করেন তিনি। একাই পাঁচ উইকেট তুলে নেন জম্মু ও কাশ্মীরের পেসার আকিব নবি দার। দুটি করে উইকেট সুনীল কুমার ও যুধবীর সিংয়ের ঝুলিতে। একটি উইকেট নেন সাহিল লোত্রা।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে জম্মু ও কাশ্মীরের স্কোর ৪ উইকেটে ১৮৬। সৌজন্যে কামরান ইকবালের ৯৪ রানের অপরাজিত ইনিংস। অথচ ফাইনালে তাঁর খেলার কথাই ছিল না। খাজুরিয়ার চোটে শেষ মুহূর্তে সুযোগ পেয়ে যান। ম্যাচের আগের রাতে ১১টা ৩০-এর বিমান ধরে দিল্লি থেকে মুম্বই। সেখানে ৪ ঘণ্টা অপেক্ষার পর হুবলির বিমান ধরেন। টসের ৩০ মিনিট আগে মাঠে পৌঁছান। প্রথম ইনিংসে বড় রান করতে পারেননি। তবে এবার সেই ইকবালই এগোচ্ছেন শতরানের পথে। জম্মু ও কাশ্মীরের রনজি জয়ের পথও মসৃণ করছেন তিনিই।

৪ মার্চ পর্যন্ত স্থগিত সুপার সিক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সের খেলা ৪ মার্চ পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেল। ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার রাতের বৃষ্টিতে সুপার সিক্সের কেন্দ্র উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ খারাপ হয়ে গিয়েছে। এজন্য ৪ মার্চ পর্যন্ত খেলা বন্ধ রাখা হবে।' শুক্রবার সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের খেলাটিও হয়নি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম চেলসি
নিউক্যাসল ইউনাইটেড বনাম বার্সেলোনা
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ বনাম টটেনহাম হটস্পার
বোডো/গ্লিমট বনাম স্পোর্টিং লিসবন
গালাতাসারে বনাম লিভারপুল
বেয়ার লেভারকুসেন বনাম আর্সেনাল
আটালান্টা বনাম বায়ার্ন মিউনিখ

প্রথম লেগ ১০ ও ১১ মার্চ।
দ্বিতীয় লেগ ১৭ ও ১৮ মার্চ।

কঠিন অঙ্কের সামনে পাকিস্তান

নিউজিল্যান্ড-১৫৯/৭ ইংল্যান্ড-১৬১/৬

কলম্বো, ২৭ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপে টিকে রইল পাকিস্তান। শুক্রবার নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়ে তাদের অক্সিজেন দিয়েছে ইংল্যান্ড। যদিও সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে শ্রীলঙ্কা ম্যাচে জয়ের সঙ্গে কঠিন অঙ্ক মেলাতে হবে পাকিস্তানকে। প্রথমে ব্যাটিং করলে ৬৪ রানে জিততে হবে। আর পরে ব্যাটিংয়ে নামলে ১৩.১ ওভারে তাদের রানতাড়া শেষ করতে হবে।

সুপার এইটের ম্যাচে শুক্রবার ইংল্যান্ডকে হারালেই শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত হয়ে যেত নিউজিল্যান্ডের। প্রথম ৬ ওভারে বিনা উইকেটে ৫৪ রান তুলে শুরুটা ভালোই করেছিলেন কিউয়ি ওপেনাররা। তবে পাওয়ার প্লে-র পরেই আদিল রশিদ (২৮/২) আক্রমণে এসেই তুলে নেন টিম সেইফার্টকে (৩৫)। পরের ওভারেই উইল জ্যাকসের (২৩/২) শিকার হয়ে ফেরেন ফিন অ্যালেন (২৯)। এরপর বড় পার্টনারশিপ গড়তে ব্যর্থ মিডল অর্ডার। ক্রিজে জমে গিয়েও ইনিংস লম্বা করতে পারেননি গ্লেন ফিলিপস (২৮ বলে ৩৯)। বিশ্বকাপে অভিষেক ম্যাচে প্রথম বলেই এদিন উইকেট তুললেন ইংল্যান্ডের রেহান আহমেদ (২৮/২)। তাঁর শিকার রাচিন রবীন্দ্র (১১)। এদিন ২০ ওভারের মধ্যে ১৬ ওভারই স্পিনারদের দিয়ে করিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। সেই স্পিন জালেই কিউয়িরা থামে ১৫৯/৭ স্কোরে।

রান তাড়ায় নেমে প্রথম ২ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়েছিল ইংল্যান্ড। এরপর ব্রুক (২৬), জ্যাকব বেথেল (২১), স্যাম কুরান (২৪) ইনিংস লম্বা না করতে পারায় ১৬.৫ ওভারে তারা ১১৭/৬ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেই ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেন জ্যাকস (১৮ বলে অপরাজিত ৩২) ও রেহান (৭ বলে অপরাজিত ১৯)। ইংল্যান্ড ১৯.৩ ওভারে ১৬১/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়।

ইডেনে এক্স ফ্যাক্টর বুমরাহ : সৌরভ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ব্যস্ততার শেষ নেই তাঁর। কখনও ইডেন গার্ডেন্সের মাঠ ও পিচের তদারকি করতে চলে যাচ্ছেন। কখনও আবার রবিবারের ম্যাচের প্রশাসনিক দিক খতিয়ে দেখছেন।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যস্ততার শেষ নেই। ২০১৬ সালে মহারাজ যখন সিএবি সভাপতি ছিলেন, তখন টি২০ বিশ্বকাপের ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ হয়েছিল ইডেনে। সেই ম্যাচের তুলনায় কি রবিবারের ম্যাচের চাপ আরও বেশি? রাতের ইডেনে প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন মহারাজ। বলে দিলেন, 'সেই ম্যাচের সঙ্গে রবিবারের ম্যাচের তুলনা হয় কিনা জানি না। তবে দীর্ঘসময় ধরে এইসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এখন আর চাপ বলে মনে হয় না।'

সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে মুখ থুবড়ে পড়েছিল টিম ইন্ডিয়া। গতরাতে জিম্বাবোয়ে ম্যাচ জিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারত। রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারালেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত। কেমন হবে রবিবারের ম্যাচ? সিএবি সভাপতি রাতের ইডেনে বলছিলেন, 'ভালো ম্যাচ হবে নিশ্চিতভাবেই। বড় রানের ম্যাচ হবে।' রবিবারের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়াই কি ফেভারিট? জবাবে চওড়া হাসি নিয়ে সৌরভ বলে দিলেন, 'অবশ্যই ফেভারিট ভারত। জসপ্রীত বুমরাহ ম্যাচের এক্স ফ্যাক্টর হতে চলেছে।' বরুণ চক্রবর্তী শেষ দুইটি ম্যাচে ছন্দে নেই। বরুণের সমস্যাটা কী? জবাবে সৌরভ বলছেন, 'বিপক্ষ ব্যাটাররা বরুণকে অফস্পিনার হিসেবে খেলছে। বরুণকে একটু সতর্ক থাকতে হবে।'

এদিকে, রবি সন্ধ্যার ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে লেজার শো, আতশবাজির প্রদর্শনীর পাশে থাকছে সাদা বলের ক্রিকেট নিয়ে বিশেষ তথ্যচিত্রও। খেলার শুরু থেকে শেষপর্যন্ত মাঠে বলিউডের দুইটি জনপ্রিয় গান বাজবে। সঙ্গে থাকবে বন্দেমাতরম। ডিজেরা যে সব গান বাজাবেন, সেই গানও বাছাই করে দিয়েছেন সৌরভ। রাতের দিকের খবর, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল কলকাতায় পৌঁছানোর পর নেটে বোলিংয়ের জন্য সিএবি-র কাছে জনা কয়েক রিস্ট স্পিনার চেয়েছে।

জসপ্রীত বুমরাহদের চ্যালেঞ্জ জানাতে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন শিমরন হেটমেয়ার। -ডি মণ্ডল

দুইদিন পিছিয়ে যাচ্ছে আইপিএল

INDIAN PREMIER LEAGUE

মুম্বই, ২৭ ফেব্রুয়ারি : ২৬ মার্চ থেকে এবারের আইপিএল শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে তা দুইদিন পিছিয়ে ২৮ মার্চ শুরু হবে। ফাইনাল ৩১ মে। এখনও পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের থেকে আইপিএলের সূচি ঘোষণা হয়নি। আগামী সপ্তাহে সূচি প্রকাশ হতে পারে। সূচি তৈরিতে সমস্যা করছে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। বছরের এই সময়টাতেই পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ও অসমে ভোট রয়েছে।

সেমিতে দাদাভাই, বিবেকানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ৮ দলীয় অসিত রায়, জয়শ্রী গুপ্তা ও শান্তিরঞ্জন সাহা ট্রফি ভলিবল লিগে সেমিফাইনালে উঠল দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও বিবেকানন্দ ক্লাব। শুক্রবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের মেলা প্রাঙ্গণে স্বস্তিকা যুবক সংঘকে ২৫-১৪, ২৫-১৬ পয়েন্টে, এনআরআই-কে ২৫-১৬, ২৫-১৬ পয়েন্টে ও বিবেকানন্দকে ২৫-১৭, ২৬-২৪ পয়েন্টে হারিয়ে দাদাভাই জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে। বিবেকানন্দের জোড়া জয় এসেছে স্বস্তিকা (২৫-১১, ২৫-১৪ পয়েন্ট) ও এনআরআই-এর (২৫-১৫, ২৫-১২ পয়েন্ট) বিরুদ্ধে। দাদাভাই ও বিবেকানন্দের পর এনআরআই-এর কাছে ২৫-১৯, ২৫-২৩ পয়েন্টে হেরে স্বস্তিকা লজ্জার হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে। শনিবার সেমিফাইনালে দাদাভাই মুখোমুখি হবে জিটিএসসি-র। বিবেকানন্দের সামনে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব। পরে বিকাল ৫টা থেকে রয়েছে ফাইনাল।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা কাজল রায় - কে 04.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 47E 06638 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমি কোটিপতি হয়েছি। এটি আমার আর্থিক অবস্থা অনেকটাই শক্ত করে দিয়েছে এবং বড় পরিবর্তন এসেছে। এই সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ অবশ্যই আমাদের সামাজিক মর্যাদা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা উন্নত করতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কিরণচন্দ্রে চ্যাম্পিয়ন ফুটবলারদের সংবর্ধনা ওয়াইএমএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : দিন দশেক আগেই মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি নৈশ ফুটবলে প্রথমবারের জন্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওয়াইএমএ। শুক্রবার সেই চ্যাম্পিয়ন দলের ফুটবলারদের সংবর্ধনা দিল ওয়াইএমএ। প্রতিযোগিতায় ক্লাবের হলুদ-নীল জার্সির সঙ্গে রং মিলিয়ে আনা হয়েছিল কেক। মেয়র গৌতম দেবকে নিয়ে সেই কেক কাটেন ফুটবলাররা। পরে ফুটবলারদের সেই কেক মেয়র খাইয়ে দেন। ওয়াইএমএ-র যুগ্ম সচিব সোমনাথ দে বলেছেন, 'ফুটবলারদের আজ খাদা পরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ক্লাবকে গর্বিত করার জন্য ওদের হাতে বোনাস তুলে দেওয়া হবে।' ওয়াইএমএ-র আনন্দ বাড়িয়ে ক্রীড়া পরিষদের অধীনস্ত সমস্ত ক্লাবের প্রতিনিধিরা ছাড়াও খেলার জগতের বাইরের বিভিন্ন সংগঠন এসে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে যায়। এসেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার মনজিৎ সিংও। সবার উপস্থিতিতে ফুটবল আড্ডায় মেতে উঠেছিল ওয়াইএমএ-র ক্লাবঘর। যেখানে শিলিগুড়ির পুরোনো দিনের ফুটবল ও ফুটবলাররাই ছিলেন আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু।

মেয়র গৌতম দেবের উপস্থিতিতে ফুটবলারদের সংবর্ধিত করল ওয়াইএমএ।

সেমিতে পল্লিশ্রী, এলআরএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মহিলাদের সর্বভারতীয় পর্যায়ের টি২০ ক্রিকেটে প্রকাশচন্দ্র সাহা কাপে সেমিফাইনালে উঠেছে হাওড়ার এলআরএস এবং মধ্যমগ্রাম পল্লিশ্রী। অজিতকুমার বিশ্বাস, মীরা বিশ্বাস, গোপাল পালচৌধুরী ও পূর্ণিমা চক্রবর্তী ট্রফিতে শুক্রবার এলআরএস ৬ উইকেটে জিতেছে আরকেএস চাকদহ ওমেন্স ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে। টসে হেরে আরকেএস ৮ উইকেটে ১২৪ রান তোলে। ঋতুশ্রী পালের অবদান ৩৮ রান। জবাবে এলআরএস ১৬.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৫ রান তুলে নেয়। ইতি সরকার ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন। পরে বেলুড়ের শ্রীগুরু সংঘ ৮০ রানে হারিয়েছে পিএসসি বারাণসীকে। টসে জিতে শ্রীগুরু ২ উইকেটে ১৭৫ রান তোলে। জবাবে পিএসসি ৫ উইকেটে ৯৫ রানে আটকে যায়।